ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-66 ■ 11 December, 2024 ■ আগরতলা ১১ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

টিআইটিতে নতুন অডিটোরিয়াম উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যে একটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। প্রযুক্তিগত শিক্ষায় রাজ্যের একটি প্রসিদ্ধ নাম ত্রিপুরা ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি(টিআইটি)। শিক্ষা ক্ষেত্রে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরা। এরমধ্যে রাজ্যে একটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার জন্য চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। সদিচ্ছা থাকলে এবং ভালো চিন্তাভাবনা থাকলে না হওয়ার কোন কারণ নেই। পাশাপাশি মাদকের বিরুদ্ধে মোকাবিলায় নিজেদেরও সচেতন হতে হবে।

মঙ্গলবার নরসিংগড়স্থিত ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে (টিআইটি) আয়োজিত রক্তদান শিবির ও নবনির্মিত অডিটোরিয়ামের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, যেকোন প্রতিষ্ঠানে একটা অডিটোরিয়াম থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অডিটোরিয়াম বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের পারফরম্যান্স করার ক্ষেত্রে একটি সহায়ক মঞ্চ হিসেবে কাজ করে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একটি করে অডিটোরিয়াম গড়ে তুলতে চাইছে রাজ্য সরকার। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যেকার সম্পর্ক খুবই গভীর। আমি নিজেও মেডিকেল কলেজের শিক্ষক হওয়ার সুবাদে এই সম্পর্কের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি। একটা প্রতিষ্ঠানে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যে পরম্পরা সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানের ফ্যাকাল্টিরাও খুবই উচ্চশিক্ষিত। তাই ছাত্রছাত্রীদের কাজ হচ্ছে শিক্ষকদের ভেতরে যা জ্ঞান রয়েছে সেটা বের করে নেওয়া। কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বারবার বলছেন আগামীদিন তাদের হাতেই পৃথিবী যাদের কাছে জ্ঞান রয়েছে। দেশের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সরাসরি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের সাথে মতবিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাদের মতামতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার চেষ্টা করেন। দেশকে উন্নয়নের দিশায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়ার কথা বলেন। তরুণ প্রজন্মকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচিও গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী। আর ছাত্র জীবনেই ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের ভিত্তি মজবুত করতে হবে। শেখার জন্য এটাই ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত সময়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। মুম্বাইতে রাজ্যের অনেক রোগী এবং অন্যান্য কাজে মানুষ যায়। কিন্তু সেখানে থাকার সমস্যা হয় তাদের। তাই মুম্বাই গিয়ে আমি সেখানে ত্রিপুরা ভবনের জন্য প্রস্তাবিত জায়গা ঘুরে দেখি। কিছুদিন আগে দিল্লিতে গিয়েও নতুন ত্রিপুরা ভবনের জায়গা ঘুরে দেখি ও পর্যালোচনা করি। ডাঃ সাহা বলেন, একটা সময় ছিল এটাকে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বলা হতো। বহু পুরনো। আমাদের আত্মীয়ও এখান থেকে পড়াশুনা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে অস্থির পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সরকার পরিবর্তনের ডাক মানিক সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরার মধ্যে অস্বাভাবিকভাবে অর্থনৈতিক সংকট চলছে। বিজেপি সরকার প্রতারক সরকার। জনগণকে ভুল প্রতিশ্রুতি এবং বিভ্রান্ত করে শাসন ক্ষমতায় এসেছে। এই অস্থির পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রাজ্যবাসীকে সরকার পরিবর্তনের ডাক দিতে হবে। আজ সিপিআইএম বিলোনীয়া মহকুমা সম্মেলনের এমনটাই অভিযোগ করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএমের পুলিটব্যুরোর সদ্যস মানিক সরকার।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরার অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। রাজ্যে জিনিসপত্রের দাম, বেআইনী মুজতদারী এবং কালোবাজারী বাড়ছে। গ্রামে গ্রামে কাজ ও খাদ্যে অভাব দেখা দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ঘরে ঘরে কাজ অভাব দেখা দেয় নি। তাঁর কথায়, বামফট্র সরকার শুধু রেগার কাজের মাধ্যমে গরিবদের বাঁচিয়ে রাখতো না। রাজ্যের প্রায় ২০ টি দপ্তরের মাধ্যমে কাজের সুযেগ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতো। তৎকালীন সময়ে অনহারের কারণের সন্তান বিক্রি হওয়া বন্ধ হয়েছিল। বরং বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বহি:রাজ্যের জনগণ ত্রিপুরায় আসত। কিন্তু বর্তমানে বিজেপি সরকারের আমলে রেগা ও টুয়েপে কাজ নেই। কাজের সন্ধানে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। বর্তমানে অনাহারে সন্তান বিক্রি করে চলছে জনগন। আর রাজ্য সরকার তার স্বীকার করছে না।

এদিন তিনি আরও বলেন, রাজ্যের শিক্ষার বেহাল দশায় পরিনত হয়েছে। প্রত্যেকটি স্কুল শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। প্রতিটি শিক্ষকের দাবিতে পড়ুয়ারা রাস্তায় আন্দোলনে নামছে। শিক্ষকের অভাবে অনেক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে পড়ছে। কিন্তু রাজ্য সরকারের কোনো হেলদোল নেই। তাছাড়া, প্রতিটি হাসপাতালে ডাক্তার, স্বাস্থ্য কর্মীর অভাব দেখা দিয়েছে।

তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের সাথে ত্রিপুরার কর্মচারীদের ২৩ শতাংশ মহার্ঘ ভাতার ফারাক রয়েছে। আসলে এটা বিজেপি জোট সরকারের দুর্বলতা ও ত্রুটির কারণে হয়েছে। বাম আমলে ত্রিপুরার সরকারি কর্মচারীদের বছরে দুইবার মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হত। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকারের মহার্ঘ ভাতার সমপর্যায়ে নিয়ে যাওয়াই বিগত সরকারের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তা বর্তমানে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

তাঁর অভিযোগ, ত্রিপুরায় বিজেপি জোট সরকার থাকা সত্ত্বেও সরকার কর্মচারীরা আর্থিকভাবে বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন।ত্রিপুরায় অস্বাভাবিকভাবে অর্থনৈতিক সংকট চলছে। বিজেপি সরকার প্রতারক সরকার। জনগণকে ভুল প্রতিশ্রুতি এবং বিভ্রান্ত করে শাসন ক্ষমতায় এসেছে। এর বিরুদ্ধে রাজ্যবাসীকে একত্রে লড়াই করতে হবে।

স্বাস্থ্য দপ্তরে ২৪১টি এলডিসি পদ সৃষ্টি ও পূরণের সিদ্ধান্ত

মন্ত্রিসভায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। স্বাস্থ্য দপ্তরে ২৪১টি এলডিসি পদ সৃষ্টি ও পূরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা জানান।

পর্যটনমন্ত্রী জানান, মন্ত্রিসভার বৈঠকে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন বিভাগে ১৬ ১টি টেকনিক্যাল পদ সৃষ্টি ও পূরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই পদগুলির মধ্যে রয়েছে ফিজিও থেরাপিস্ট ৮টি, অডিওমেট্রি টেকনিশিয়ান ৩১টি, ডেন্টাল টেকনিশিয়ান ৪টি, ইসিজি টেকনিশিয়ান ১৪টি, কম্পিউটার টেকনিশিয়ান ৪টি, রেডিওগ্রাফার ২৯টি, জুনিয়র স্টোর কিপার ৯টি, প্রোস্টেটিক এন্ড অর্থোটিক টেকনিশিয়ান ১টি, স্পিচ থেরাপিস্ট ২টি, ক্যাটালগার ১টি, ড্রেসার ৬টি, রিহাবিলিটেশন অ্যাসিস্টেন্ট ১টি, অ্যাসিস্টেন্ট ৭টি, ওয়ার্ড মাস্টার ৩টি, অপথালমিক অ্যাসিস্টেন্ট ১৯টি, প্লাস্টার টেকনিশিয়ান ৬টি, কার্পেন্টার ১টি, লাইব্রেরী অ্যাসিস্টেন্ট ১টি, জুনিয়র লাইব্রেরিয়ান ১টি, মাল্টি রিহাবিলিটেশন ওয়ার্কার ১টি, অডিও ভিজ্যুয়াল টেকনিশিয়ান ২টি, ফটোগ্রাফিক টেকনিশিয়ান ১টি, টিএমটি টেকনিশিয়ান ২টি,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রমভবনে তিনটি বেসরকারি সংস্থায় মোট ৭৬ টি বিভিন্ন পদে নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর: আগরতলা শ্রমভবনে মঙ্গলবার নিয়োগ রেলি অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি বেসরকারি সংস্থায় মোট ৭৬ টি বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হবে।

ভারত সরকারের ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল কেরিয়ার সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় মঙ্গলবার নিয়োগ রেলি অনুষ্ঠিত হয় আগরতলার শ্রম ভবনে। ম্যাক্স লাইফ ইন্সুরেন্স, প্রগ্রেসিভ অটো মোবাইল এবং ফোন পে এই তিনটি বেসরকারি সংস্থায় মোট ৭৬ টি বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হবে। ন্যূনতম ৮০০০ থেকে ৩০০০০ টাকা বেতনক্রমে এই পদগুলি পূরণ করা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্যহাতির তান্ডবে আতঙ্কিত ছনখলা এলাকার মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১০ ডিসেম্বর।। দক্ষিণ ঘিলাতলীর ছনখলা এলাকায় সোমবার রাতের অন্ধকারে দুটি বন্য দাঁতাল হাতি তাণ্ডব চালায়। হাতিগুলি স্থানীয় লোকালয়ে প্রবেশ করে কয়েকটি কলাগাছ খেয়ে ফেলে। যদিও বাড়িঘর বা অন্যান্য স্থাপনার বড় কোনো ক্ষতি হয়নি, তবে এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, রাত গভীর হওয়ার পর হাতি দুটি লোকালয়ে প্রবেশ করে। কলাগাছ ও আশপাশের কিছু ফসল খেয়ে নষ্ট করার পর তারা বনাঞ্চলের দিকে ফিরে যায়। বনদপ্তরের কর্মকর্তারা এলাকাবাসীকে সতর্ক থাকতে বলেছেন এবং হাতি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

এলাকার বাসিন্দারা বলছেন, এই ধরনের ঘটনায় তারা উদ্বিগ্ন, কারণ হাতির তাণ্ডব লোকালয়ের জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করছে। বনদপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসনের প্রতি দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তারা বনদপ্তরের সতর্কবার্তায় জানিয়েছে, হাতির চলাচলের এলাকাগুলোতে আলো জ্বালানো, শোরগোল করা বা ধোঁয়া সৃষ্টি করার মতো পদ্ধতি অবলম্বন করে সতর্কতা বজায় রাখতে হবে। হাতি লোকালয়ে প্রবেশ করলে বনদপ্তরে তাৎক্ষণিক খবর দেওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, বনাঞ্চলের ক্রমাগত সংকোচন এবং খাদ্য সংকটের কারণে হাতিগুলি লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে বলে ধারণা বিশেষজ্ঞদের। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় বন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিআরপির হাতে শিশু সহ চারজন বাংলাদেশী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের দায়ে শিশু সহ চারজন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করে জিআরপি। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় প্রতিনিয়তই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ চলছে। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী কঠোর নজরদারি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যাচ্ছে না। দালালদের মারফতে কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করে রাজ্যে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশ এর ঘটনা নিত্যদিনের হয়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৪ই শ্রেয়ার গান বিবেকানন্দ ময়দানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা ট্যুরিজম প্রমো ফেস্ট-২০২৪ এর সমাপ্তি অনুষ্ঠান আগামী ১৪ ডিসেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে দেশের বরেণ্য সংগীত শিল্পী শ্রেয়া ঘোষাল স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। আজ গীতাঞ্জলি গেস্ট হাউসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা ট্যুরিজম প্রমো ফেস্ট-২০২৪ গত ৩ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা নারিকেলকুঞ্জে উদ্বোধন করেছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানান, শ্রেয়া ঘোষালের সংগীতানুষ্ঠানের অংশগ্রহণ করার জন্য তিন ধরণের পাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামীকাল থেকে সাধারণ জনগণের জন্য বিনামূল্যে পাসগুলি পর্যটন দপ্তরের মূল কার্যালয় থেকে বিতরণ করা হবে। তাছাড়া ভিভিআইপিদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু পাস ছাড়া বাকিগুলি সাধারণ মানুষের জন্য থাকবে। যারা পাস পাবেন তাদের বিকাল ৫টার মধ্যে অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করার জন্য পর্যটনমন্ত্রী অনুরোধ করেন। যারাই বৈধ পাস নিয়ে আগে আসবেন তাদেরই বসার স্থান সামনের দিকে হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে ট্রাফিকের এসপি মানিকলাল দাস জানান, দুই চাকার যানবাহন রাখার জন্য উত্তর গেইট থেকে টাউনহলের রাস্তাকে ব্যবহার করা হবে। তাছাড়া অন্যান্য যানবাহণ রাখার জন্য বয়েজ বোধজং স্কুল, প্রগতি স্কুলের মাঠ ব্যবহারের জন্য আপাতত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটন দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সাব্রুমে মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১০ ডিসেম্বর।। সাব্রুম-এর মনুবনকুলের অন্তর্গত মহামুনী এলাকায় এক ব্যাক্তির মৃতদেহ পাওয়া গেছে। এই এলাকায় মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন তিনি। রাস্তার পাশ থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, শান্তির বাজার থেকে পূর্ব মনুবনকুলে মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন ধনঙ্গ মগ। স্থানীয়দের ধারণা অনুযায়ী রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি এবং সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। রাস্তার পাশে মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় জনগণ মনুবনকুল

রাজ্যপালের সঙ্গে মতবিনিময় করল ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর প্রতিনিধিরা

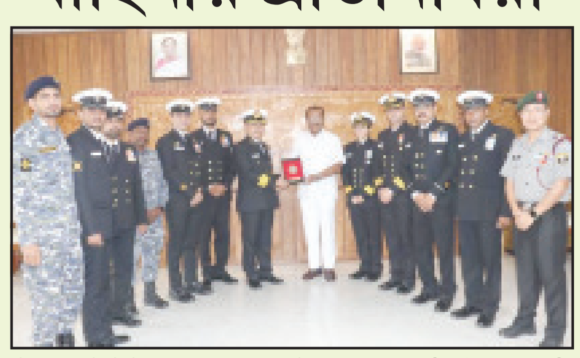

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর এক প্রতিনিধি দল আজ আগরতলায় রাজভবনে রাজ্যপাল শ্রী ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। আগরতলায় আসাম রাইফেলস এর কার্যালয় পরিদর্শন করতে গত ৮ ডিসেম্বর চারদিনের সফরে এসেছেন ভারতীয় কোস্ট গার্ডের এই প্রতিনিধি দল। আসাম রাইফেল আজ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আসাম রাইফেলস এবং ভারতীয় কোস্ট গার্ড এই দুই বাহিনীর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক 'অধিভুক্তির চার্টার'-এর মাধ্যমে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উন্মত্ত সারমেয়ের কামড়ে গুরুতর আহত ১৫ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। উন্মত্ত সারমেয় — এর তাণ্ডবে দিশেহারা সাধারন মানুষ। আজ ধর্মনগর শহরে প্রায় ১৫ জন কামড়েছে একটি উন্মত্ত সারমেয়। শহরের সাধারন মানুষ ভয়ে রাস্তায় বেরোতে দ্বিধাবোধ করছে। তাতে শহরজুড়ে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

একটি সাদা সারমেয় একে একে প্রায় ১৫জনকে কামড়ে রক্তাক্ত করার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা ধর্মনগর জুড়ে আতঙ্কিত সাধারন মানুষ। ঘটনার পর তাদের ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে নারী, শিশু ও বৃদ্ধই বেশি রয়েছে।

আহত জনৈক ব্যক্তি কথায়, অবিলম্বে সাদা উন্মুক্ত সারমেয়টিকে শনাক্ত করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে সাধারন মানুষকে ভয় মুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে।

এনইসি বৈঠক ২০শে, রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। *উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পৌরোহিত্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন পর্যদের(এনইসি) ওই বৈঠক ত্রিপুরায় বিজেপি জোট সরকার গঠিত হওয়ার পর প্রথমবারের জন্য অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আর এই অধিবেশনকে সামনে রেখে মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলার একাধিক জায়গা পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। বৈঠকের যাবতীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এদিন রাজধানীর উজ্জয়ন্ত প্যালেস ও প্রজ্ঞাভবন পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পাশাপাশি উপস্থিত প্রশাসনিক আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাতে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা জানান, এনইসি'র বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে আগামী ২০ ডিসেম্বর রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, "নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিলের (এনইসি) ৭২তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত হবে। এই লক্ষ্যে উজ্জয়ন্ত*

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা ধর্ষণের দায়ে গ্রেপ্তার দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১০ ডিসেম্বর।। নাবালিকা ধর্ষনের অভিযোগে ইরানি থানা পুলিশ দুই যুবক গ্রেপ্তার করেয়ে। থানায় ধর্ষনের মামলা রুজু হওয়ার ১২ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তদের জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। ওই দুই যুবকের বিরুদ্ধে একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং আজ তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চোখের জল ও ফুল মালায় গৌতম পালকে শেষ শ্রদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। আজ সকালে প্রয়াত সিস্টার গুঁড়া মশলার কর্ণধার কর্ণধার গৌতম পালের মরদেহ আগরতলা নিয়ে আসা হয়েছে। তাঁকে প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানালো আত্মীয় পরিজন সহ রাজ্যে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ও বিশিষ্টজনেরা।

প্রসঙ্গত, আজ সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ত্রিপুরার উদ্যোগপতি সিস্টার গুঁড়া মশলার কর্ণধার গৌতম পাল। দীর্ঘ দিন ধরে কিডনি রোগে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে ছিলেন। তিনি মানবদরদি ছিলেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। আজ সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। তিনি

স্ত্রী, কন্যা সহ আত্মীয় স্বজন ও বহু গুণমুগ্ধদের রেখে গেছেন।

আজ সকালে প্রয়াত সিস্টার কর্ণধার গৌতম পালের মরদেহ আগরতলা নিয়ে আসা হয়েছে। তাঁর বাাভবনে নিয়ে আসতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্য ও আত্মীয় পরিজনরা। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে বাড়িতে উপচে পড়া ভিড় দেখা গিয়েছে।

জনপ্রিয় গুড়া মশলা কোম্পানী সিস্টার ব্র্যান্ডের অন্যতম কর্নধার গৌতম পালের অকাল প্রয়ানে ত্রিপুরা নিউজ-পেপারস এন্ড ইলেকট্রনিক মিডিয়া সোসাইটি গভীর শোক ব্যক্ত করছে। কুক-ওয়েল গুড়া মশলা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল পাল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে কৈলাসহরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১০ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশের ইসকনের প্রবক্তা প্রভু চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের মুক্তির দাবিতে এবং বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে কৈলাসহরের হিন্দু ঐক্য মঞ্চের উদ্যোগে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী মঙ্গলবার দুপুরবেলা কৈলাসহর রাজপথে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত বিক্ষোভ মিছিলটি কৈলাসহর শ্রীরামপুর ট্রাই জংশন থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে কৈলাসহর আর কে আই স্কুল মাঠে গিয়ে একটি প্রকাশ্য জনসভায় মিলিত হয়। উক্ত কর্মসূচিতে হাজার হাজার সনাতনী হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর,২০২৪ ইং
২৫ অগ্রহায়ণ, বুধবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

জাতীয় মানবাধিকার দিবসের ভাবনা

মানবজাতির অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে পালন করা হয় জাতীয় মানবাধিকার দিবস। দিবসটির যথেষ্ট তাৎপর্য্য রহিয়াছে। মানুষের অধিকার নিশ্চিত করাই জাতীয় মানবাধিকার দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য।

প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার দিবস পালিত হয়। এটি মানুষের মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া এবং জাতীয়তা, লিঙ্গ, জাতিসত্তা, জাতি, যৌনতা, ধর্ম বা অন্য কোন পার্থক্যকে অতিক্রম করিয়া এমন অধিকারের পক্ষে সমর্থন করে।এই বছর মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ৭৬ তম বার্ষিকী চিহ্নিত করিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, যুদ্ধের সময় সংঘটিত নৃশংসতার পুনরাবৃত্তি না হয় তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য একটি ক্রমবর্ধমান আহ্বান ছিল। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দ্বারা গৃহীত হইয়াছিল। সাধারণ মানকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া যাহা প্রতিটি দেশ এবং ব্যক্তির মানবাধিকারের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা করা উচিত।মানবাধিকার দিবস জাতিসংঘের নির্দেশনায় বিশ্বের সকল দেশে প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর পালিত হয়। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সাল থেকে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। এছাড়াও, ”সার্বজনীন মানব অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাকে” বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ তারিখকে নির্ধারণ করা হয়। সার্বজনীন মানব অধিকার ঘোষণা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী নবরূপে সৃষ্ট জাতিসংঘের অন্যতম বৃহৎ অর্জন।আজ বিশ্ব মানবাধিকার দিবস। মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শারীরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াইতে এবং সকলের কল্যাণ নিশ্চিত করিতে প্রতিবছর ১০ ডিসেম্বর দিনটি মানবাধিকার দিবস হিসেবে পালিত হয়। মানবাধিকার হইল সেই সব মৌলিক অধিকার, যেগুলি থেকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে কোনও মানুষকে নিপীড়িত বা বঞ্চিত করা যায় না। এই বিশেষ দিনে জাতিসংঘ সকলের জন্য সমান সুযোগ প্রদান করিতে এবং বৈষম্য বর্জন ও বৈষম্যের সমস্যাগুলির সমাধানে বিভিন্ন দেশগুলিকে উৎসাহিত করে।মানবাধিকার দিবসের ৭২ বছরের সুপ্রাচীন ইতিহাস রহিয়াছে। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ ”বিশ্ব মানবাধিকার দিবস” ঘোষণা করিয়া প্রথমবারের মতো মানবাধিকারের বিষয়টি উত্থাপন করে। ১৯৫০ সালে জাতিসংঘ সিদ্ধান্ত নেয়, এরপর থেকে প্রতিবছর ১০ ডিসেম্বর, বিশ্ব মানবাধিকার দিবস হিসেবে পালিত হয়। আমাদের দেশের সংবিধানেও মানবাধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হইয়াছে।ভারতে ”শিক্ষার অধিকার” মানবাধিকারের অধীনে থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। ভারতবর্ষে ১৯৯৩ সাল থেকে মানবাধিকার আইন কার্য্যকর হয়। ১৯৯৩ সালের ১২ অক্টোবর ভারত সরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করে। শুধু মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান মানববন্ধন ইত্যাদি করলেই চলিবে না। মানব অধিকার সুরক্ষায় আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে। তাহা হইলেই এই দিবস পালনের সার্থকতা মিলিবে।

এই দিবসটি আমাদের মনে করাইয়া দেয় যে, মানবাধিকার রক্ষা করা কেবল সরকারের দায়িত্ব নয়, বরং প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব।আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালনের প্রধান কারণ হইলো মানবাধিকারের গুরুত্ব তুলিয়া ধরা এবং বিশ্বজুড়িয়া এটি নিশ্চিত করিবার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা। মানবাধিকার সুরক্ষা এবং লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার জন্য এই দিনটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।বিশ্বজুড়িয়া অনেক মানুষ এখনও বিভিন্নভাবে বঞ্চিত ও শোষিত হয়। মানবাধিকার লঙ্ঘন যেমন যুদ্ধ, দারিদ্র্য, বর্ণবৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য, এবং ধর্মীয় নিপীড়নের মতো ইস্যুগুলো মোকাবিলা করিবার জন্য এই দিবসটি পালিত হয়।মানুষের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সবাইকে তাহাদের অধিকার সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া।পরবর্তী প্রজন্ম যেন মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় এবং এগুলোর সুরক্ষায় ভূমিকা রাখিতে পারে, সেজন্য এই দিবস উদযাপন বিশেষভাবে গুরুত্ব বহন করে।সব মানুষের অধিকার রক্ষায় একতা ও সহমর্মিতা গড়িয়া তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি জাতিসংঘের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করা।

‘জয় বাংলা’ আর জাতীয় স্লোগান নয়, হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের

ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : ‘জয় বাংলা’, বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান ‘জয় বাংলা’ই, হাইকোর্টের এই রায়ের ওপর আজ মঙ্গলবার স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ।

হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে অন্তর্বর্তী সরকারের লিভ টু আপিল আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের আপিল বিভাগের বেঞ্চ এই আদেশ দিয়েছে। এর আগে ‘জয় বাংলা’কে জাতীয় স্লোগান ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে আবেদন করেছিল রাষ্ট্রপক্ষ। গত ২ ডিসেম্বর এ তথ্য জানিয়েছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার অনীক আর হক।

২০২০ সালের ১০ মার্চ ‘জয় বাংলা’কে জাতীয় স্লোগান ঘোষণা করে রায় দেন বিচারপতি এফআরএম নাজমুল আহাসান ও বিচারপতি কেএম কামরুল কাদেরের হাইকোর্ট বেঞ্চ। ২০১৭ সালের ৪ ডিসেম্বর ওই রিটের শুনানি নিয়ে রুল জারি করে হাইকোর্ট। আবেদনের শুনানিকালে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক।

তিনি বলেন, ”আপিল বিভাগের এই আদেশের ফলে ”জয় বাংলা” আর জাতীয় স্লোগান হিসেবে বিবেচিত হবে না।” পরবর্তীতে ২০২২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ‘জয় বাংলা’কে জাতীয় স্লোগান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনুমোদন দেয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভা।

মমতার নেতৃত্বে তৃণমূল সবসময়ই বিজেপিকে পরাজিত করেছে : সাগরিকা ঘোষ

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): শরদ পওয়ার, লালু যাদব সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই ইন্ডি জোটের নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে আহ্বান জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল সবসময়ই বিজেপিকে পরাজিত করেছে। সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সাগরিকা ঘোষ বলেছেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল সবসময়ই বিজেপিকে পরাজিত করেছে। বিজেপির বিরুদ্ধে আমাদের স্ট্রাইক রেট ৭০ শতাংশ। তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপিকে পরাজিত করার এই ট্র্যাক রেকর্ডের পরিপ্রেক্ষিতে, রাজনৈতিক সংগ্রাম, প্রশাসনে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা বিশ্বাস করি, জাতীয় স্তরে ইন্ডি জোটের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেয়ে ভাল আর কেউ হতে পারে না।’

শিবাজী মহারাজের জীবনী ও বীরত্বগাথা

সূর্যোদয় ও শিবাজী মহারাজের পিতা শাহাজী ভোঁসলে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জিজাবাঈ বললেন "আমার মতে শিবাজীকে নিয়ে পুনাতে চলে যাই। ওখানেই ওর শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা হোক।"

"হ্যাঁ আমারও সেই মত। তবে এ ব্যাপারে দাদাজি পন্তের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে," শাহাজী জবাব দিলেন।

শিবাজীর শিক্ষক তথা গুরু দাদাজী কোণ্ডদেবের সঙ্গে পরামর্শ করে জিজাবাঈ ১৬৩৯ সালের প্রথম দিকেই শিবাজীকে নিয়ে পুনা রওনা হলেন। সঙ্গে দাদাজী কোণ্ডদেব এবং শাহাজীর কয়েকজন বিশ্বাসভাজন কর্ম-কৎপর কর্মচারী ছিলেন। শিবাজীর শিক্ষা-দীক্ষা এবং পুনার জাগীরের সম্পূর্ণ শাসন ব্যবস্থার সমস্ত দায়িত্ব দাদাজী উপরেই সমর্পণ করে শাহাজী নিশ্চিত হলেন।

বালক শিবাজী ও দাদাজী কোণ্ডদেব

কর্তব্য-নৈপুণ্য, সু-ব্যবস্থা, শৃঙ্খলা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য দাদাজী কোণ্ডদেব সর্বত্র সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর কর্তব্য-কঠোরতা সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রে এক কথা প্রচলিত আছে। একবার তার জনৈক এক কর্মচারী শাহবাগ থেকে কিছু ফল নিয়ে এল। একটা ফল কাটা হল। তিনি সে সুস্বাদু ফলের টুকরো মুখে তুলতে যাবেন তখনই তাঁর মনে একটা খটকা লাগল। জিজ্ঞেস করলেন — "এই ফলটা কোথা থেকে এনেছ ?" কর্মচারী বলল শাহবাগ থেকে। দাদাজী বললে উঠলেন "ওহ! তাহলে তো আমার হাত দিয়ে বিরাট অপরাধ হয়ে গেছে, পরের জিনিস চুরির অপরাধ।" পুরানো কর্মচারী বলল "আপনি এ কথা কেন বলছেন ? আপনিই তো এই জাগীরের সব কিছুর মালিক।" দাদাজী বললেন "না, সে কথা ঠিক নয়। আমি মালিক নই। আমি এই জাগীরকে রক্ষা করার জন্য এবং এর উন্নতি করার জন্য নিযুক্ত সেবক মাত্র। প্রভুর অগোচরে তাঁর কোন জিনিস ভোগ করার অধিকার আমার নেই। তখন একজন বলল "এ রকম তো সকলেই করে। তাছাড়া, দু-একটা ফল পেড়ে খাওয়াটা এমন কিছু মারাত্মক ব্যাপার নয়।" দাদাজী বললেন আমি অন্য সকলের মত হতে চাইনা। বিনা অনুমতিতে অপরের জিনিস নেওয়া চুরি ছাড়া কিছুই নয়। সে জিনিস ছোট হোক বা বড় তাতে কিছু তফাৎ হয়না। আমি চুরি দোষে দোষী। এর দণ্ড আমাকে পেতেই হবে।" পুরনো কর্মচারীটি বলল "এটা আমার হাত দিয়ে হয়েছে হয়েছে, দণ্ড আপনি কেন ভোগ করবেন ? আপনি আমাদের শাস্তি দিন।"

দাদাজি উত্তর দিলেন "কর্মচারী দোষ করলে উপরওয়ালার উপরেই তার দায়িত্ব বর্তায়। ন্যায়শাস্ত্র এই কথা বলে। যাও, তলোয়ার নিয়ে এসো। প্রভুর বাগানের ফল আমি ডান হাত দিয়ে খেতে উদ্যত হয়েছিলাম। আমার এই হাত কেটে ফেল।"

দাদাজীর এ কথা শুনে ভয়ে কেঁপে উঠল। বয়স্ক ব্যক্তিরা তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সে কর্মচারীটি বাগান থেকে ফল পেড়ে এনেছিল সে কাঁদতে শুরু করল। তারপর সে ছুটে গিয়ে জিজাবাঈকে সব ঘটনার কথা বলল। জিজাবাঈ শিবাজীকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ দাদাজীর কাছে এসে তাঁকে ঐ মারাত্মক দণ্ড গ্রহণ থেকে নিবৃত্ত করলেন।

কথিত আছে সেই দিন থেকে দাদাজী একটা হাত-কাটা জামা পড়তেন এবং এইভাবে সবসময়ে নিজের একনিষ্ঠ সেবাব্রত ও কর্তব্য পরায়নতার কথা মনে রাখতেন। তাঁর সততার প্রভাবে অধস্তন কর্মচারী বা সর্দার কখনো কোনো দুর্নীতি, কর্তব্যে অবহেলা বা অন্যায়ের পথে যাবার সাহস পেতনা। দাদাজীর নামের উল্লেখ মাত্রই সুশৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ হত। দাদাজী কোণ্ডদেব কাছে শিবাজী লেখাপড়া, অস্ত্রবিদ্যা, রাজনীতি ও সমর শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবনের ব্যবহারিক ও নৈতিক শিক্ষার ও পাঠ নিতেন। শাসন কার্য্যের ছোট-বড় সব ব্যাপারেই দাদাজী, শিবাজীকে তাঁর কাছে রাখতেন, সর্বত্র সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কোথায় নূতন কী কাজ করতে হবে, তার পরিকল্পনা রচনা করা, কোথাও কোনো অন্যায় ঘটে থাকলে ন্যায় বিচার করা — সব শিবাজীর উপস্থিতিতেই চলত। শিবাজী সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে সব দিকে নজর রাখতেন এবং কোন কাজ কিভাবে করা উচিত করা উচিত সে বিষয়ে তাঁর অনন্য বুদ্ধি ও মেধার সাহায্য পরিস্কার ভাবে বুঝে নিতেন। দাদাজী এর পর শিবাজীকে সঙ্গে নিয়ে জাগীরের অন্তর্গত প্রত্যেকটি গ্রামে একে একে পরিদর্শন শুরু করলেন। এই জন-সম্পর্কের সময়ে গ্রামের প্রধান ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমবেত করা হত। শিবাজী কে উঁচু আসনে বসিয়ে সভার কাজ শুরু হত। গ্রামে কোথায় কী অসুবিধা, আর কী অভিযোগ শোনা হতো। কোন বিবাদ-বিসংবাদ থাকলে সামনেই তার মীমাংসা করা হত। গ্রামবাসীরাও উপলব্ধি করত যে রাজা তাদের সব রকম নিরাপত্তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে তৎপর।

গ্রামের মানুষদের সঙ্গে শিবাজী অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে মিশতেন। তাদের মধ্যে কর্মঠ, নিষ্ঠাবান ও বুদ্ধিমান যুবকদের সঙ্গে শিবাজী বন্ধুর মতো ভাব জমিয়ে নিতেন। এইভাবে গ্রামে গ্রামে তার ঘনিষ্ঠ ও একান্ত অনুগত বন্ধুর সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি শিবাজী কে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে লাগল। তারা শিবাজীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে লাগল, তাঁর নির্দেশে সবকিছু করার জন্য তারা সর্বক্ষণ প্রস্তুত। এভাবে গ্রামে-গ্রামে এইসব বন্ধুর দল এক তেজস্বী, নির্ভীক, সুশৃঙ্খল, কর্তব্যনিষ্ঠ সংগঠনের রূপ গ্রহণ করল। এইসব তরুণরা ছিল পুনা এবং সংলগ্ন সহ্যাদ্রি পর্বত অঞ্চল বনাঞ্চলের প্রকৃত প্রাণ-সম্পদ। তাদের মাধ্যমে পুনার সীমিত অঞ্চল ছাড়িয়ে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত শিবাজীর অনুপ্রেরণায় এক নূতন রক্তের, নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি হতে লাগল। সর্বত্র দেশাত্মবোধ, পারস্পরিক ঐক্য, সাহস, পরাক্রম ও স্বাভিমানে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল সেই সব মানুষ যারা এযাবৎ ছিল ম্রিয়মান, হতাশ, হতচেতন ও নিদ্রিত।

আত্মনির্ভরতার পরিকল্পনা

দাদাজী কোন্ডদেব গ্রামবাসীদের আত্মনির্ভর ও স্বচ্ছল করে তোলার এক অভিনব পরিকল্পনা হাতে নিলেন। তিনি এক বিশাল উৎসবের আয়োজন করলেন। একটি লাঙ্গলে সোনার ফলা লাগানো হল। মহাসমারোহে ভূমি পূজা হলো এবং শঙ্খ-ঘন্টা ধ্বনির মাঝে স্বয়ং শিবাজী মাঠে লাঙ্গল চালালেন। গ্রামবাসীরা দারুণ উৎসাহ এই উদ্যোগে সাড়া দিল এবং প্রত্যেকেরই নিজ হাতে চাষ করার আগ্রহ প্রকাশ করল।

চাষীদের জমি, বীজ, হাল-বলদ লাঙল প্রভৃতি সবরকম সাহায্য দেওয়া হল। তারা যাতে ঠিক মত চাষের কাজ করে ভালো ফসল ফলাতে সক্ষম হয় তারজন্য তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া হল। গ্রামে-গ্রামে চাষিরা এতদিন ফেলে রাখা জমিগুলিকে কঠোর পরিশ্রমে চাষের উপযুক্ত করে তুলল এবং পরম উৎসাহে চাষের কাজে নেমে পড়ল। তাদের এমন অভূতপূর্ব উদ্যম দেখে মাতা জিজাবাঈ এগিয়ে এলেন তাঁর সন্তানসম প্রজাদের উৎসাহ দিতে। জননী বসুন্ধরাও প্রসন্ন হয়ে তাঁর সম্পদ উজাড় করে দান করলেন। চতুর্দিকে সুখ-সমৃদ্ধি দেখা দিল। দাদাজী দেখলেন, বহু গ্রামের কাছাকাছি গভীর অরণ্য থাকায় হিংস্র বন্য পশুদের আক্রমণে অনেক মানুষ ও গবাদি পশুর মৃত্যু ঘটে। অপঘাত-মৃত্যুর এইসব খবর প্রায় প্রতিদিনই আসে আসে। দাদাজী ঘোষণা করলেন, এই হিংস্র পশুদের হত্যা করে প্রমাণ হিসাবে নিহত পশুর লেজ শিবাজীর নির্দিষ্ট কর্মচারীর কাছে জমা দিলে বড় পুরস্কার দেওয়া হবে। সাহসী গ্রামবাসী যুবকেরা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে হিংস্র পশুদের সংহার শুরু করে দিল। এর ফলে অচিরেই গ্রামবাসীরা হিংস্র পশুদের আক্রমণ থেকে রেহাই পেল।

সেই সময় মাঝে-মাঝে মুসলমান শাসকদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা কর আদায় করার অছিলায় গ্রামে-গ্রামে লুটতরাজ করতে আসত, আর তাদের মধ্যে যারা গ্রামগুলির কাছাকাছি বসবাস করত, তাদের পেশা ছিল চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, মেয়েদের অপহরণ করা, তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার, সাধারণ মানুষকে হত্যা করা, খুন-খারাপি। তাই সর্বত্র ভীতি এবং ত্রাসের রাজত্ব বিরাজ করত। তাদের সমূলে উৎখাত করার জন্য দাদাজী এক বিশেষ বাহিনী গঠন করলেন। তারা খুঁজে-খুঁজে চোর-ডাকাত ও লুণ্ঠনকারীদের পাকড়াও করে দরবারে হাজির করত। তাদের মধ্যে যারা অসামাজিক জীবনের ত্যাগ করে সৎ জীবন-যাপনের অঙ্গীকার করত তাদের কোন কাজে নিযুক্ত করা হতো, অথবা অন্য কোন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হত।

কিন্তু যারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসত না, অথবা পূর্বের ঘৃণ্য জীবনে ফিরে যেত তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। কয়েকজনের এই রকম শাস্তি দেওয়ার পর চতুর্দিকে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এল। এইসব ন্যায়-বিচার ও শান্তি বিধানের সিদ্ধান্ত শিবাজীকে সামনে রেখে অথবা অনেক সময় প্রত্যক্ষ তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী করা হত, এর ফলে শিবাজীর প্রভাব-প্রতিপত্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পরল আরো ব্যাপকভাবে।

এ সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে ক্ষমতাশালী ও অত্যন্ত রুদ্র প্রকৃতির লোকেরা যেখানে যা খুশি

তাই করে বেড়াত। বাদশাহী শাসন-ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের সুবিচার পাওয়ার উপায় ছিল না। এই রকম পরিস্থিতিতে গ্রামের জনৈক শান্তিপ্রিয় স্বচ্ছল গৃহস্থ দমাজী প্যাটেলের উপর তাঁরই এক দুরাচারী আত্মীয় দত্তাজী হঠাৎ আক্রমণ করে এবং তাঁর সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। দমাজী প্যাটেলের বিধবা পত্নী প্রাণভয়ে তাঁর শিশু সন্তানদের নিয়ে বাস্ত-ভিটা ছেড়ে পালিয়ে গেলেন, কারন দত্তাজীর পক্ষে যেকোন রকম নিষ্ঠুর কর্ম করা সম্ভব ছিল। সকলেই তাকে ভয় করত। তার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস কারো ছিল না।

দমাজীর ছেলেরা যখন একটু বড় হল, তখন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সূর্য্যাজী সোজা বাঙ্গালোরে গিয়ে শাহাজীর কাছে দত্তাজীর নৃশংসতা ও নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা তাঁকে জানাল। শাহাজী একটি পত্র লিখে তাকে দাদাজী কোণ্ডদেবের কাছে পাঠালেন। দাদাজী তৎক্ষণাৎ দত্তাজীকে ও তার ততোধিক নিষ্ঠুর পুত্র সন্তাজীকে গ্রেপ্তার করে রাজা শিবাজীর সামনে হাজির করার নির্দেশ দিলেন। শিবাজী ওদের দুজনকেই কঠোর শাস্তি দিলেন এবং দামাজী প্যাটেলের বিধবা পত্নী ও তাঁর সন্তানদের ন্যায্য সম্পত্তি তাঁদের হাতে সঁপে দিলেন। এই ঘটনার পর আর কোনো দুষ্কৃতীর সাহস হয়নি অনুরূপ অন্যায় অত্যাচার করার।

শিবাজী মহারাজের জীবনী ও বীরত্বগাথা ঐক্যের আহ্বান সহ্যাদ্রি পর্বতমালার অভ্যন্তরভাগের কোন কোন স্থানে ছোট ছোট নদী অববাহিকা অঞ্চলে খানিকটা করে সমতল ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে। এই স্থানগুলোকে ‘মাবল’ অঞ্চল বলা বলা হয়। সহ্যাদ্রি পূর্ব দিকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ এই এলাকার চারটি মাবল আছে। প্রত্যেক মাবলের যিনি প্রধান প্রশাসক তাঁকে বলা হতো দেশমুখ। এই দেশমুখরা মুসলমান সুলতানদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পদলেহন করে প্রায় স্বাধীনভাবে জমিদারের মত থাকত, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে সর্বদাই তাদের বিবাদ ও সংঘাত চলত।

শিবাজী এদের সকলকে দেশের কাজে সংঘবদ্ধ করার সংকল্প নিলেন এবং দাদাজী পন্ডকে সঙ্গে নিয়ে একে একে প্রত্যেক দেশমুখের কাছে গেলেন। এ ব্যাপারে শাহাজীর বিশ্বস্ত কর্মচারী কানহোজী জেধে এবং জনৈক বাজী পাসলকর নামক শক্তিশালী, সদাশয় ও ধার্মিক প্রকৃতির ব্যক্তি তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেন। শিবাজী ও দাদাজী প্রত্যন্ত অরণ্য প্রদেশে এক-এক করে প্রত্যেক দেশমুখকে বোঝাবার চেষ্টা করেন "আসুন আমরা সকলে একসাথে মিলে স্বাধীন স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করি। কোন ব্যক্তির একার স্বার্থের জন্য নয়, দেশের মঙ্গলের জন্য, সকলের কল্যাণের জন্য, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আপনারা সকলে এক হলে লুণ্ঠনকারী ও আক্রমণকারীদের এদিকে আসার সাহস হবে না। এত দিন আমাদের অসহায় দরিদ্র গ্রামবাসীরা ওদের অনেক অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেছে, কিন্তু আর আমরা তা হতে দেব না। ধর্ম ও ঈশ্বরের নামে আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে, বিধর্মী আক্রমণকারীদের আমাদের পবিত্র ভূমি থেকে বিতাড়িত করি। ভয়ের কোন কারণ নেই। সংকটের সময়ে সবাই আমরা আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াব আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে। আসুন, আমরা এই পবিত্র কাজের সংকল্প গ্রহণ করি।"

এমন আবেগভরা আন্তরিক আহ্বানে সাড়া না দিয়ে উপায় ছিল না। বিশেষ করে প্রতিটি মাবলের তরুণ ও যুবকরা শিবাজী কে প্রচণ্ড ভালোবেসে ফেলেছিল। তাদের চাবুকের মতো শক্ত-সমর্থ কালো শরীরের মধ্যে শিবাজী যেন এক নূতন উৎসাহ-উদ্দীপনার বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত করলেন। শিবাজী রাজার জন্য তারা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। এইভাবে যেমন বিস্তীর্ণ মাবল প্রদেশ স্বরাজের কাজে সঙ্ঘবদ্ধ হল, তেমনি শিবাজী নতুন এক দুর্ধর্ষ এবং পরম বিশ্বস্ত সৈন্য-বাহিনী গড়ে তোলার উপযুক্ত নির্ভীক, চরম কষ্ট-সহিষ্ণু বিশাল সংখ্যক তরুণদের পেয়ে গেলেন। এই মাবলী তরুণরাই পরবর্তীকালে শিবাজী যাবতীয় স্বরাজ প্রচেষ্টার প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছিল। অবশ্য সংগঠনের এই সময়-সাপেক্ষ কাজের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম ও দক্ষতার প্রয়োজন ছিল।

দাদাজীর শিক্ষায় শিবাজী ক্রমে সবদিক থেকে পরিণত হয়ে উঠেছিলেন। দাদাজি রাজ্য-শাসনের প্রত্যেকটি বিষয় শিবাজী কে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের সাহায্য ভালো করে বুঝিয়ে দিতেন আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিবাজী তৎক্ষনাৎ তাঁর সমস্ত শিক্ষা আয়ত্ত করে নিতেন। শিবাজীর কুশাগ্র বুদ্ধি, প্রতিভা, মেধা, ব্যবহার-কৌশল সব যেন খাঁটি সোনার মতো উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে লাগল। তাই দেখে বৃদ্ধ দাদাজী যেমন আনন্দিত, তেমনই পরিতৃপ্ত হলেন। একদিন দাদাজী শিবাজীকে নিয়ে জিজাবাঈয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন "রানী মা, আপনার ছেলে এখন সব দিক থেকে তৈরি হয়ে গেছে। এখন থেকে বাইরে, গ্রামাঞ্চলে এবং জাগীরের মধ্যে শিবাজী একাই যেতে পারবে এবং যা করণীয় ভালোভাবেই করতে পারবে। আমার এই বৃদ্ধ বয়সে যতটা সম্ভব পুনাতে থেকেই জাগিরের কাজকর্ম করতে চাই।"

শিবাজী সম্পর্কে দাদাজীর কথা শুনে জিজাবাঈ অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হলেন। তিনি স্মিত মুখে শিবাজীর দিকে একবার দেখে নিয়ে দাদাজীকে বললেন "পন্ত, শিবাজী আপনার হাতে তৈরি হয়েছে। ওর সম্বন্ধে আপনার মতামত ও সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন।"

এবার শিবাজী মাকে বললেন "কিন্তু, দাদাজী যদি একবারেই কোথাও না যান তাহলে আমি খুবই বিপদে পড়ে যাব। কিছু লোককে বাগে আনা খুবই খুবই কঠিন। সেসব ক্ষেত্রে দাদাজীকে ছাড়া কাজ চলবে না।"

এর উত্তর দিলেন দাদাজী তিনি সস্নেহে শিবাজীর মাথায় স্পর্শ করে বললেন *"যতদিন এ দেহে প্রাণ আছে ততদিন শিবাজী মহারাজের আদেশ মতো সব কাজই করবো। তবে, ধীরে ধীরে তোমাকে নিজের হাতে সব কাজ করতে হবে। আমাকে সঙ্গে না নিয়েও সকল সমস্যার কথা শুনে সেগুলো সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা, যথাসময় ঠিকমতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য চালাবার চেষ্টা শুরু করলে তোমার আত্মবিশ্বাস বাড়বে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে চললে তোমার কর্ম-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। আমি তো সব সময়ে তোমার পাশেই আছি, তোমার সব প্রয়োজনে সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকব।

এই কথার পর শিবাজী মাকে ও দাদাজীকে প্রণাম করে তাঁদের আশীর্বাদ গ্রহণ করে তাঁর সংকল্পিত পথে নতুন যাত্রা শুরু করলেন।

যাত্রা হল শুরু

শিবাজীর এখন থেকে এক নতুন পর্যায়ের জীবন আরম্ভ হল। তিনি এখন দাদাজী পন্তের সাহায্য ছাড়াই একজন বিশ্বস্ত রক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে গ্রাম-গ্রামাঞ্চলে পরিভ্রমণ শুরু করলেন। ক্রমে নিজের জাগীরের সীমা ছাড়িয়ে নিজ প্রভাব ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করার কাজে মনোনিবেশ করলেন। মাবলের গ্রামগুলি থেকে শিবাজী কয়েকজন বীর ও কর্মঠ যুবককে সংগ্রহ করলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তানাজি মালুসরে ও তার ভাই সূর্যাজী, সূর্যাজী কাকড়ে, ত্র্যম্বক সোনদেব, দেশপাণ্ডে বংশের নারায়ণ, চিমনাজী ও বালাজী এবং নরসিংহ গুপ্তে প্রমুখ। শিবাজীর অনুগামীরূপে স্বরাজের জন্য প্রাণ দিতেও তৎপর এই যুবকেরা শিবাজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলেন।

স্বরাজ প্রতিষ্ঠার যে পরিকল্পনা তাঁর মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠছিল, তার সফল রূপায়ণের জন্য অরণ্য-পর্বতের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলির সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল। শিবাজী জানতেন, তিনি যে কাজে সংকল্প গ্রহণ করেছেন তাকে কার্যকর করার পথ অতিশয় কণ্টকাকীর্ণ। একাধিক প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁকে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। সুতরাং এই ভয়ঙ্কর সহ্যাদ্রির পর্বতমালা, গুহা-কন্দর, নিবিড় অরণ্যের দুর্গম শ্বাপদ-সঙ্কুল পথ নদীনালা-নির্ঝারণী প্রভৃতি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেনে নিতে হবে এবং তাঁর বিশ্বস্ত দুঃসাহসী বীর বন্ধুদেরও তার সঙ্গে পরিচিত করতে হবে, অরণ্য-পর্বত ও গ্রামাঞ্চলের মানুষদের বন্ধুত্ব, আস্থা ও সহযোগিতা অর্জন করতে হবে, যাতে স্বরাজের সকল প্রয়োজনে, সব রকম বিপদে-আপদে আপামর জনসাধারণের অকুণ্ঠ সাহায্য লাভ করা যায়। শিবাজী অতি দরিদ্র, নিরক্ষর চাষী বনবাসী ও গিরিজনদের সঙ্গে একান্ত আপনজনের মত মিশতেন, তাদের কষ্ট লাঘব করার জন্য সবরকম ব্যবস্থা অকুস্থলেই গ্রহণ করতেন। এভাবে তিনি হাজার হাজার মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন।

শিবাজী তাঁর নুতন বন্ধুদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়ারও ব্যবস্থা শুরু করে দিয়েছিলেন, যাতে তাঁরা সর্ব প্রকারে সফল যোদ্ধা ও নীতিনিষ্ঠ কুশল প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম হয়ে ওঠেন। গুরুর কাছে পাওয়া শারীরিক ও সামরিক শিক্ষা এবার তিনি দিতে শুরু করলেন তাঁর বীর বন্ধুদের। গ্রামের পথে যেতে-যেতে মুসলমানদের অসহিষ্ণুতার নিদর্শন-স্বরূপ ভগ্ন দেবালয়গুলি দেখে সকলেরই রক্ত গরম হয়ে উঠত। এসব ধ্বংসস্তূপের কাছে বসে শিবাজী তাঁদের মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করতেন।

দু-একজন অতি উৎসাহী যুবক খাপ থেকে তলোয়ার বের করে বলে উঠত "রাজে ! আপনি আদেশ দিন, এখনই গিয়ে এই মন্দির ধ্বংসকারীদের মাথা কেটে এনে আপনার কাছে হাজির করি।" শিবাজী তখন সেই ছোটবেলার বিজাপুর দরবার থেকে ফিরে আসার সময় মায়ের শিক্ষার কথা মনে পড়ল। সেই কথাটিই তিনি তাঁর এই মাথাগরম সহকর্মীদের বুঝিয়ে সহকর্মীদের বুঝিয়ে বলতেন, "দেখ ভাই, রাগের মাথায় হঠাৎ কিছু করে ফেলার মধ্যে কোন বাহাদুরি নেই। একটা নয়, ওরা অসংখ্য মন্দির ধ্বংস করেছে, গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে দিয়েছে, কত নারীকে স্বামীহারা ও সন্তানহারা করেছে। অসংখ্য মানুষকে গৃহহীন করেছে, কত সহস্র সংসারকে ধ্বংস করেছে। সুতরাং আমাদের এমন ভেবে-চিন্তে সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করতে কাজ করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে আর কখনও কোথাও এরকম না ঘটে। সেই কারণেই এসব বিদেশী বিধর্মী শাসকদের শাসন থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে, হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার জন্য গ্রামে-গ্রামে গিয়ে, বনাঞ্চলে পর্বতঞ্চলে ছোট-বড় সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। তোমাদের এই রাগ মনের মধ্যে পুষে রাখ। যখন উপযুক্ত সময় আসবে, তখন ঐ রাগের সদ্ব্যবহার সকলে এক সঙ্গে মিলে করতে হবে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে।"

এইসব উৎসাহী বন্ধুদের নিয়ে শিবাজী পুনার দক্ষিণ দিকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে রায়রায়েশ্বর মন্দিরে উপস্থিত হলেন, সেখানে সারারাত ধরে চলে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং এক অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এইসব বীর যুবকদের মুখ। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী নদীতে স্নান করে এসে রায়রায়েশ্বর মহাদেবের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সর্বাগ্রে শিবাজী শিবের পূজা করেন। এরপর প্রত্যেক যুবক বিল্বপত্র হাতে নিয়ে পরম ভক্তি সহকারে ভগবানের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন, ব্যক্তিগত পূজা শেষ হলে শিবাজীর নেতৃত্বে সকলে, সমবেতভাবে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা এবং দেশ ও ধর্ম রক্ষার কাজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন।

শিবাজী তাঁর যুবক বন্ধুদের নিয়ে সর্বত্র পরিভ্রমণের সময়ে কাছাকাছি দুর্গগুলিও পরিদর্শন করতেন, যেগুলি ঐ সময়ে আদিলশাহীর অধীনে ছিল। কোন দুর্গের সুবেদার তথা দুর্গরক্ষক কে, কোনদুর্গের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কী রকম, কোথায় কতজন প্রহরী বা রক্ষী নিযুক্ত আছে, দুর্গে প্রবেশের প্রধান দ্বার ও গুপ্ত পথ কোথায়, দুর্গের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র রসদের ভান্ডার কোথায়, দুর্গরক্ষকের মধ্যে কী কী দুর্বলতা আছে ইত্যাদির সব রকম তথ্য তিনি এই সমস্ত অভিযানের সময় খুব যত্ন সহকারে সংগ্রহ করতেন। ***সমাপ্ত***

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পার্সেল অফিসগুলিতে পেমেন্টের জন্য কিউআর ডিভাইস চালু

মালিগাঁও, ১০ ডিসেম্বর, ২০২৪: পার্সেল সেগমেন্টে রেলওয়ে রাজস্ব বৃদ্ধি করতে এবং পার্সেল পরিবহণকারীদের জন্য সহজে ব্যবসা করার সুবিধা দিতে ক্রমাগত প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে পার্সেল অফিসগুলিতে ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ০৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত পার্সেল সেগমেন্টে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ৪৬.৫ শতাংশ ডিজিটাল পেমেন্ট শেয়ার অর্জন করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে সবগুলি পার্সেল অফিসে পর্যায়ক্রমিকভাবে ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি চালু করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

রেলওয়ে বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী ডিজিটাল পেমেন্ট সক্রিয় করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ০৬ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত নিউ জলপাইগুড়ির পার্সেল অফিসে পয়েন্ট অব সেলের (পিওএস) মাধ্যমে পেমেন্টের সুবিধা চালু করা হয়েছে। এছাড়াও ১৬ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে নিউ জলপাইগুড়ি ও গুয়াহাটি পার্সেল অফিসে কিউআর কোড পেমেন্ট সুবিধা চালু করা হয়েছে। ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি চালু করার পর থেকে বিভিন্ন ডিজিটাল গেটওয়ের মাধ্যমে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ডিভিশনগুলি ধীরে ধীরে পার্সেল ট্রাফিক বুকিঙের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির প্রবণতা প্রদর্শন করে আসছে। ০৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ অনুযায়ী পার্সেল বুকিঙের ক্ষেত্রে রঙিয়া ডিভিশন ৮৫.৬ শতাংশ, কাটিহার ডিভিশন ৮৩.৬ শতাংশ এবং আলিপুরদুয়ার ডিভিশন ৬৩.৯ শতাংশ ডিজিটাল পেমেন্ট পঞ্জীয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। পার্সেল বুকিঙের সময় কার্ড, ইন্টারনেট বেংকিং, পিওএস-এর মাধ্যমে কিউআর কোড এবং কিউআরডি-এর মাধ্যমে কিউআর কোড ইত্যাদির দ্বারা পেমেন্ট করা যাবে, এর ফলে নগদবিহীন লেনদেন সক্রিয় হয়ে উঠছে।

রেলের দ্বারা পণ্যসামগ্রীর পরিবহণ রোডওয়ের তুলনায় সস্তা ও দ্রুত এবং পরিবহণের এটিই সবচেয়ে পরিবেশ-অনুকূল পদ্ধতি। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে আশা করা হয়েছে যে রেলওয়ের দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও স্কিম পার্সেল ট্রেন/ভ্যানের মাধ্যমে সামগ্রী পরিবহণ করার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী ও অ্যাগ্রিগেটরদের বৃহৎ পরিমাণে সাহায্য করবে।

দেশ ও জাতীয় রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পরিচিত ছিলেন এস এম কৃষ্ণ : মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এস এম কৃষ্ণর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'কর্ণাটকের প্রবীণ জননেতা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণের মৃত্যুতে শোকাহত। তিনি আমাদের বিদেশমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শোকবার্তায় আরও জানিয়েছেন, 'তিনি দেশ ও জাতীয় রাজনীতিতে নিজের উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পরিচিত ছিলেন। নিজের সংস্কার এবং প্রাপ্তি তাঁকে ব্যাপক প্রশংসা এনে দেয়। আমি তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সমস্ত অনুরাগীদের প্রতি সমবেদনা জানাই।'

বিজ্ঞপ্তি

Ref- Tulemura OP GDR No.08, dated- 09.12.2024

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলা মৃতদেহ। যাহার বয়স আনুমানিক ৭০ বছর, উচ্চতা- পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি, গায়ের বর্ন শ্যামলা এবং পরনে হলুদ রঙের সুয়েটার। উক্ত মৃতদেহটি গত ইং -০৯-১২-২০২৪ তারিখ সকাল বেলা ৯টা ৩০ মিনিট নাগাদ সময়ে কাকড়াবন থানার অধীন তুলামুড়া বাজার শড়ে পাওয়া যায়। বর্তমানে উক্ত মৃতদেহটি উদয়পুর টেপানিয়া গোমতি জেলা হাসপাতালের মর্গে আছে।

উপরে উল্লেখিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে বা আত্মীয়-স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল

১) এসপি)ডিআইবি) গোমতী
৯০৮৯৪০৮৩১০ / ৯৮০২১১৯৬১৩
২) ওসি তুলামুড়া আউটপোস্ট
৯৮৬২৭০৩৫৯০
ICA/D-1452/24

পুলিশ সুপার
গোমতী ত্রিপুরা উদয়পুর

Ambedkar College
Fatikroy, Unakoti, Tripura
WALK IN INTERVIEW FOR GUEST LECTURER

A walk in interview will be held in the chamber of the undersigned on 17th December, 2024 (Tuesday) 11.00 A.M. onward for engagement of Guest Lecturer in following subjects for the period up to 31st July-2025. The honorarium for per class of 45 minutes duration is Rs.500/- with maximum ceiling of Rs. 20,000/- per person per month. Payment of honorarium and the terms and condition for the engagement will be made as per guidelines/norms issued by DHE time to time. Interested and eligible candidates fulfilling the eligibility criteria may submit their application in plain paper addressed to the undersigned along with photocopies of all necessary credential on the day of interview. Candidates are also requested to bring their original certificates for verification at the time of interview. Selection will be made on merit basis as per the guideline of DHE, Govt. of Tripura.
No TA/DA will be paid for the interview.
Preference will be given to NET/SLET/PhD candidate.
Subjects:
1. Education
2. Information Technology (IT)
3. Economics
4. Zoology
5. English
6. History
7. Political Science
For details of eligibility etc. please visit our college web page www.actripura.edu.in.
ICA/D/1448/24

Sd/
Dr. Subrata Sharma
Principal I/C

ধুবড়ির পশ্চিম রাঙামাটি হিলসে উদ্ধার প্রৌঢ়ার মৃতদেহ, চাঞ্চল্য

ধুবড়ি (অসম), ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত পর্বতঝোরার পশ্চিম রাঙামাটি হিলসে জনৈক প্রৌঢ়ার মৃতদেহ উদ্ধারকে কেনর্ম করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ধারকৃত বৃদ্ধ মহিলাকে রাঙামাটি হিলসের বাসিন্দা জামেলা বেওয়া বলে শনাক্ত করা হয়েছে। জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার সকালে কাজিগাঁও থানাধীন মহামায়া সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পশ্চিম রাঙামাটি জেএফএমসি বাগানে বৃদ্ধা মহিলা জামেলা বেওয়ার নিথর দেহ দেখে প্রত্যক্ষদর্শীরা খবর দেন স্থানীয় বন দফতরে। খবর পেয়ে কাজিগাঁও থানা থেকে পুলিশের দল নিয়ে ঘটনাস্থলে যান বন দফতরের আধিকারিক-কর্মচারীরা।

পুলিশ মৃতদেহের প্রাথমিক ইনকুয়েস্ট করে ময়না তদন্তের জন্য ধুবড়ির সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পর, জামেলা বেওয়ারের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসার।

ধনখড়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ইন্ডি জোটের, টুইটে জানালেন জয়রাম

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনল বিরোধীদের ইন্ডি জোট। মঙ্গলবার টুইট করে এমনটাই জানিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ। জয়রাম রমেশ জানিয়েছে, ইন্ডি জোটের অন্তর্গত সমস্ত দলগুলির কাছে রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে অনাস্থা প্রস্তাব আনা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না, তিনি অত্যন্ত পক্ষপাতমূলক পদ্ধতিতে কার্যধারা পরিচালনা করছেন। ইন্ডি জোটের দলগুলির জন্য এটা খুবই বেদনাদায়ক সিদ্ধান্ত, কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বার্থে এই পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। প্রস্তাবটি সবেমাত্র রাজ্যসভার মহাসচিবের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে।'

রাজ্যপাল শিবপ্রকাশ শুক্লার কনভয়ে থাকা গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ, আহত দুই

লখনউ, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল শিব প্রকাশ শুক্লা মঙ্গলবার সকালে লখনউ বিমানবন্দরে পৌঁছন। তিনি সেখান থেকে রাজভবনের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন, সেই সময় শহীদ পথের কাছে তাঁর কনভয়ে থাকা গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। দুই থেকে তিনটি গাড়ির ধাক্কায় গাড়িতে থাকা দুই কর্মী আহত হন। যাদের সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

শহীদ পথ হয়ে রাজভবনের দিকে যাওয়ার সময় আচমকা আগের গাড়িটি ব্রেক কষায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। আহতদের সরোজিনী নগরের কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে পাঠানো হয়েছে, যেখানে বিভোর নামে এক কর্মী সামান্য আঘাত পেয়েছেন। আরও একজন সামান্য আহত হয়েছেন। ঘটনার পর রাজ্যপাল শিবপ্রকাশ শুক্লা দুর্ঘটনাস্থল ছেড়ে রাজভবনে পৌঁছন। এর পরে রাজ্যপাল আহত কর্মীদের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন।

হুমায়ুন কবীরের বাবার নাম বাবর নাকি?" মসজিদের ঘোষণায় কটাক্ষ তরুণজ্যোতির

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): """"হুমায়ুন কবীরের বাবার নাম বাবর নাকি?" এই প্রশ্ন করলেন বিজেপি নেতা তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। মঙ্গলবার ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার সহ সভাপতি তরুণবাবু সামাজিক মাধ্যমে প্রশ্ন তুলেছেন, "হঠাৎ করে বাবরি মসজিদ তৈরি করার ইচ্ছে কেন হল? এই সেই বিধায়ক যে মুর্শিদাবাদের ৩০ শতাংশ হিন্দুদের ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেবে বলেছিল!"""" এই মন্তব্য করে বিজেপি নেতা শাসক দল তৃণমূল তো বটেই সরাসরি আক্রমণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তরুণবাবুর কথায়, এর আগেও পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ প্রশাসন এঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। পুলিশ মন্ত্রী চাননি বলেই হয়তো প্রশাসন ব্যবস্থা নেয়নি। প্রসঙ্গত, মুর্শিদাবাদে "বাবরি মসজিদ" তৈরির ঘোষণা করেছেন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। পাশাপাশি তিনি সোমবার জানিয়েছেন, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ

হিমাচলের কুল্লুতে খাদে পড়ল বাস; মৃত্যু চালকের, আহত অনেক যাত্রী

কুল্লু, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের কুল্লু জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ওই বাসের চালকের। এছাড়াও অনেক যাত্রী আহত হয়েছেন। আহত যাত্রীদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা সঙ্কটজনক। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার হিমাচল প্রদেশের কুল্লু জেলার আনি মহকুমায় একটি বেসরকারি বাস খাদে পড়ে যায়। খাদে পড়ে যাওয়ার পর বাসটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। ৩০ জনেরও বেশি যাত্রী নিয়ে বাসটি সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ শওয়াদ-আনি রুটের শাকেহাদের কাছে গভীর খাদে পড়ে যায়। বাসে ২০-২৫ জখন ছিলেন বলেও জানা যাচ্ছে। প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারকাজে হাত লাগান,

পলাতক আসামী সন্ধানের বিজ্ঞপ্তি

সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, পলাতক আসামীর নাম শ্রী দুতিরাই রিয়াং, পিতা- শ্রী তালমনি রিয়াং, ঠিকানা- পুশিহাম পাড়া, থানা-ছৈইলেংটা, জেলাঃ-ধলাই ত্রিপুরা। অনেক খোঁজা-খুজির পরও উক্ত আসামী কে খোঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। উক্ত পলাতক আসামীকে মহামান্য আদালত কর্তিক ফেরার আসামী ঘোসনা করা হইয়াছে, যাহার মোকদ্দমা নাম্বার ষ্টট-জজ্জ) ০১ দ্ধ ২০২২ এবং তাকে এই বিজ্ঞপ্তি ঘোষনা হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে উপস্তিত হওয়ার জন্য আদেশ জারি হইল এবং সে যদি যথা সময়ের মধ্যে মহামান্য আদালতে উপস্তিত না হয়, তাহলে উক্ত আসামীর অনুপস্তিতিতে তাহার বিরুধ্যে মহামান্য আদালত কতৃক একতরফা শুনানি ঘোষনা শুরু হইবে।

উক্ত পলাতক আসামীর সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ-
পুলিশসুপার,
ধলাইজেলা, আমবাসা
দুরাভাষনম্বর :-
০৩৮২৬-২৬৭২৫৯ (পুলিশকন্টোল,ধলাই) ০৩৮২৬-২৬৭২৫৮ (অফিস) ৯৪৩৬৯৭২৬৮০ (মোবাইল)
ICA/D-1453/24

স্বাক্ষরঃ- মিহির লালদাগ পুলিশসুপার ধলাই জেলা,আমবাসা

PRESS NOTICE INVITING QUOTATION NO. :- 03/AGRI/ EE/WEST/2024-25
Dated, 25/11/2024

On behalf of the 'Governor of Tripura', sealed quotations are invited from owners of vehicle having Commercial License for Hiring of 01 (one) no. Maruti EECO Vehicle for use of Assistant Engineer (Agri), Sepahijala District, Department of Agriculture & Farmer's Welfare, Tripura for a period of 12(Twelve) Months.
Hiring of Maruti EECO vehicle for use of Assistant Engineer (Agri), Sepahijala District, Department of Agriculture & Farmer's Welfare, Tripura for a period (DNIQ NO.03/AGRI/EE/WEST/2024- of 12(Twelve) Months.

Sl. N	Description of work	Quantity	Estimated cost	Cost of tender form	Earnest Money Deposit	Issue of Bidding document	Bidding document selling & dropping	Last date & time of dropping	Opening date & Time
1.	Hiring of Maruti EECO vehicle for use of Assistant Engineer (Agri), Sepahijala District , Department of Agriculture & Farmer's Welfare, Tripura for a period of 12(Twelve) Months. (DNIQ NO.03/AGRI/EE/WEST/2024-25)	1(One) No.	Rs. 3,69,840.00 per annum for each vehicle	Rs.1,000/- only	Rs. 7,500.00 for each vehicle	Upto 3.00 P.M ,13/12/2024	Office of the Executive Engineer (West), Department of Agriculture & Farmers Welfare , Agartala, Tripura	Up to 4.00 P.M ,13/12/2024	On 16/12/2024 at 4.00 P.M

CORRIGENDUM
Notice Inviting Quotation No:- 03/EE/AGRI/W/2024-25

On behalf of the 'Governor of Tripura' sealed separate quotations are invited from owners of vehicle having Commercial License for Hiring of 01 (one) no. Maruti EECO vehicle for use of Assistant Engineer (Agri. & F.W), Civil, Sepahijala District, Department of Agriculture & Farmer's Welfare, Tripura for a period of 12(Twelve) Months.
Last date & time for issue of application = During office hours up to 3.00 PM 13/12/2024, Last date & time for submission of Application = Up to 4.00 PM on 13/12/2024 Opening date and time = 16/12/2024 at 4.00 PM
All others terms and conditions remain same as per DNIQ No:- 03/EE/AGRI/W/2024-25 published earlier in different newspapers.
For details, please contact to the office of the undersigned.
ICA/C/2828/29

(Dr. Debasis Deb) Executive Engineer (West),
Department of Agriculture & F. W,
Agartala, West Tripura

Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd.
Agartala Dairy; P.O. Indranagar; Agartala 799006, Tripura
Phone (0381) 235-0419/3524; Fax (0381) 2358430
e-mail: tripuramilkunion@yahoo.com web: http://gomatimilkunion.com
GMU/PUR/PRINT/2022-23/VII/ 5959 (A)
SHORT QUOTATION NOTICE
Dated 05.12.2024

Short Quotation is invited from bonafide resourceful Printing press owners having valid GST registration, Trade Licence for supply of Printing materials for Gomati Cooperative Milk Producers 'Union Ltd, Agartala Dairy; P.O. Indranagar; Agartala 799006, Tripura West. Interested Suppliers requested to submit their rate inclusive all taxes within 20.12.2024 till 05.00 p.m by courier, by speed post or by hand superscribing "QUOTATION FOR PRINTING MATERIALS etc" addressing Chief Managing Director with above office address. This offer will be opened on 21.12.2024 at 03.00 p.m, or next working day. Details may also be seen in notice board of Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd. and in Website of GCMPUL. (www.gomatimilkunion.com)
Bibhas Saldanhary
Chief Managing Director
ICA/C/2821/24

Notice Inviting Tender.

The District Labour Office, Dharmanagar, North Tripura invited sealed tender for hiring of one Maruti SUZUKI EECO vehicle for a period of one(1) Year for official use of the Labour Officer from the reputed Travel Agencies/ individual owner having commercial permit with valid registration number. Details tender notice, schedule and tender documents can be obtained from www.tripura.gov.in or District Labour Office, Dharmanagar the last date of submission of tender is 16/12/2024 up to 3.00 PM
ICA/C/2815/24

(A. Debbarma)
Labour Officer. District Labour Office. Dharmanagar, Tripura(N)

PNIET No.: 30/EE/UDP-DIVN/UDP/2024-25, Dated. 06.12.2024

The Executive Engineer, Udaipur Division, PWD(R&B), Udaipur, Gomati District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bids system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

Sl. No.	Name of Work	Estimate Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last Date document Downloading and Bidding	Date of Opening of Bid
1	Maintenance of Govt. Quarters along with construction of 01(One) Cycle stand and 01(One) UG water tank with installation of Pump set in/c. at Jail road complex near Internal Electrification Division Office, Udaipur (Type-I- 9 nos, Typr-II - 4 nos Type-III- 04 nos) Gomati District, during the year 2024-25/ SH: Repairs to plaster, doors and windows repairing, Painting, Finishing, Water supply & Sanitary work in/c. repairing of boundary wall, plinth drain etc.. DNIT No. 110/NIT/SE-III/B/2024-25	Rs. 42,94,389.11	Rs. 85,888.00	60 Days	Up-to 03.00 PM on 27.12.2024	At 11.00 AM on 30.12.2024, if possible.
2	Mtc. of PWD Internal Electrification Sub-Division Office, Udaipur during the year 2024-25./ SH:- Repair to plasters, Wood works, False ceiling, GCI Sheet roofing, Tiles work, painting etc. DNIT No. 43/DNIT/EE/PWD/UDP/B/2024-25	Rs. 19,91,369.94	Rs. 39,827.00	90 Days		

Bid Fee of 1000.00 only (Non Refundable).
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/2824/24

(Er. H. Majumder)
Executive Engineer PWD(R&B),
Udaipur Division Gomati District, Tripura.

PNICT No.:- 03/KGT/MC/2024-25: Dated-9.3/1.2/2024

The Chief Executive Officer, Kumarghat Municipal Council, Kumarghat, Unakoti, Tripura on behalf of the 'Chairperson, Kumarghat Municipal Council, invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl. No.	DNIeT No.	Estimated Cost	Deadline for bidding
01	85/EE/UDD/EW/2024-25	Rs. 23,78,985/-	15.00 Hours on 23/12/2024
02	86/SE/UDD/EW/2024-25	Rs. 1,35,00,312/-	

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/2810/29

Sd//-eligible
(Abhijit Kumar Das)
Dy. Chief Executive Officer Kumarghat Municipal Council Kumarghat, Unakoti, Tripura

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার আয়োজিত

রাজ্যভিত্তিক নাট্য উৎসব ২০২৪

১১ - ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৪
রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন, হল নং - ২, আগরতলা

ক্র. নং.	দিন ও তারিখ	প্রথম তিন দিনের অনুষ্ঠান সূচী		
১	১১ ডিসেম্বর ২০২৪, বুধবার	উদ্বোধনী অনুষ্ঠান (সন্ধ্যা ৪.৩০ টা থেকে)	নাটক- কুরুক্ষেত্রের হোক সমাপন, নির্দেশক- পার্থ মজুমদার ও পীযুষ কান্তি রায়, সুর পঞ্চম, আগরতলা (সন্ধ্যা ৫.৩০ টা)	নাটক - যশোমতী, কার্যকরী নির্দেশক- মণিদীপ দাস, লারনারস সোসাইটি, ধর্মনগর (সন্ধ্যা ৭ টা)
২	১২ ডিসেম্বর ২০২৪, বৃহস্পতিবার	নাটক- অম্ল মধুর, নির্দেশক- বিভু ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা থিয়েটার, আগরতলা (সন্ধ্যা ৬ টা)		নাটক- শঠে শাঠ্যং, নির্দেশক- উত্তম দাস, রাঙ্গামাটি নাট্যক্ষেত্র, আগরতলা, (সন্ধ্যা ৭.৩০ টা)
৩	১৩ ডিসেম্বর ২০২৪, শুক্রবার	নাটক- সন্দেহ, নির্দেশক- জয়শঙ্কর শর্মা, মঙ্গলদীপ, আগরতলা (সন্ধ্যা ৬ টা)		নাটক- মানিব্যাগ, নির্দেশক- সঞ্জয় কর, নাট্যভূমি, আগরতলা (সন্ধ্যা ৭.৩০ টা)

*** প্রতিদিন দুই নাটকের বিরতিতে থাকবে নির্দেশকের সাথে আলাপন ***
অনুষ্ঠানের দিন বিনামূল্যে আমন্ত্রণ পত্র সংগ্রহ করুন হল থেকে
*** সবার সাদর আমন্ত্রণ ***

ICA/D/1459/24

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ব্লুটুথ ইয়ারবাড কি মস্তিষ্কের জন্য ক্ষতিকর শ্রবণ ও ক্যানসার বিশেষজ্ঞরা কী বলেন?

আজকাল তারহীন ইয়ারবাডের ব্যবহার বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দুই কানে দুটি ইয়ারবাড গুঁজে রাখা ঝামেলাহীন বটে। কিন্তু এই ব্লুটুথ ইয়ারবাডগুলো কি মস্তিষ্কের ক্ষতি করে? করলে কতটা? ব্লুটুথ থেকে বিকিরিত রশ্মিতে ক্যানসারের আশঙ্কাই---বা কেমন? *লেখা- রঞ্জু খন্দকার*

সম্প্রতি টিকটকে ব্লুটুথ ইয়ারবাড ব্যবহার নিয়ে কিছু ভিডিও এমন বিতর্ক উসকে দিয়েছে। ভিডিওটির শিরোনাম, ‘কেন আপনি এখনই আপনার ইয়ারপড ছুড়ে ফেলে দেবেন?’ এতে বলা হচ্ছে, ব্লুটুথ ইয়ারবাড থেকে নির্গত তরঙ্গ মস্তিষ্কের ক্ষতি করছে।

প্রায় একই ধরনের উৎকণ্ঠা ছড়ানো ভিডিও অন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও দেখা যাচ্ছে। এসবে বলা হচ্ছে, ব্লুটুথ ইয়ারবাডের কারণে মস্তিষ্কের ক্যানসার, স্মৃতিভ্রম, মানসিক ক্লান্তিসহ নানা স্বাস্থ্যগত সমস্যা তৈরি হয়।

কিছু যোগাযোগমাধ্যম এসব ভিডিও সরিয়েও ফেলেছে। তারা বলছে, ভিডিওগুলো স্বাস্থ্যবিষয়ক ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে। কিন্তু ভিডিওগুলোর দাবি কি একেবারেই অমূলক? তা বুঝবেনই-বা কী করে? শুধু তারহীন এই ইয়ারবাড ব্যবহারের সুবিধা নেওয়ার জন্য এত বড় ঝুঁকি নেওয়া কি ঠিক হবে? বিশেষ করে যেখানে ক্যানসারের মতো রোগের কথা বলা হচ্ছে?

ব্লুটুথ ইয়ারবাড ক্যানসারের কারণ কি না, একেবারে পরিষ্কারভাবে এর জবাব দেওয়া কঠিন। এর উত্তর কতটা সঠিক, তা নিয়েও আছে অনিশ্চয়তা। ইয়ারবাড পৃথিবীব্যাপী বেশ জনপ্রিয় এবং অপেক্ষাকৃত নতুন প্রযুক্তি। তারহীন প্রযুক্তি ১৯৯০-এর দশক থেকে ছড়িয়ে পড়লেও ইয়ারবাডের প্রচলন হয়েছে মাত্র কয়েক বছর আগে। এত কম সময়ের মধ্যে বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরাও এখনো এর ব্যবহারের দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল নন। ড. নাভিদ ওয়াগলে নামের একজন নিউরো-ক্যানসার বিশেষজ্ঞ বলছেন, ‘প্রায়ই আমার রোগীদের কাছে একটা উদ্বেগের কথা শুনি। সেটা হচ্ছে, তাঁদের মুঠোফোন বা ইয়ারবাড মস্তিষ্কের ক্যানসার তৈরি করছে কি না। সংক্ষেপে এর জবাব হচ্ছে, সম্ভবত এটাই এর একমাত্র কারণ নয়।’ ড. নাভিদ যোগ করেন, ‘আমাদের কাছে এ ব্যাপারে এখন পর্যাপ্ত তথ্য নেই, যার ভিত্তিতে এর নিশ্চিত উত্তর দেওয়া যায় অথবা বলা যায়, এসবের কোনো ভূমিকা আছে কি না।’ তারহীন ইয়ারবাডের সঙ্গে ক্যানসারের কার্যকারণ শুরুতেই পদার্থবিদ্যার একটা ছোট্ট পাঠ দেখা যাক। তারহীন যন্ত্রগুলো ব্লুটুথ প্রযুক্তি ব্যবহার করে। ব্লুটুথ এমন দুটি যন্ত্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে, যেসব অল্প দূরত্বে অবস্থিত। যেমন আমাদের হাতের ফোন থেকে হেডফোন বা ইয়ারফোন পর্যন্ত।

যুক্তরাজ্যের ইনস্টিটিউট অব ফিজিকসের মতে, ব্লুটুথ বেতার তরঙ্গের অতি উচ্চ তরঙ্গদৈর্ঘ্য আকারে খুব অল্প বিকিরণ নিঃসরণ করে। এর তরঙ্গের পাল্লা মাত্র ২ দশমিক ৪০২ থেকে ২ দশমিক ৪৮ গিগাহার্টজ। প্রকৃতপক্ষে তারহীন ইয়ারবাডগুলো মুঠোফোনের চেয়ে কম তরঙ্গ নিঃসরণ করে। ২০১৯ সালে এনভায়রনমেন্ট জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে বলা হয়, স্মার্টফোনের তুলনায় তারহীন ইয়ারফোন ১০ থেকে ৪০০ গুণ কম তরঙ্গ বিকিরণ করে। আদতে আমরা প্রতিনিয়তই এমন অল্প পরিমাণ বিকিরণের মধ্যে থাকি। এটা কম্পিউটার থেকেও হয় কিংবা সূর্য থেকেও আসে। তাহলে এর কোনোটা কি ক্যানসার তৈরির মতো তরঙ্গ বিকিরণ করে? ইয়ারবাডের মতো অল্প বেতার তরঙ্গের বিকিরণ থেকে ইঁদুরের শরীরে ক্যানসার দানা বাঁধার কিছু প্রমাণ মিলেছে। ২০২০ সালে ন্যাশনাল টক্সিকোলজি জার্নালে প্রকাশিত ইঁদুরের ওপর পরিচালিত একটি গবেষণায় বলা হয়, বেতার তরঙ্গের মতো বিকিরণ থেকে এদের হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক ও অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির কিছু ম্যালিগন্যান্ট টিউমার সৃষ্টি হয়। তবে মানুষের ওপর পরিচালিত গবেষণায় এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

ঝুঁকি সম্পর্কে জানুন ড. নাভিদ ওয়াগলে বলেন, ক্যানসার সৃষ্টির ঝুঁকি কম মানে কিন্তু এই নয় যে ঝুঁকি একেবারে নেই। এটা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে। আপনার তারহীন যন্ত্র থেকে কত বিকিরণ বের হচ্ছে, তা নির্ভর করছে আপনি কত সময় ইয়ারবাড ও ফোন ব্যবহার করছেন। এসব যন্ত্র আপনার শরীরের কোথায় অবস্থান করছে। এ ছাড়া আপনার ক্যানসারের ঝুঁকি কতটা, তা আপনার পারিবারিক ইতিহাস, ওজন, খাবারদাবার, অসুস্থতা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে।

ইয়ারবাডের কারণে অন্য অসুবিধা ইয়ারবাড ব্যবহারের কারণে ক্যানসার না হতেই পারে, কিন্তু অন্য অসুখবিসুখ যে হয় না, তা কিন্তু নয়। ব্রাইয়া কলিনস নামের একজন শ্রবণ-বিশেষজ্ঞ বলছেন, ইয়ারবাডের কারণে নিচের অসুবিধাগুলো হতে পারে।

১. শ্রবণশক্তি হ্রাস- যখন আপনি ইয়ারবাড ব্যবহার করছেন, তখন কানের পর্দার একেবারে কাছে শব্দ তৈরি হচ্ছে। এটা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি তীব্র শব্দ তৈরি করছে। তাই দীর্ঘ সময় ইয়ারবাড ব্যবহারে শ্রবণশক্তি কমে যেতে পারে।

২. কানে শোঁ শোঁ শব্দ শোনা- ইয়ারবাড ব্যবহারের কারণে আপনার কানের ভেতরে শোঁ শোঁ শব্দ শোনার মতো সমস্যা তৈরি হতে পারে। মনে হতে পারে, কানের ভেতর কোনো কিছু একটানা বেজে চলেছে।

৩. কানে মোম জমা- কানে মোম জমাট বাঁধা নির্ভর করে আপনার কানের নালির আকার কেমন এবং আপনি কত বড় বা ছোট আকারের ইয়ারবাড ব্যবহার করছেন, তার ওপর। কানে মোম জমাট বাঁধলে কানের মধ্যে চাপ, ব্যথা বা কম শুনতে পাওয়ার মতো সমস্যা তৈরি হতে পারে।

৪. কানে সংক্রমণ- ইয়ারবাড বারবার ভেতরে ঢোকানোর কারণে এর মাধ্যমে কানের ভেতরে জীবাণু ঢুকতে পারে। এই জীবাণু কানের ভেতরের আর্দ্র ও উষ্ণ পরিবেশে সহজেই ছড়িয়ে পড়ে সংক্রমিত হয়। তাই একজনের ইয়ারবাড অন্যের ব্যবহার করাও ঠিক নয়।

৫. কানব্যথা- যদি আপনার ইয়ারবাড বেশি বড় বা এটা আপনার কানের সঙ্গে মাপমতো না হয়, তবে তা আপনার কানব্যথার কারণ হতে পারে। এ জন্য আপনার কানে অস্বস্তি হতে পারে। অনেক সময় কানে ফোসকাও পড়তে পারে।

সমাধান কী?

ইয়ারবাড ব্যবহারে যদি এত অসুবিধা, তাহলে কি এটা বাদ দেবেন? না বাদ দিলে এর সমাধানই-বা কী? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আপাতত এর সমাধান একটাই। তা হলো, যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণই শুধু ইয়ারবাড ব্যবহার করা। যখন দরকার নেই, তখনই এটা খুলে রাখতে হবে। যখন কথা বলা, গান শোনা শেষ, তখন ইয়ারবাড কানে রাখা যাবে না।

কলিনসের ৬০/৬০ সূত্র- ইয়ারবাড ব্যবহারের বিষয়ে শ্রবণ—বিশেষজ্ঞ ব্রাইয়া কলিনস একটি ৬০/৬০ সূত্র দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইয়ারবাড একবারে সর্বোচ্চ ৬০ মিনিট ব্যবহার করুন। আবার ব্যবহারের আগে কমপক্ষে ৬০ মিনিটের বিরতি নিন। আর এর আওয়াজ সীমার সর্বোচ্চ ৬০ শতাংশ ব্যবহার করুন। সুতরাং আপনি ইয়ারবাড ব্যবহার করতেই পারেন। তবে অবশ্যই বুঝেশুনে। ড. ওয়াগলে ও কলিনস বলেছেন, তাঁরাও ইয়ারবাড ব্যবহার করেন, ব্যবহার রাখেন পরিমিত।

কোন বয়সে প্রতিদিন কত মিনিট হাঁটবেন

স্বাস্থ্য ভালো রাখার অন্যতম সহজ পদ্ধতি হাঁটা। নিয়মিত রুটিন মেনে হাঁটলে স্বাস্থ্য ভালো থাকবেই। নিয়মিত হাঁটলে ওজন কমে, মানসিকভাবে সুস্থও থাকা যায়। তবে কোন বয়সে প্রতিদিন কত মিনিট হাঁটলে সবচেয়ে উপকার? চলুন, জানার চেষ্টা করি। কাজী আকাশ

১৮-৩০ বছর: ৩০-৬০ মিনিট

অল্প বয়সে সাধারণত মানুষের পেশিতে শক্তি থাকে বেশি। ১৮—৩০ বছর বয়সী কোনো সুস্থ মানুষের ৩০ বা ৬০ মিনিট হাঁটা তেমন কঠিন কাজও নয়। এ সময় হাঁটার গতিও থাকে ভালো। জীবনের এই বয়সে নিয়ম মেনে ৩০---৬০ মিনিট হাঁটলে ওজন যেমন নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, তেমনি কমে স্ট্রেস বা মানসিক ধকল। তাই আপনার বয়স ১৮-৩০—এর মধ্যে হলে নিয়ম করে প্রতিদিন অন্তত আধঘণ্টা হাঁটার চেষ্টা করুন।

৩১-৫০ বছর: ৩০-৪৫ মিনিট

আপনার বয়স ৩০ বছরের বেশি হলে হাঁটার সময় একটু কমাতে পারেন। কারণ, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পেশির শক্তি কমে যায়। তাই ১ ঘণ্টার পরিবর্তে ৪৫ মিনিট হাঁটার অভ্যাস করতে পারেন। মনে রাখবেন, দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রতিরোধ করতে এবং মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে প্রতিদিন কমপক্ষে আধঘণ্টা হাঁটতেই হবে। আয়োজন করে হাঁটার সময় না পেলে এবং সুযোগ থাকলে কর্মস্থলে নিয়মিত হেঁটেই যেতে পারেন। এটাও সম্ভব না হলে প্রতিদিন অন্তত লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে ওঠানামা করুন।

৫১-৬০ বছর: ৩০-৪০ মিনিট

মধ্যবয়সীদের জন্য সর্বোচ্চ ৪০ মিনিট হাঁটাই যথেষ্ট। জীবনের মাঝামাঝি সময়ে শরীরে নানা ধরনের প্রাকৃতিক পরিবর্তন দেখা যায়। পেশির শক্তি কমে যায় এবং বিপাক প্রক্রিয়া হয়ে পড়ে দুর্বল। নিয়মিত অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটলে শরীরের হাড় থাকবে সুস্থ। তাই চেষ্টা করুন জীবনের এই বয়সেও প্রতিদিন ৩০-৪০ মিনিট হাঁটতে।

৬৬-৭৫ বছর: ২০-৩০ মিনিট

বেশির ভাগ মানুষ জীবনের এই বয়সে এসে নাতি-নাতনিদের নিয়ে সময় কাটান। তবে এই বয়সেও কেউ ধীরে ধীরে ২০-৩০ মিনিট হাঁটলে শরীরের ভারসাম্য বজায় থাকবে। বাঁচা যাবে নানা রোগের সংক্রমণ থেকেও। অনেকে বৃদ্ধ বয়সে হাঁটাচলা করতে পারেন না। কারণ, তাঁরা অনেক আগে থেকেই হাঁটার অভ্যাস বাদ দিয়েছেন। অনেকে আবার হাঁটার অভ্যাস না থাকার কারণে মাথা ঘুরে পড়ে যান। নিয়মিত একটু একটু হাঁটলে এই সমস্যাও দূর হবে। এই বয়সে ভুলে যাওয়ার সমস্যাও দেখা দেয়। একটু হাঁটাচলা করলে এমন সমস্যা থেকে মুক্তি মিলতে পারে। টানা ৩০ মিনিট হাঁটতে না পারলে ১৫ মিনিট করে দুই বারে হাঁটার অভ্যাস করতে পারেন। অথবা বন্ধুদের সঙ্গে মিলেও গল্প করতে করতে প্রতিদিন একটু হাঁটতে পারেন। এতে বার্ধক্যজনিত সমস্যা অনেকটাই কমবে। ৭৫ থেকে বেশি ও অশীতিপর: ১৫-২০ মিনিট ব্যতিক্রম বাদে যাঁদের বয়স ৭৫ বছরের বেশি কিংবা অশীতিপর, তাঁদের পক্ষে হাঁটাচলা করা একটু মুশকিলই বটে। তবে ধীরে ধীরে ২০ মিনিট হাঁটলে অনেক উপকার পাবেন। ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য হাঁটা বেশ উপকারী। তবে একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। হাঁটতে হবে সমতল রাস্তায়। এমন জুতা বাছাই করতে হবে, যেন হাঁটতে সুবিধা হয়। যাঁদের মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার সমস্যা আছে, তাঁরা ওয়াকার কিংবা এ—জাতীয় কিছু ব্যবহার করতে পারেন। হাঁটাচলা করলে মেজাজ খিটখিটে থাকে না। সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

শেষ কথা- এই নিয়মই শেষ কথা নয়। বয়স ও শরীরের ফিটনেসের ওপর ভিত্তি করে আপনার হাঁটার সময় পরিবর্তন করতে হতে পারে। তা ছাড়া প্রত্যেকের নিজস্ব কোনো লক্ষ্যও থাকতে পারে। সে হিসাবে প্রতিদিন অনুসারে হাঁটার চেষ্টা করুন। তবে এক দিন হেঁটে চার দিন না হাঁটলে চলবে না। নিয়মমতো প্রতিদিন হাঁটার চেষ্টা করুন। এতে সামগ্রিকভাবে উন্নত হবে আপনার জীবনযাত্রার মান।

কুমারী মেয়ে চেনার উপায় কী?

অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্বাস করা হয় যে, শুধু চোখে দেখেই বলে দেওয়া যায় কোনও মহিলা কুমারী কি না।অনেকে বলেন, সতীচ্ছেদ অটুট থাকলে কোনও মেয়ে কুমারী। অনেকে বলেন, কোমরের আকার দেখলে বলে দেওয়া সম্ভব কেউ কুমারী কি না। অনেকে সার্বিকভাবে মহিলাদের গঠনের উপরে জোর দেন।শুরুতেই বলে দেওয়া যাক, সতীচ্ছেদের সঙ্গে কুমারীত্বের কোনও যোগাযোগ নেই। যৌনতার সময়ে কখনও হাইমেন ছিঁড়তে পারে। তাতে যন্ত্রণা বা সামান্য রক্তপাতও হতে পারে। কিন্তু হাইমেন বা সতীচ্ছেদ ছেঁড়ার একাধিক কারণ থাকতে পারে। আবার এও হতে পারে যে, কারও হাইমেন অটুট রইল সেক্স বা সাইক্লিংয়ের পরেও।

এইবারে ভাবুন, সতীচ্ছেদেই যদি বিষয়টি স্পষ্ট না হয়, তা হলে দেখে বোঝা কতটা অসম্ভব। সোজা কথায়, কোনও মহিলা ভার্জিন কি না, সেটা তাকে দেখে বোঝা কঠিন। এভাবেই ভার্জিনিটি নিয়ে আরও কয়েকটি মিথ চালু রয়েছে।বলা হয়, একটা বয়সের পরে সব মহিলারই কুমারীত্ব হারানো প্রয়োজন তাদের সুস্থতার জন্য। এই কথার কোনও সারবত্তা নেই। যৌনতার সঙ্গে সুস্থতার একটি যোগাযোগ রয়েছে বটে। কিন্তু তার অর্থ কখনওই এই নয় যে, যৌনতা না থাকলে কেউ সুস্থ থাকতে পারবেন না।যৌনতার পরে মহিলাদের শারীরিক গঠনে আমূল পরিবর্তন আসে বলে যে কথা বলা হয়, তাও ঠিক নয়। এ ছাড়া বলা হয়, কুমারীত্ব হারানোর পরে মহিলাদের মধ্যে লজ্জার ভাব বেশি আসে বলেও অনেকের ধারণা। এই ধারণারও কোনও ভিত্তি নহে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।তা হলে কীভাবে বোঝা যাবে একজন মহিলা কুমারী কি না? উত্তর একটাই। স্বীকারোক্তি।

শীতের সকালে স্নান করা ভালো না ক্ষতি?

শীতে স্বাভাবিকভাবেই স্নান করতে প্রায় সবার কষ্ট হয়। ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কারণে অনেকেই স্নান করতে অনীহা প্রকাশ করেন। কেউ কেউ আবার হালকা গরম জলে দিনের আগ মুহূর্তে স্নান সেরে নেন। কিন্তু গরম জলে স্নান করলে শরীরের লোমকূপের মুখ খুলে যায়। ফলে বাইরের ধুলাবালি, ময়লা সহজেই লোমকূপে প্রবেশ করে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, কিছু নিয়ম মেনে সকালে গোসল করলে ত্বকের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর কোনো প্রভাব পড়বে না। এ ব্যাপারে টাইমস অব ইন্ডিয়া একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এবার তাহলে শীতে সকালের দিকে গোসল সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

গরম জল

কাজ বা কোনো প্রয়োজনে প্রতিদিনই বাসা-বাড়ির বাইরে যেতে হয়। এ জন্য সকালে স্নান করা আমাদের রুটিনের মধ্যে পড়ে। ফলে শীতের সকালে হালকা গরম জলে স্নান করা হয়। গরম জল ব্যবহারে ত্বকের স্বাভাবিক তেল নিঃসরণ বন্ধ হয় এবং ত্বক শুষ্ক হয়। এ জন্য সকালে স্নানের জল হালকা গরম জল নিতে পারেন। এতে যেমন শীত কম অনুভব হবে, একই সঙ্গে ত্বকেরও ক্ষতি হবে না।

সাবান কম ব্যবহার

শীতে যেহেতু আপনাকে স্নান করতেই হয়, এ জন্য সাবান যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করবেন। কারণ, সাবানে থাকা ক্ষারের জন্য ত্বক রুক্ষ হয় বেশি। তবে চাইলে মাইল্ড সাবান ব্যবহার করতে পারেন।

ভেজা মাজুনি ব্যবহার না করা

স্নোনের সময় শরীর পরিষ্কারের জন্য মাজুনি ব্যবহার করা হয়। মাজুনি যদি ভেজা অবস্থায় তাকে, তাতে ব্যাকটেরিয়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ অবস্থায় ভেজা মাজুনি ব্যবহারে শরীরে জীবাণু প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে। তাই ভেজা মাজুনি এড়িয়ে যাওয়া উচিত।

দীর্ঘ সময় গোসল নয়

সকালে দীর্ঘ সময় নিয়ে স্নান করা যাবে না। এতে যেমন শরীরের স্বাভাবিক তেল নিঃসরণ বন্ধ হয়, একই সঙ্গে ত্বক শুষ্ক হয়। জলশূন্যতায় ভোগে ত্বক। আবার সর্দি-কাশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

শীতকালে অন্তঃসত্ত্বা মায়ের যত্নে করণীয়

শীতে ঠাণ্ডা, সর্দিকাশি, নিউমোনিয়া, অ্যাজমা বা হাঁপানি রোগের প্রকোপ বাড়ে। কানে ইনফেকশন, দাঁতে ব্যথা, মাথা ব্যথা ইত্যাদি বেশি হয়। শীতে অন্তঃসত্ত্বা নারীদের দরকার হয় বাড়তি সুরক্ষার। তা না হলে অল্পতেই সর্দিকাশি, নিউমোনিয়া ও ঠাণ্ডাজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মা এবং গর্ভের সন্তানটিও অসুস্থ হয়ে পড়ে। জন্ম থেকেই ঠাণ্ডাজনিত নানা সমস্যায় ভুগতে থাকে শিশু।

শীতকালে অন্তঃসত্ত্বা মহিলারা সুস্থ থাকতে কোন বিষয়গুলি মেনে চলবেন তা বর্ননা করা হলো:

সকালবেলা উঠার অভ্যাস করুন: শীতকালে ঠান্ডার জন্য অনেকেই দেরি করে ঘুম থেকে উঠতে পছন্দ করেন। তবে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি সকাল শুরু করাই ভাল। এতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শরীরচর্চা ও প্রাতঃরাশ সেরে ফেলা যায়।

সুষম খাবার খান: মায়ের খাবারের মাধ্যমেই গর্ভের সন্তান তার পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে। গর্ভবতী মা অসুস্থ হলে এর প্রভাব গর্ভের সন্তানের উপরও পড়ে। সেজন্য মায়ের সুষম খাবার ও তার স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখা জরুরি। শীতকালে তাজা ফলমূল ও সবুজ সবজি খাওয়া উচিত বেশি করে। ফলমূল ও সবজির সাথে ডায়েটে জাফরান ও দুধ খাওয়া দরকার। এতে শরীর ঠিক থাকবে।

পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পান করুন: শীতকালে আমাদের পিপাসা কম লাগে বলে আমরা স্বাভাবিকের তুলনায় খুব কম জলখেয়ে থাকি। কিন্তু একজন গর্ভবতী মায়ের জন্য এটা মোটও ঠিক নয়। শীতকাল শুষ্ক ঋতু হওয়ার কারনে অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি করে পানি খাওয়া উচিত গর্ভকালীন অবস্থায়। একজন গর্ভবতী মায়ের জন্য দিনে কমপক্ষে ২ থেকে ৩ লিটার জল খাওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি খেতে পারেন ডাবের জল ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর তরল খাবার খেতে হবে।

বেশি করে ইনডোরে থাকার চেষ্টা করুন: অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বেশি স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকে শীত কালে। আর শীতকালে খারাপ আবহাওয়ার ফলে বাতাসের ধুলাবালি ও বিভিন্ন জীবাণু খুব সহজে অসুস্থ্য হতে পারেন। এই কারনেই যতটা সম্ভব কম বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করুন। ঘরে আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করে বেশি সময় কাটান। বাইরে গেলে মাস্ক ব্যবহার করতে ভুল বেন না।

উষ্ণ ও আরামদায়ক পোশাক পরুন: শীতকালে অন্তঃসত্ত্বা মায়ের পোশাক যেন একই সাথে উষ্ণ ও আরামদায়ক হয়। বেশি টাইট পোশাক পরা যাবে না। এতে আপনার গর্ভের সন্তানের উপর চাপ পড়তে পারে। ঢিলেঢালা পোশাক পড়াটাই উত্তম।

ত্বকের সমস্যাগুলির যত্ন নিন : শীতকালে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ত্বকের সমস্যাগুলির বাড়তি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। তবে ত্বকের যত্নে এই সময় বাজারচলতি প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহার না করাই ভাল।

ঠিক ভাবে গর্ভবতী মায়ের যত্ন নিলেই আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সুস্থ ও সবলভাবে পৃথিবীতে আসবে। এই কারণেই গর্ভবতী মায়ের যত্ন নিতে হবে বেশি করে।

শীতে মোজা পরায় দুর্গন্ধে কী করবেন?

অনেকেরই শীতে জুতা পরলে মোজায় গন্ধ হয়। ফলে আশপাশের লোকের বিরক্তি প্রকাশের পাশাপাশি নিজেকেও পড়তে হয় অস্বস্তিকর পরিবেশে। বিশেষ করে জুতা খুলতে গেলেই বিপত্তি। লজ্জিত হওয়ার ভয়ে শীতেও অনেকে মোজা পড়েন না। সামান্য টিপস অনুসরণ করলে মোজার দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি পাবেন।

মোজা গন্ধ হওয়ার কারণ

* পায়ের পাতায় ঘর্মগ্রন্থি বেশি থাকে। তা ছাড়া অনেকের হাইপারহাইড্রোসিসের সমস্যা থাকে। বংশগত কারণ বা হরমোনজনিত পরিবর্তনেও বেশি ঘাম হতে পারে। * পায়ে দুর্গন্ধের জন্য নানা রকম জীবাণুও দায়ী। যেমন কিটোকক্কাস সেডেনটেরিয়াস নামের ব্যাকটেরিয়া ঘামের মধ্যে সালফিউরিক যৌগ তৈরি করে। এতে পচা ডিমের মতো গন্ধ বের হতে পারে।

* সিনথেটিক মোজায় দুর্গন্ধ বাড়ে। কারণ, এতে বাতাস চলাচল করতে পারে না। ঘাম শোষণেও অকার্যকর। কৃত্রিম চামড়ার জুতা পরলে দুর্গন্ধ হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে।

করণীয়

* পা ও জুতা-মোজা শুকনা রাখতে চেষ্টা করবেন। এতে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সংক্রমণ কমবে।

* অ্যালকোহল ওয়াইপস দিয়ে পা পরিষ্কার করুন। সিনথেটিক ও প্লাস্টিকের জুতা এড়িয়ে চলবেন। কৃত্রিম সুতার মোজাও এড়িয়ে চলুন।

* রাতে শোয়ার আগে গরম পানিতে অল্প মধু আর গোলাপজল মিশিয়ে কিছুক্ষণ পা ডুবিয়ে রাখুন। এতে পায়ে রক্তসঞ্চালন ভালো হবে, ব্যাকটেরিয়া থেকে রেহাই পাবেন।

* এপসম সল্ট মেশানো গরম পানিতে পা চুবিয়ে রাখতে পারেন ২০ মিনিট।

* জুতার মধ্যে সামান্য বেকিং সোডা মাখিয়ে রাখুন। পরদিন জুতার ওই অংশ ভালো করে মুছে পরিষ্কার করে জুতা পরুন। তবে

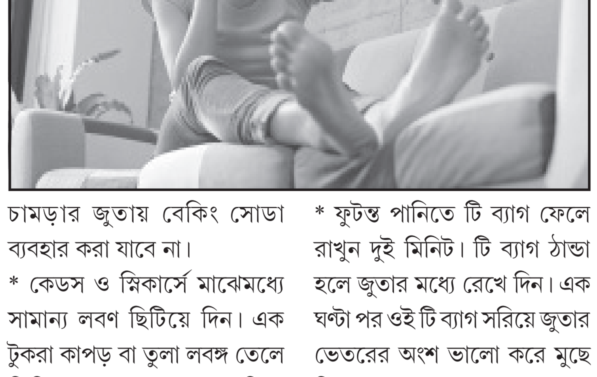

চামড়ার জুতায় বেকিং সোডা ব্যবহার করা যাবে না।

* কেডস ও স্নিকার্সে মাঝেমধ্যে সামান্য লবণ ছিটিয়ে দিন। এক টুকরা কাপড় বা তুলা লবঙ্গ তেলে ভিজিয়ে জুতার মধ্যে রেখে দিন।

* ফুটন্ত পানিতে টি ব্যাগ ফেলে রাখুন দুই মিনিট। টি ব্যাগ ঠান্ডা হলে জুতার মধ্যে রেখে দিন। এক ঘণ্টা পর ওই টি ব্যাগ সরিয়ে জুতার ভেতরের অংশ ভালো করে মুছে নিন। গন্ধ থাকবে না।

মঙ্গলবার সারা দেশের সাথে রাজ্যেও বিশ্ব টয়লেট দিবস পালিত হয়।

শহরাঞ্চলে বিনিয়োগ ১৬ গুণ বৃদ্ধি বিকশিত ভারত’-এর লক্ষ্য অর্জনে সরকারের দৃঢ় প্রত্যয়কে ব্যক্ত করে: কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী মনোহর লাল

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর ২০২৪ঃ কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ মন্ত্রী মনোহর লাল মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে এক সংবাদ সম্মেলনে নগরোন্নয়ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, নগরোন্নয়ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ১৬ গুণ বেড়েছে, ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালে যেখানে বিনিয়োগ ছিল প্রায় ১,৭৮,০৫৩ কোটি টাকা, সেখান থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সেই বিনিয়োগ বেড়েছে ২৮,৫২,৫২৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিনিয়োগ বেড়েছে ১৬ গুন। বিনিয়োগের এই বৃদ্ধির হার ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত’-এর লক্ষ্য অর্জনে সরকারের দৃঢ়তা ও প্রত্যয়কেই ব্যক্ত করছে।

মনোহর লাল দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, বিনিয়োগ বৃদ্ধির এই হার নগর উন্নয়নকে ভারতের উন্নয়ন কৌশলের মূল ভিত্তি করে তোলার পাশাপাশি গত ছয় মাসে নগর উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে আরও দ্রুত এবং দক্ষতার সঙ্গে সম্প্রসারিত ও বাস্তবায়িত করা হয়েছে।

অম্রুত এর আওতায় সাফল্য: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অটল মিশন ফর রিজুভেনেশন অ্যান্ড আরবান ট্রান্সফরমেশন (অম্রুত) এর অধীনে মূল কৃতিত্বের রূপরেখা তুলে ধরেন, যার মধ্যে রয়েছে: ৪,৬৪৯ এমএলডি জল পরিশোধন ক্ষমতা সৃষ্টি ও ৪,৪২৯ এমএলডি বর্জ্য পরিশোধন ক্ষমতা সৃষ্টি।

অমৃত ২,০-এর আওতায় সরকার পানীয় জলের প্রাপ্যতা এবং পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা বাড়ানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি জলাবদ্ধতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ও ঝড়-জলের কারণে নিকাশি ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

স্মার্ট সিটি এবং নতুন শহর প্রকল্প : শ্রী মনোহর লাল ঘোষণা করেন যে, স্মার্ট সিটি মিশন সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর, দ্রুত নগরায়ণের চাপ সামলানোর জন্য একটি নতুন শহর প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

শহুরে গতিশীলতা এবং স্থায়িত্ব উদ্যোগ : মন্ত্রী নিম্নলিখিত উদ্যোগগুলির মাধ্যমে শহুরে গতিশীলতার উন্নতির দিকে সরকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ করার বিষয়টি তুলে ধরে জানান, আঞ্চলিক স্তরে দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও দূষণ কমাতে এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও সমাধানের জন্য শহরগুলিতে ই-গতিশীলতা এবং পথচারীদের রাস্তাগুলির সম্প্রসার করা হবে।

নগর আবাসন ও পিএমএওয়াই ২.০

শহুরে আবাসন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রী মনোহর লাল বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (পিএমএওয়াই) ২.০-এর আওতায় একটি নতুন উপ- প্রকল্প চালু করা হয়েছে। রেন্টাল হাউজিং অথাৎ ভাড়া দেবার জন্য যে আবাসন এনিয়ে তা চালু করা হয়েছে, যার ফলে পরিযায়ী মানুষ উপকৃত হবেন। এর মধ্যে রয়েছেঃ *পিপিপি মোড বা পাবলিক এজেন্সিগুলির মাধ্যমে বিদ্যমান সরকারী অর্থায়নে খালি বাড়িগুলিকে এআরএইচ (রেন্টাল হাউসিং)-এ রূপান্তর করা।

*সময়মত বরাদ্দ নিশ্চিত করা এবং প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করার জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকারী রাজ্যগুলির জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিকল্পিত ১ কোটি শহুরে বাড়ির প্রায় ৭ এর জন্য অস্থায়ী অনুমোদন।

এই কার্যক্রমের জন্য, আগামী ৩১শে মার্চের মধ্যে প্রাপ্ত চাহিদার ভিত্তিতে রাজ্যগুলিকে অনুমোদন প্রদান চূড়ান্ত করা হবে।

নতুন এনইউএলএম মিশনের সূচনা :

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, একটি সংশোধিত জাতীয় নগর জীবিকা মিশন (এনইউএলএম) শীঘ্রই চালু করা হবে, যা বর্তমানে ২৫টি শহরে অব্যাহত পাইলট প্রকল্পের ফলাফল অনুসারে গ্রহণ করা হবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নগর উন্নয়নের জন্য বাজেট সহায়তা, কর্মশক্তি প্রশিক্ষণ এবং উন্নত প্রযুক্তি প্রদানের মাধ্যমে রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে অংশীদারিত্বে কাজ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে জানান, পিএম স্বনিধি প্রকল্পের আওতায় মোট ১৩,৪২২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় সরকার ২০২৪-র ৯ই জুন থেকে এই প্রকল্পের জন্য ১,১২৩ কোটি টাকারও বেশি অর্থ ছাড় দেওয়া হয়েছে। ৯ ই জুন থেকে গত ছয় মাসে, আহমেদাবাদ এবং হায়দ্রাবাদের দুটি বড় ডাম্পসাইট সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করা হয়েছে, সফলভাবে প্রায় ২.৫ লক্ষ মেট্রিক টন বর্জ্য নিষ্ক্রমণ করা হয়েছে।

সুজয়কৃষ্ণের বিরুদ্ধে সিবিআই-এর পাওয়া নতুন তথ্য প্রমাণ দেখতে চায় আদালত

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): সুজয়কৃষ্ণের বিরুদ্ধে সিবিআই-এর পাওয়া সেই সমস্ত নতুন তথ্য প্রমাণ দেখতে চায় আদালত। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন ওঠে সুজয়কৃষ্ণের আগাম জামিন মামলা। সেখানে বিচারপতি এই মন্তব্য করেন। আগামী সোমবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

‘কালীঘাটের কাকু’ ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে হেফাজতে পেতে মরিয়া সিবিআই।

এ দিকে কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেছেন নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি-র হাতে গ্রেফতার ‘কালীঘাটের কাকু’-ও।

সিবিআই-এর গ্রেফতার এড়াতে সুজয়কৃষ্ণের আগাম জামিন মামলার প্রথম শুনানিতে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, ‘১৮ মাস ইডি মামলায় জেলে থাকাকালীন সুজয়কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসাবাদ নিয়ে কোনও হেলদোল দেখাল না সিবিআই।

ইডি মামলায় জামিনের শুনানি শেষ হয়েছে। সেই সময়ই কী এমন তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেল যে তাঁকে হেফাজতে পেতে মরিয়া হয়ে উঠল সিবিআই?’

এ দিন নিম্ন আদালত সুজয়কৃষ্ণকে ভার্চুয়ালি হাজির করার যে নির্দেশ দিয়েছে, তার ভিত্তিতে আলাদা করে কোনও নির্দেশ দেননি বিচারপতি বাগচী। তবে এ দিন আগাম জামিনের শুনানির মন্তব্য অর্ডারে রেকর্ড করে তা নিম্ন আদালতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

বড় ঘোষণা কেজরিওয়ালের, দিল্লির অটো চালকদের জন্য একগুচ্ছ খুশির বার্তা

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): দিল্লির অটো চালকদের জন্য বড় ঘোষণা করলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মঙ্গলবার কেজরিওয়াল ঘোষণা করেছেন, ’আমি অটো চালকদের জন্য ৫টি বিষয় ঘোষণা করছি, যা আমরা ফেব্রুয়ারিতে আবারও দিল্লিতে ক্ষমতায় আসার পরে কার্যকর করব। প্রথমেই একজন অটোচালকের মেয়ের বিয়েতে এক লক্ষ টাকা দেব।’

কেজরিওয়াল আরও বলেন, ’দীপাবলি এবং হোলিতে অটো চালকদের ইউনিফর্ম তৈরি করার জন্য প্রত্যেককে ২৫০০ টাকা দেওয়া হবে। আমরা প্রতিটি অটো-চালককে ১০ লক্ষ টাকা জীবন বিমা এবং ৫ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বিমা দেব। অটো চালকদের সন্তানদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার পড়াশোনার জন্য সরকার অর্থ দেবে।’

নতুন মানসিক স্বাস্থ্য মিশন আনতে কাজ করছে ভারত সরকার : ডঃ ভি কে পল

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): নতুন মানসিক স্বাস্থ্য মিশন আনতে কাজ করছে ভারত সরকার, মঙ্গলবার এমনটাই জানালেন নীতি আয়োগের সদস্য ডঃ ভি কে পল।মঙ্গলবার বিকেলে নতুন দিল্লিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আয়োজিত ’মানসিক সুস্থতা: শ্রেণীকক্ষ থেকে কর্মক্ষেত্রে স্ট্রেস নেভিগেট করা’ বিষয়ক একটি জাতীয় সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে ডঃ পল বলেন, এই বিষয়ে মন্ত্রক, নীতি আয়োগ এবং স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

তিনি বলেন, স্বাস্থ্য মানুষের অধিকার। নীতি আয়োগের সদস্য ডঃ ভি কে পল বলেছেন, ৮১ শতাংশ শিক্ষার্থীর পড়াশোনা এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত উদ্বেগ রয়েছে। তিনি বলেন, কম ঘুমের সময় সমাজে একটি নীরব প্রাদুর্ভাব যা মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। তিনি বলেন, সমস্যার আকার এতই বিশাল যে এর জন্য সামাজিক প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন।

ঝাড়খণ্ড বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ মাহাতোকে শুভেচ্ছা বাবুলাল মারান্ডির

রাঁচি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : রবীন্দ্রনাথ মাহাতো ঝাড়খণ্ড বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ায় তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি ও বিধায়ক বাবুলাল মারান্ডি। তিনি বিধানসভার অধ্যক্ষর কাছে বিরোধী সদস্যদের আরেকটু বলার সুযোগ দেওয়ার আবেদন করেন।এর ফলে সরকার সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধান করতে পারবে বলেও জানান তিনি। মঙ্গলবার তিনি বলেন, কোনও বিধায়ক যদি বিধানসভায় কোনও সমস্যা উত্থাপন করেন, তবে তা সমাধান করা উচিত। বিধানসভার অভিভাবক হিসেবে সবাইকে সুযোগ দিন। এতে নতুন বিধায়কদের মধ্যে আস্থা তৈরি হবে।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঝাড়খণ্ড বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হন রবীন্দ্রনাথ মাহাতো। ঝাড়খণ্ড বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে রবীন্দ্রনাথ মাহাতোকে বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। টানা দ্বিতীয়বার তিনি ঝাড়খন্ডের অধ্যক্ষ হলেন। উল্লেখ্য, তিনি এই নিয়ে চতুর্থবার নির্বাচনে জিতে বিধানসভায় এসেছেন রবীন্দ্রনাথ মাহাতো। মঙ্গলবার সকালে বিধানসভার কার্যক্রম শুরু হতেই অধ্যক্ষ পদের জন্য রবীন্দ্রনাথ মাহাতোর নাম প্রস্তাব করেন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। মথুরা মাহাতো এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। পরে ধ্বনিভোটে রবীন্দ্রনাথ মাহাতোকে বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত করার ঘোষণা করা হয়। প্রসঙ্গত, সোমবারই ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ মাহাতোর নাম প্রস্তাব করা হচ্ছে বিধানসভার অধ্যক্ষ পদের জন্য। তিনিই সর্বসম্মতিক্রমে অধ্যক্ষ নির্বাচিত হবেন। তাতেই সিলমোহর পড়লো মঙ্গলবার।

“বাংলাদেশে মানবাধিকারের সীমা লঙ্ঘন করা হচ্ছে”, তোপ শুভেন্দুর

উত্তর ২৪ পরগনা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): ‘‘আজকের দিনটি মানবাধিকারের জন্য উৎসর্গ করা হলেও, বাংলাদেশে মানবাধিকারের সীমা লঙ্ঘন করা হচ্ছে। হিন্দুদের ধর্ম বা দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে।’’ বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে, ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননার প্রতিবাদে এবং স্বামী চিন্ময় প্রভুর মুক্তির দাবিতে মঙ্গলবার বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে বসিরহাটের নকুয়াদহ হাজরাতলা মোড়ে বিক্ষোভ সভায় বক্তৃতায় এ কথা বলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বঙ্গীয় হিন্দু রক্ষা সমিতির ডাকা এই সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ কথা বলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি দাবি করেন যে সনাতনী সংগঠনগুলি সারা বিশ্বে বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে পথে নেমেছে।

তিনি হিন্দুদের অধিকার রক্ষা করতে ভারত সরকারকে কড়া অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানান। বাংলাদেশে চিন্ময় প্রভুর মুক্তি এবং মন্দির ভাঙার ঘটনা বন্ধ না হলে নতুন বছরে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন শুভেন্দুবাবু। তিনি বলেন, ’চিন্ময় প্রভুকে মুক্তি না দিলে, মন্দির ভাঙা বন্ধ না হলে আমরা নতুন বছরে সিনেমা দেখাব।’

গোয়ালপাড়ার কৃষ্ণাই-শালপাড়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় হত এক, আহত দুই

গোয়ালপাড়া (অসম), ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণাইয়ের পার্শবর্তী শালপাড়ায় সংঘটিত এক সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতকে দরং জেলার অন্তর্গত চাকুবাহী গ্রামের সিরাজুল হক (৩৪) বলে শনাক্ত করা হয়েছে। একই দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন দুজন।

জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার সকালে শালপাড়ায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে সংঘটিত হয়েছে এই ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। এএস ০১ ইসি ২২৩৯ নম্বরের একটি কয়লাবাহী ট্রাকের পেছনে এএস ০১ বিএ ৮৭৬৬ নম্বরের দুরন্ত একটি চার চাকার যাত্রীবাহী অল্টো প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়। ধাক্কাটি এতটাই প্রচণ্ড ছিল যে, ট্রাকের তলায় গিয়ে ঢুকে পড়ে অল্টোটি। ফলে অল্টোর পাঁচ যাত্রীর মধ্যে তিনজন গুরুতরভাবে আহত হন।

ইত্যবসরে খবর পেয়ে অকুস্থলে পুলিশ ছুটে গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত অল্টো থেকে পাঁচজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁদের মধ্যে একজন সিরাজুল হকের মৃত্যু হয়। অন্য চারজনের মধ্য দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দিয়ে অন্য দুজনকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

ঘন কুয়াশার জেরে বাগডোগরায় অবতরণ করেনি বিমান, দুর্ভোগে যাত্রীরা

শিলিগুড়ি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : মঙ্গলবার সকালে ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার জেরে বাগডোগরা বিমানবন্দরে ওঠানামা করেনি বিমান। ফলে দুর্ভোগে পড়েন বিমান যাত্রীরা। এদিন সকাল থেকে যাত্রীদের ভিড়ে নাজেহাল অবস্থা বিমানবন্দরে।

জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ঘন কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা কম ছিল। বাগডোগরা বিমানবন্দর সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত ১০টি বিমান অবতরণ করেনি বিমানবন্দরে।

দৃশ্যমানতা কম থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিমান পরিষেবা স্বাভাবিক হতে পারে বলে বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিকে সকাল থেকে বিমানবন্দরে আটকে পড়েন যাত্রীরা।

রাত পেরোলেই চিন্ময় দাসের মুক্তি চেয়ে গীতা পাঠের আহ্বান মন্দিরে মন্দিরে

ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): বুধবার মন্দিরে মন্দিরে চিন্ময় দাসের মুক্তি চেয়ে গীতা পাঠের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোট। সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের মুক্তির দাবিতে মঙ্গলবার বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে জোটের তরফে এই নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

এই সঙ্গে জোট বাংলাদেশের হিন্দুদের রক্ষায় এবার রাষ্ট্রসংঘের সাহায্য চাইল। বাংলাদেশ সহ বিশ্বব্যাপী হিন্দুদের কাছে চিন্ময় মহারাজের মুক্তির দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে, মুখে কালো কাপড় বেঁধে সামাজিক মাধ্যমে ছবি পোস্টের আর্জি জানিয়েছে বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোট। অভিযোগ, মূলত গণতন্ত্র প্রহসনে পরিণত হয়েছে পদ্মাপারে। জামিন পাননি বাংলাদেশের সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস।

এস এম কৃষ্ণর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ হেমন্ত সোরেনের

রাঁচি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রয়াত হয়েছেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এস এম কৃষ্ণ। মঙ্গলবার ভোররাত ২.৪৫ মিনিট নাগাদ বেঙ্গালুরুতে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তাঁর প্রয়াণে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন শোকপ্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বলেন, তিনি কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এসএম কৃষ্ণার প্রয়াণের সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত ব্যথিত।

শ্রীনগরের এমএলএ হোস্টেলে বিধ্বংসী আগুন, হতাহতের খবর নেই

শ্রীনগর, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): মঙ্গলবার শ্রীনগরের লাল চকে এমএলএ হোস্টেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। এদিন সকালে আচমকাই আগুন লাগে এই হোস্টেলে। মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ।

জানা গেছে, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী। দমকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর

ভোপাল, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রয়াত ভারতরত্ন চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর জন্মবার্ষিকীতে মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। ১০ ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে তামিলনাড়ুর কৃষ্ণগিরি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ভারতীয় আইনজীবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী যোদ্ধা, রাজনীতিবিদ, ইতিহাসবিদ। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ যাদব তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, শ্রদ্ধেয় চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর অবদান আগামী প্রজন্মকে দেশের প্রতি দায়িত্বশীল করে তুলবে।

ট্রাফিক পুলিশের গায়ে হাত, আটক গাড়ি-সহ চালক

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): সাতসকালেই গাড়ি চালানো হচ্ছিল বেপরোয়াভাবে। তাড়া করে গাড়ি থামাতেই কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশের গায়ে হাত। জোড়াবাগান ট্রাফিক গার্ড এলাকায় সেন্ট্রাল এভিনিউ-এর ঘটনা।

অভিযোগ, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন চালক। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বনগাঁ থেকে গাড়িটি আসছিল। গিরিশ পার্ক মোড়ের কাছে ব্রেথ এনালাইজ টেস্ট করা হয়। চালক-সহ গাড়িটি আটক করে গিরিশ পার্ক থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

চালক-সহ তিন জন যাত্রীকে আটক করে জোড়াবাগান থানার পুলিশ। মূলত যাত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ এবং চালকের বিরুদ্ধে কর্তব্যরত পুলিশের গায়ে হাত দেওয়ার অভিযোগে আটক করা হয়েছে।

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER
AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

এতদ্বারা আগরতলা পুরনিগম এলাকায় বসবাসকারী সকল নাগরিকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে আগরতলা শহরকে (Open Defecation Free City) খোলা জায়গায় শৌচ মুক্ত শহর হিসেবে পূর্বে ঘোষণা করা হয়েছে। আগরতলা শহরের সমস্ত গৃহ এবং প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে বিজ্ঞান ভিত্তিক স্যানিটেশন সিস্টেম অথবা FSSM এর মাধ্যমে (ফেকাল স্লাজ এবং সেপ্টিক ম্যানেজমেন্ট) সংযুক্ত আছে এবং আগামীতে আগরতলা পুর নিগম নিজেকে একটি ODF++ শহর হিসেবে ঘোষণা করতে চলেছে। এই ব্যাপারে নগরবাসীদের কোন দাবি আপত্তি, বক্তব্য বা অভিযোগ, থাকলে তা আগামী ২০ শে ডিসেম্বর ২০২৪ ইং তারিখের মধ্যে নিয়ে উল্লেখিত ঠিকানায় লিপিবদ্ধ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
ঠিকানা ঃ-
O/O the Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation
City Centre, Paradise Chowmuhani
Agartala, Tripura (W)
মনে রাখবেন সুস্বাস্থ্যের জন্য সুস্থ পরিবেশ দরকার। ফলে আগরতলা শহরকে খোলা জায়গায় শৌচ মুক্ত বা খোলা জায়গায় মলত্যাগ মুক্ত রাখতে নাগরিকদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। খোলা স্থানে প্রস্রাব বা মল ত্যাগ করবেন না।

মিউনিসিপ্যাল কমিশনার
আগরতলা পুর নিগম

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER
AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA
ODF+ Declaration of City/Town

I Dr. Shailesh Kumar Yadav, IAS, Municipal Commissioner of Agartala Municipal Corporation, Agartala, Tripura (West) do hereby declare that:
a) Agartala Municipal Corporation kas notified sanitation service level benchmarks, at the least adhering to all conditions defined for S3M ODF++, in municipal bye-laws (or equivalent, in absence of municipal administration) and published the same in at least two dailies with wide reach.
b) Agartala Municipal Corporation has sufficient toilet facilities for use during occasions with large gatherings in a single area ie. situations with high demand for toilets, where existing facilities may not be sufficient.
c) City has carried out structural audit of all community/public toilets and carried out necessary repairs and renovations on the basis of the findings.
d) The Town Head Le the Hon'ble Mayor and all Ward Councillor of AMC have submitted their self declarations regarding SBM ODF++ status.
e) Preliminary resolution has been passed declaring the city/town as SBM ODF++.
f) Above resolution has been publicly announced, in at least two newspapers of wide circulation and readership, inviting Public feedback/ objection within 10 days of announcement.
g) Since no objections have been received within the stipulated time period/since objections and feedback received from the public have been addressed, a final resolution has been adopted by this office regarding SBM ODF++ status.
i)This final resolution has been communicated to the state government for further verification (if decided to be carried out).
Accordingly, Agartala Municipal Corporation is hereby declared SBM ODF++ MoHUA is now requested to carry out the "Swachh SBM ODF++ Certification process for Agartala Municipal Corporation Agartala, Tripura (West).

Dr. Shailesh Kumar Yadav, IAS
Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

আগরতলা পুর নিগম
তৌজি বিভাগ
আগরতলা
নোটিশ

No. F.45/TOUJI/AMC/CZ/2019. **Dated 06/12/2024**

আগরতলা পুর নিগমের অধীনে মার্কেট স্টলের তৌজিন হস্তান্তর পক্রিয়া সুপ্ত ভাবে সম্পাদন করিবার জন্য জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়েছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন সময়ে তৌজির হস্তান্তরের জন্য দরখাস্ত গুর নিগামর সেন্ট্রাল জোনের অফিসে জমা দিয়েছেন।
উক্ত হস্তয়ার পক্রিয়া বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে প্রকৃত তৌজিদারের অনুপস্থিতির কারণে। প্রক্রিয়াটিকে সহজ করার লক্ষ্যে, মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিয়ে প্রকৃত তৌজিদার এবং হস্তান্তরের আবেদনকারীর নাম, তৌজি নম্বর এবং বাজারের নাম সহ উল্লেখ করা হইল।

Sl No.	Touji No	Original Toujider	Name of Applicant	Name of Market	Remark
1	13DCB0056	Sri. Sunil Deb S/o-Lt. Jogesh Deb	Sri. Kajal Paul S/o-Sri. Kalipada Paul	Durga Chowmuhani Bazar (North Of Durga Chowmuhani Bipani Bitan, Ramnagar no-9)	Hearing Mutation Notice issued date on- 07/11/ 2024 16/11/2024 & 22/11/2024

উক্ত আবেদনকারীর পক্ষে/ বিপক্ষে যদি কোনও দাবি বা আপত্তি থাকে তাহলে আগরতলা পুর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের অধিকারীর অফিসে অফিস চলাকালীন সময়ে সাদা কাচাজে লিখিত অভিযোগ প্রমান সহ আগামী সাত দিনের মধ্যে (০৬/১২/২০২৪ থেকে ১২/১২/২০২৪) জমা দিতে হইবে।
উল্লেখিত সমযের মধ্যে অভিযোগ জমা না দিলে তৌজি হস্তান্তরের আবেদকারীর দরখাস্ত সঠিক বলিয়া গণ্য হইবে এবং উপরে উল্লেখিত তৌজির জন্য আবেদনকারীর নাম হস্তান্তর করার পক্রিয়া এক তরফা ভাবে গ্রহণ করা হইবে।

Assistant Municipal Commissioner
Central Zone
Agartala Municipal Corporation

নেওয়া হচ্ছে

● প্রথম পাতার পর

করেছে। পরবর্তী সময়ে ৭০ এর দশকে পলিটেকনিক কলেজে আতঙ্কের পরিবেশ ছিল। বোমাবাজি সহ ইত্যাদি হিংসাত্মক ঘটনা এই প্রতিষ্ঠানে লেগে থাকতো। সেসব ঘটনা মনে পড়লে দুঃখ হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বর্তমানে প্রায় ১৯টি আইটিআই রয়েছে। কিন্তু সেগুলি জরাজীর্ণ দশায় রয়েছে। তাই এগুলির আধুনিকীকরণের জন্য কিছুদিন আগে টাটা টেকনোলজির সঙ্গে আমাদের মৌ স্বাক্ষরিত হয়। তারা এগুলির আধুনিকীকরণে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। রাজ্য সরকারও বিনিয়োগ করবে। এই চুক্তির ফলে রাজ্যে বিনিয়োগের পাশাপাশি উন্নতমানের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে আইটিআই থেকে পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আগামীদিনে বৃদ্ধি পাবে। কিছুদিনের মধ্যে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হয়ে যাবে। তাদেরকেও সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে শান্তির পরিবেশ কায়েম রয়েছে। আর এতে বিনিয়োগকারীরা রাজ্যে বিনিয়োগে আকৃষ্ট হচ্ছেন। সম্প্রতি আমি মুম্বাই সফরে গিয়ে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান ও এমডি মুকেশ আম্বানি ও তাঁর ছেলের সঙ্গে সাক্ষাত করি। প্রায় ৫০ মিনিটের দীর্ঘ আলোচনায় আমি তাদের ত্রিপুরায় বাঁশ, রাবার, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি শিল্প সম্ভাবনা নিয়ে অবগত করি। আর খুব সহসাই রিলায়েন্সের একটা টিম ত্রিপুরা সফরে আসবে বলে তিনি আমাকে আশ্বস্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রেও অনেক এগিয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরা।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নয়ন সরকার, শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা, টিআইটির অধ্যক্ষ বিজয় কুমার উপাধ্যায় সহ শিক্ষা দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ। উল্লেখ্য, শিক্ষার সর্বাঙ্গীন বিকাশের লক্ষ্যে প্রায় ১৬০০ ছাত্রছাত্রী সম্বলিত এই মহাবিদ্যালয়ে ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে ৮৮৫ আসন বিশিষ্ট অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম। এদিন এই কলেজের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে সকল রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এলাকার মানুষ

● প্রথম পাতার পর

সংরক্ষণ এবং হাতিদের খাদ্যের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উপর জোর দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। তবে দক্ষিণ ঘিলাতলীর ছনখলা এলাকায় বন্য হাতির উপদ্রব কৃষকদের জন্য একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই এলাকার অধিকাংশ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে বন্য হাতি ফসলি জমিতে হানা দিয়ে ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে। এতে কৃষকরা আর্থিক সংকটে পড়বে এবং ফসল উৎপাদনেও প্রভাব পড়বে। বন্য হাতির দল ধান, শাকসবজি এবং অন্যান্য ফসল ধ্বংস করছে, যা এলাকার মানুষের জীবনযাত্রায় বড় ধাক্কা দিচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, হাতির এই আচরণ তাদের বাসস্থান সংকোচনের কারণে হতে পারে, কারণ বনাঞ্চল ধ্বংস এবং প্রাকৃতিক সম্পদ কমে যাওয়ায় তারা খাবারের সন্ধানে গ্রামে ঢুকে পড়ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই সমস্যা সমাধানে কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। স্থানীয় কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পাশাপাশি হাতি তাড়ানোর জন্য আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও মানব-হাতি সংঘাতের সমাধানে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করাও অত্যন্ত জরুরি।

নিয়োগ

● প্রথম পাতার পর

হবে বলে জানান এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস এন্ড ম্যানপাওয়ার ক্লিনিং দপ্তরের অধিকর্তা অসীম সাহা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

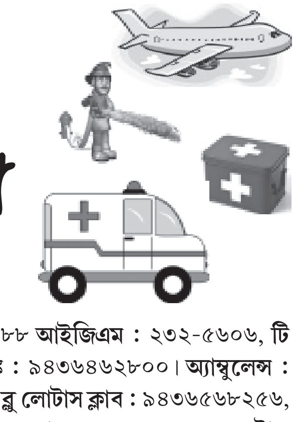

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অনুপ্রবেশের অভিযোগ তুলে মমতাকে ঝাঁঝালো আক্রমণ শুভেন্দুর

উত্তর ২৪ পরগনা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু তোষণ ও অনুপ্রবেশের অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঝাঁঝালো আক্রমণ করলেন শুভেন্দু অধিকারী।

বাংলাদেশে হিন্দু নিপীড়নের প্রতিবাদে পেট্রাপোলের পর মঙ্গলবার ঘোজাডাঙা সীমান্তে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'উনি বুঝতে পারছেন ৩০ শতাংশ নিয়ে ভোট বৈতরণী পার করতে পারবেন না। ৭০ শতাংশ এক হয়ে যাচ্ছে। তাই বিধানসভায় বাংলাদেশের হিন্দুদের পক্ষে কথা বলছেন। ঠেলায় না পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে না।'

মমতা সুর নরম করছে বলে কটাক্ষ করে বিরোধী দলনেতা বলেন, "হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন। বাংলাদেশের হিন্দুদের রক্ষার লড়াই সামনে আসতেই মুখ্যমন্ত্রীর ভাষার পরিবর্তন হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বদলে যাচ্ছে বলে দাবি করেন শুভেন্দু। 'মুখ্যমন্ত্রী বলেন ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। আমি বলি ধর্ম যার যার, রক্ষা করার দায়িত্ব তার তার। সন্ন্যাসীদের দেখে শিখুন, বাংলাদেশের হিন্দুদের দেখে শিখুন কীভাবে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই করতে হয়। ৫০ শতাংশ পেরোলেই ওরা পার্সোনাল ল কায়েম করবে। মোদীজি জব্দ করেছেন ট্রিপল তালাক প্রথায় রদ এনে।'

সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত এবং সীমান্তে বেড়া দেওয়ামুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে দুটি চ্যালেঞ্জ ছোড়েন শুভেন্দুবাবু।

বিরোধী দলনেতা বলেন, 'সিদ্দিকুল্লাকে বহিষ্কার করতে পারবেন? কারণ উনি মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছেন।'

শুভেন্দুবাবু বলেন, 'অমিত শাহ ২০২৩ সালে নবান্নে এসেছিলেন। বিমানবন্দরে যাওয়ার সময় বলেছিলেন ভারত-বাংলাদেশের ২২০০ কিলোমিটার সীমান্ত পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে। ৯৩১ কিলোমিটার বেড়া সম্পূর্ণ করতে যে জমির দরকার, তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিচ্ছেন না। যার জেরে শাহজাহানরা রোহিঙ্গাদের ঢোকাচ্ছে।'

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অপরাধের ঘটনায় বাংলাদেশি যোগ উঠে এসেছে বলে অভিযোগ করেন শুভেন্দু। জানান, দিল্লির জাহাঙ্গীরপুরীতে, ইন্দোরে সেক্স ব্যাকেটে বাংলাদেশি গ্রেফতার হয়েছে।,গোসাবা, বারুইপুর বাসন্তী এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে বাংলাদেশিরা ঢুকছে বলে দাবি করেন শুভেন্দুবাবু। রাজ্যের হিন্দুদের সতর্ক করে তিনি বলেন, 'ভাবছেন লক্ষ্মীর ভান্ডার তো পান, বাংলাদেশে শাখা-পলা দেখলেই মারছে, মাথায় সিঁদুর দেখলে মারছে, ধুতি পরলে খুলে দিচ্ছে।'

রোহিঙ্গাদের জল ও বিদ্যুৎ প্রদান করা আমাদের দায়িত্ব ফারুক আব্দুল্লাহ

কাঠুয়া, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের দায়িত্ব হল এই অঞ্চলে বসবাসরত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জল ও বিদ্যুতের মতো মৌলিক সুবিধা প্রদান করা। মঙ্গলবার এই মন্তব্য করলেন ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর প্রধান ফারুক আব্দুল্লাহ। এদিন জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় সাংবাদিদের মুখোমুখি হয়ে ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, "ভারত সরকার এখানে উদ্বাস্তুদের নিয়ে এসেছে। আমরা তাঁদের নিয়ে আসিনি। তাঁরা এখানে বসতি স্থাপন করেছেন এবং যতদিন তারা এখানে থাকবেন ততদিন তাদের জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা আমাদের কর্তব্য। এটা আমাদের দায়িত্ব।'

উল্লেখ্য, একদিন আগেই জম্মু শহরে রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশিদের বসতি স্থাপনকে একটি বড় 'রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র' বলে অভিহিত করেছে বিজেপি। পাশাপাশি জড়িতদের চিহ্নিত করার জন্য সিবিআই তদন্তের দাবি জানানো হয়। তারপর দিনই ফারুক বললেন, রোহিঙ্গাদের জল ও বিদ্যুৎ প্রদান করা আমাদের দায়িত্ব।

আমেরিকার জাতীয় ক্রিকেট লিগ বাতিল করে দিল আইসিসি

নিউ ইয়র্ক, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : আমেরিকার জাতীয় ক্রিকেট লিগ বাতিল করে দিল আইসিসি। ১ ডিসেম্বর আইসিসির চেয়ারম্যান পদে জয় শাহ দায়িত্ব নেওয়ার পরেই এই কড়া পদক্ষেপ নিলেন। ফলে এখন থেকে আর টি-টোয়েন্টি এবং টি-টেন লিগ আয়োজন করতে পারবে না আমেরিকার ক্রিকেট সংস্থা। আইসিসির তরফ থেকে মঙ্গলবার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই দেশের ক্রিকেট সংস্থাকে।আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, কোনও ক্রিকেট লিগে প্রথম একাদশে অন্তত ৭ জন সেই দেশের ক্রিকেটার রাখতে হবে। দেখা গেছে, আমেরিকার লিগের দলগুলি লিগ ম্যাচে ৬-৭ জন বিদেশি ক্রিকেটারকে প্রথম একাদশে খেলাচ্ছে। আমেরিকার ক্রিকেট সংস্থা সেই নিয়ম মানেনি। তা ছাড়া বেশ কিছু অনুমতি সংক্রান্ত নিয়মও মানেনি আমেরিকার ক্রিকেট লিগগুলি। এই কারণেই তাঁদের বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছে আইসিসিন

অস্তিত্ব-সংকটে লোয়ার অসমের মানুষ, আসু উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল

গোয়ালপাড়া (অসম), ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : লোয়ার অসমের মানুষ এখন অস্তিত্বের সংকটে। নিরাপত্তাহীন খিলঞ্জিয়া (ভূমিপুত্র) জনসাধারণ, বলেছেন রাজ্যের প্রথমসারির ছাত্র সংগঠন সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু)-র উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য।অসম আন্দোলনে ৮৫৭ শহিদকে স্মরণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর শহিদ দিবস পালন করা হয়। সে অনুযায়ী গোয়ালপাড়া জেলার বগুয়ানে আজ মঙ্গলবার কেন্দ্রীয়ভাবে শহিদ দিবস পালন করেছে আসু। সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসু-র কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবর্গ সহ বহুজন।এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে আসু-র উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য লোয়ার অসমের পরিবর্তিত জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বেগ ব্যক্ত করে বলেন, 'উন্মুক্ত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অতি শিগগির সিল করতে হবে। অসম এখন মৌলবাদীর ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। নির্বাচনী সীমানা পুনর্নির্ধারণের দাবি আমরা বহুদিন ধরে করে আসছিলাম। অবশেষে সরকার তা কার্যকর করেছে।'সমুজ্জ্বল বলেন, 'লোয়ার অসমের মানুষ এখন অস্তিত্বের সংকটে পড়েছেন। নিরাপত্তাহীন খিলঞ্জিয়া (ভূমিপুত্র) জনসাধারণ। গোয়ালপাড়ার মাটিয়ায় ৬০-ঊর্ধ এক মাকে ধর্ষণের ঘটনা প্রমাণ করে কতটা নিরাপত্তাহীন খিলঞ্জিয়ারা।

কৈলাসহরে বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

জনসভায় উপস্থিত ছিলেন হিন্দু ঐক্য মঞ্চের অন্যতম সক্রিয় সদস্য তথা ঊনকোটি জেলার বরিষ্ঠ আইনজীবী সন্দ্বীপ দেবরায়, গৌতম দাস, দীপক ভট্টাচার্জী সহ আসাম রাজ্যের একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মঞ্চে উপস্থিত অতিথিরা বলেন সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশের ইউনুস সরকার সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে ইসকনের প্রবক্তা চিন্ময় দাসকে গ্রেফতার করে জেলে রেখে দিয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের বাড়িঘর আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে হিন্দুদের উপর অকথ্য নির্যাতন করা হচ্ছে এবং ভারতের জাতীয় পতাকাকে তীব্র অবমাননা করছে বাংলাদেশের মৌলবাদীরা।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্যালেসে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এজন্য আমরা আধিকারিকদের সাথে এখানে যাবতীয় কাজকর্ম ও প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেছি। আমরা পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন স্থলের যাবতীয় ব্যবস্থাপনাও পর্যালোচনা করেছি। বৈঠকে যোগ দিতে এনইসি চেয়ারম্যান তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ২০ ডিসেম্বর আসবেন এবং অধিবেশন হবে ২১ তারিখে।" মুখ্যমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, এই সময়ে নর্থ ইস্টার্ন-স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার (এনই-এসএসি) এর বৈঠকও অনুষ্ঠিত হবে। তিনি জানান, এটা সত্যিই আমাদের জন্য বড় খবর।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ছাড়াও কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ অধিবেশনে উপস্থিত থাকবেন। এই অঞ্চলের উন্নয়ন ও বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে অধিবেশনে আলোচনা হবে। আর এটা সত্যিই আমাদের জন্য একটা গর্বের মুহূর্ত।

এর পাশাপাশি রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান ও এমডি মুকেশ আম্বানির সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক সাক্ষাতের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, সম্প্রতি মহারাষ্ট্রে আয়োজিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে আমি মুকেশ আম্বানি এবং তাঁর ছেলে অনন্ত আম্বানির সাথে সাক্ষাত করেছি। আমি তাঁদের ত্রিপুরা সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং আমরা দীর্ঘ সময় আলোচনা করেছি। এবিষয়ে তাঁরা গভীর আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং ত্রিপুরায় আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। খুব সহসাই রিলায়েন্স গ্রুপের একটি টিম রাজ্য সফরে আসবে। আমাদের আলোচনা খুবই ইতিবাচক ছিল এবং আমি তাদের সফর সম্পর্কে খুবই আশাবাদী। এদিন পরিদর্শন কালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, শিল্প বানিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ডঃ শৈলেশ কুমার যাদব সহ বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ।

শেষ শ্রদ্ধা

● প্রথম পাতার পর

এবং ওনার সুযোগ্য উত্তরারিকারী গৌতম পাল উভয়ে ছিলেন 'মিডিয়া বান্ধব' এবং মিডিয়ার সঙ্গে পিতা-পুত্রের সর্মক সর্বজন বিদিত। গৌতম পালের মৃত্যু নিঃসন্দেহ মিডিয়া জগতের এক অপূরনীয় ক্ষতি বলে উল্লেখ করেছে সোসাইটি।

সদ্য প্রয়াত গৌতম পালের উত্তরসুরীরা আগামীদিনে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটিকে আরো জনপ্রিয় করে তুলবে এবং তাদের প্রদর্শিত পথেই পরিচালনা করতে সমর্থ হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছে সোসাইটি।

এদিকে সদ্য প্রয়াত গৌতম পালের দেহ মঙ্গলবার দুপুরে আগরতলায় নিয়ে আসা হলে তার কৃষ্ণমন্দির সংলগ্ন বাড়িতে গিয়ে ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য সহ পরিচালন কমিটির সদস্যরা। শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের সমবেদনা জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, কলকাতায় কিডনি প্রতিস্থাপন করতে গিয়ে সোমবার সকালে মৃত্যু হয় রাজ্যের বিশিষ্ট উদ্যোগপতি, মানবদরদি, সিস্টারের কর্ণধার গৌতম পালের। আগরতলা প্রেসক্লাবের পরিচালন কমিটি তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করছে। চার দশক ধরে আগরতলা প্রেসক্লাবের সঙ্গেও গৌতম পালের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। সংবাদ জগৎ এ-র সঙ্গেও আত্নীক সম্পর্ক ছিল তাঁর। আগরতলা প্রেসক্লাবের পরিচালন কমিটি গৌতম পালের মৃত্যুতে শোকাহত। তাঁর বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করে শোকাহত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে আগরতলা প্রেস ক্লাব।

প্রতিনিধিরা

● প্রথম পাতার পর

একে অপরের কার্যপ্রণালীর মধ্যে বৃহত্তর বোঝাপড়া রয়েছে। দুই বাহিনীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা একইভাবে বাড়ছে। উপকূল রক্ষী বাহিনীর প্রতিনিধিদল আসাম রাইফেলসের ২১ সেক্টরের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এই সফরকালে প্রতিনিধি দলটি আগরতলায় ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট পরিদর্শন করেন। এছাড়া কোস্ট গার্ডের প্রতিনিধি দলটি উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ এবং নীরমহল পরিদর্শন করে উত্তর পূর্ব ভারত ও ত্রিপুরার ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হন।

পূরণের সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

ইকোকার্ডিওগ্রাফি টেকনিশিয়ান ১টি, পিএফটি টেকনিশিয়ান ২টি, ডকুমেন্টিস্ট ১টি, সাইক্রিয়াটিক সোস্যাল ওয়ার্কার ২টি এবং ফিজিও টেকনিশিয়ান ১টি।

পর্যটনমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে আরও জানান, মন্ত্রিসভার বৈঠকে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনে ৯৬টি বিভিন্ন ক্যাটাগরির টেকনিক্যাল পদ সৃষ্টি ও পূরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই পদগুলি হচ্ছে এক্সটেনশন অফিসার ৬টি, ফিল্ড অ্যাসিস্টেন্ট ৩৮টি, সিনিয়ার ইনস্ট্রাক্টর (ইঞ্জিনিয়ারিং) ২৫টি, সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (নন ইঞ্জিনিয়ারিং) ১৭টি, স্টোর কিপার ৪টি এবং ড্রাইভারের ৬টি পদ। পর্যটনমন্ত্রী জানান, ৬০৬৭টি স্পেশাল এগজিকিউটিভ পদে লোক নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা হবে। স্পেশাল এগজিকিউটিভ পদের জন্য সাম্মানিক ১১ হাজার টাকা ধার্য্য ছিল। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই পদের সাম্মানিক বাড়িয়ে ১৩ হাজার টাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গ্রেপ্তার দুই যুবক

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গত ৮ ডিসেম্বর ইরানি থানা পুলিশের কাছে একটি মেয়ের ধর্ষনের অভিযোগ আসে। অভিযোগ অনুযায়ী, দুই যুবক মেয়েটিকে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ফোন করে বাইরে আসতে বলে। মেয়েটির সাথে ছেলেগুলোর পূর্ব পরিচয় ছিল বলে তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে বাড়ির বাইরে এসেছে। তখন সেই মেয়েটিকে লাঠিয়াপুরের দিকে নিয়ে গিয়ে দুই যুবক মিলে ধর্ষণ করে সেখানে ফেলে চলে যায়। ইরানি থানার ইন্সপেক্টর অরুণোদয় দাস জানিয়েছেন, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে তদন্ত শুরু করে। তারপর গতকাল, সোমবার দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মূলত মোবাইল টাওয়ার লোকেশন থেকে তাদের ১২ ঘণ্টার মধ্যে ধরা সম্ভব হয়েছে বলে জানান ইন্সপেক্টর দাস।

তিনি আরো জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং আজ তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

বাংলাদেশী আটক

● প্রথম পাতার পর

দাঁড়িয়েছে। গতকাল আগরতলার জিআরপি থানার আরপিএফ ও গোয়েন্দা বিভাগ যৌথভাবে আগরতলা রেলস্টেশন থেকে চারজন বাংলাদেশী নাগরিককে গ্রেফতার করেছে।

জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে আগরতলা রেলস্টেশন দিয়ে বাংলাদেশিরা বহি:রাজ্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবেম। সেই খবরের ভিত্তিতে রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে জিআরপি। ওই সময় রেল স্টেশনে দুজন বাংলাদেশি দ্রুত গতিতে হেঁটে বের হচ্ছে। সে সময় জিআরপি পুলিশের সন্দেহ হলে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদে তারা ত্রিপুরায় অবৈধভাবে প্রবেশের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। ধৃতরা হলেন, বাংলাদেশের বাসিন্দা তাহিদুল পোলান(২৬), রাজিফা বেগম (১৯) এবং দুইজন শিশুর নাম মহামদ ঈশা পোলান (৩) মরিম পোলান (১)।

ফের ঊর্ধমুখী কলকাতার তাপমাত্রা, হালকা শীতেই সন্তুষ্টি দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): মহানগরী কলকাতায় জাঁকিয়ে শীত পড়া এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। মঙ্গলবার সকাল থেকেই আংশিক মেঘলা আকাশ, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছেছে ১৮.২ ডিগ্রিতে। ফলে শীতের পরশ থাকলেও, জাঁকিয়ে ঠান্ডা এখনও অনুভূত হয়নি কলকাতায়। তবে জোরালো শীতের প্রত্যাশা অবশ্য রয়েছে। চলতি সপ্তাহের শেষেই কলকাতার তাপমাত্রা আরও ২-৩ ডিগ্রি কম হতে পারে। চলতি সপ্তাহের শেষে তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা থাকলেও, আগামী ২৪ ঘণ্টায় বিশেষ তারতম্য হবে না। অর্থাৎ আগামী দুই থেকে তিন দিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে সামান্য কিছুটা তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর শুক্র-শনিবারে গিয়ে একধাক্কায় কলকাতায় কমবে তাপমাত্রা। উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। কুয়াশার কারণে সকালের দিকে দৃশ্যমানতা অনেকটা কমে যেতে পারে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদায় কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যেতে পারে। আবার দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলাতেও কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার সকালের ঘন কুয়াশার পরিবেষ্টিত ছিল বীরভূমের সাঁইথিয়া এলাকা।

তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে ফের বৃষ্টির ভ্রুকুটি, সতর্কতা জারি আইএমডি-র

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। বঙ্গোপসাগরে নতুন করে সৃষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চলের প্রভাবে আগামী ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং উপকূলবর্তী এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

আইএমডি জানিয়েছে, ১১ ও ১২ ডিসেম্বর তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, করাইকালে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ওই সময়ে উপকূলবর্তী অন্ধ্রপ্রদেশ, ইয়ানাম, রায়ালসীমায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি প্রত্যাশিত। ১৩ ডিসেম্বর হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, করাইকাল, কেরল ও মাহে এবং উপকূলবর্তী অন্ধ্রপ্রদেশ, ইয়ানাম, রায়ালসীমা ও দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকে।

সর্বস্তরের মানুষের কাছে প্রশংসিত ছিলেন এস এম কৃষ্ণ শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এস এম কৃষ্ণর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, 'এস এম কৃষ্ণ একজন অসাধারণ নেতা ছিলেন, সর্বস্তরের মানুষের কাছে তিনি প্রশংসিত ছিলেন। তিনি সর্বদা অন্যদের জীবন উন্নত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর কার্যকালের জন্য, বিশেষ করে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে মনোযোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। এস এম কৃষ্ণ জি একজন চিন্তাবিদও ছিলেন।'

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার ভোররাত ২.৪৫ মিনিট নাগাদ বেঙ্গালুরুতে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন এস এম কৃষ্ণ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। দীর্ঘ দিন তিনি অসুস্থ ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। ১৯৯৯ সালের ১১ অক্টোবর থেকে ২০০৪ সালের ২০ মে পর্যন্ত কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এস এম কৃষ্ণ। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর মেয়াদের পর, তিনি মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালও হয়েছিলেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছিলেন এস এম কৃষ্ণ।প্রয়াত হয়েছেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এস এম কৃষ্ণ। মঙ্গলবার ভোররাত ২.৪৫ মিনিট নাগাদ বেঙ্গালুরুতে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। দীর্ঘ দিন তিনি অসুস্থ ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। ১৯৯৯ সালের ১১ অক্টোবর থেকে ২০০৪ সালের ২০ মে পর্যন্ত কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এস এম কৃষ্ণ। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর মেয়াদের পর, তিনি মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালও হয়েছিলেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছিলেন এস এম কৃষ্ণ।

এস এম কৃষ্ণের মৃত্যুতে কর্ণাটক বিজেপির সভাপতি বি ওয়াই বিজয়েন্দ্র বলেছেন, 'আমরা একজন মহান নেতা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণকে হারিয়েছি। এটা সবচেয়ে দুঃখের বিষয়। মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং রাজ্যপাল হওয়ার মতো অনেক বড় পদে কাজ করেছেন তিনি, কর্ণাটককে অনেক কিছু দিয়েছেন তিনি।'

শুভেন্দুই হিন্দুদের রক্ষাকর্তা ফের দাবি তথাগত রায়ের

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীকেই হিন্দুদের রক্ষাকর্তা হিসাবে সাব্যস্ত করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে দুদিন আগে কাঁথিতে গেরুয়া পতাকা হাতে যে মিছিল করেছিলেন, সেটির ভিডিয়ো সোমবার এক্স হ্যান্ডলে যুক্ত করেছিলেন তথাগতবাবু। মঙ্গলবার সেই ভিডিয়ো যুক্ত করে তথাগতবাবু লেখেন, "শুভেন্দু অধিকারী ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের বাঁচানোর কেউ নেই। হিন্দুদের সংহত করার জন্য তিনি যে সমস্ত কর্মসূচি গ্রহণ করছেন তা তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে।"

বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের অনুমতি

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত কুমার গোয়েলের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহার করার অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট।

গোয়েলের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার আর্জিতে জনস্বার্থ মামলা চলছে কলকাতা হাই কোর্টে। মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে হাই কোর্টের বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েকের ডিভিশন বেঞ্চে। সোমবার সেই মামলায় কেন্দ্রের কর্মিবর্গ ও প্রশিক্ষণ দফতরকে যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন হাই কোর্ট। এই দফতরটি বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতেই রয়েছে। যে হেতু আইপিএস বিনীত গোয়েল কেন্দ্রীয় ক্যাডারের আধিকারিক, সেই কারণেই কেন্দ্রের কর্মিবর্গ ও প্রশিক্ষণ দফতরকে মামলায় যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে।

মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি বলেন, "ওই সংক্রান্ত মামলাটি হাই কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। তাই ওই আবেদনটির শুনানি সুপ্রিম কোর্টে হবে না।"প্রসঙ্গত, আর জি করের নির্যাতিতার নাম প্রকাশ্যে উল্লেখ করার অভিযোগ উঠেছে প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে। এই বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার আর্জি নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন আইনজীবী অমৃতা পাণ্ডে।

মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

চেকপোস্টের পুলিশকে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে এসে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

৬৮তম জাতীয় স্কুল গেমস বালিকাদের জুডো আসরের প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যে ক্রীড়া আঙ্গিনায় মেগা আসর।প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। অংশগ্রহণকারী চারটি রাজ্য দল ইতোমধ্যে আগরতলায় পৌঁছে গেছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায় প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে। আগামীকাল রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাবেন। আগামী ১২ থেকে ১৫ ডিসেম্বর রাজ্যে জাতীয় স্কুল গেমসের জুডো ইভেন্টের বিশেষ করে বালিকাদের অনূর্ধ ১৭ বছর বিভাগের ওজন ভিত্তিক নয়টি বিভাগে টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ৩১ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রায় ৩৪০ জুডোকা এবং অফিসিয়াল আগরতলায় আগামীকাল, বুধবারের মধ্যে রিপোর্ট করবে। তার মধ্যে ২৫৪ জন খেলোয়াড় রয়েছে। ৬২ জন অফিসিয়াল। এছাড়া, ফেডারেশন থেকে অফিসিয়াল আরও ১৩ জন. জাতীয় স্কুল গেমসের জুডো বালিকা অনূর্ধ ১৭ বিভাগের আসর নেতাজি সুভাষ রিজিওনাল কোচিং সেন্টার তথা এনএসআরসি-তে অনুষ্ঠিত হবে। খেলোয়ারদের থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এনএসআরসিসি-তেই।

প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ১২ ডিসেম্বর বেলা একটায়। এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠান ১৫ ডিসেম্বর বিকেল তিনটায়। উদ্বোধনী দিন অনুষ্ঠানের পর যথারীতি খেলা শুরু হবে। নয়টি বিভাগে ৩৬ টি পদকের লড়াই হবে। এই জাতীয় আসর উপলক্ষে বাজেট ধরা হয়েছে ৩৫ লক্ষ টাকা। তবে জুডোর পরিকাঠামোগত স্থায়ীঅ্যাসেট হিসেবে ৪০ লক্ষ টাকা বাজেটে দুটো ম্যাট এই প্রতিযোগিতায় ব্যবহারের জন্য আনা হয়েছে। রাজ্যে বিশেষ করে দুটো কেন্দ্র এনএসআরসিসি এবং বাধারঘাট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে দুটো অত্যাধুনিক মানের এই ম্যাট দুটো লাগানো হবে। সাধারণ দর্শক যেন জাতীয় মানের এই জুডো টুর্নামেন্ট দেখার সুযোগ পায় তার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা রাখার কথা চিন্ত করা হচ্ছে।

২৮ বলে ১০০! দ্রুততম শতরানের রেকর্ডে ভাগ বসালেন অভিষেক, ভাঙলেন সূর্যের নজির

দ্রুততম শতরানের রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন অভিষেক শর্মা। মাত্র ২৮ বলে শতরান করেছেন অভিষেক শর্মা। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে মেঘালয়ের বিরুদ্ধে এই নজির গড়েছেন পঞ্জাবের ব্যাটার। তিনি ভেঙেছেন সূর্যকুমার যাদবের নজির।

২৭ নভেম্বর সৈয়দ মুস্তাক আলিতেই ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ২৮ বলে শতরান করেছিলেন গুজরাতের উর্বিল পটেল। ৩৫ বলে অপরাজিত ১১৩ রান করেছিলেন তিনি। মেরেছিলেন ১২টি ছক্কা। তাঁর দাপটে প্রায় ১০ ওভার বাকি থাকতে ১৫৬ রান তাড়া করে জিতেছিল গুজরাত। অনেকটা একই কাজ করলেন অভিষেক। মেঘালয়ের বিরুদ্ধে ১৪৩ রান তাড়া করতে নেমে ৯.৩ ওভারে ম্যাচ জিতে গেল পঞ্জাব। ২৯ বলে অপরাজিত ১০৬ রান করেছেন অভিষেক। ৩৬৫.৫২ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন এই বাঁহাতি ওপেনার।

এই ম্যাচে ১১টি ছক্কা ও ৮টি চার মেরেছেন অভিষেক। অর্থাৎ, তাঁর ১০৬ রানের মধ্যে ৯৮ রান এসেছে বাউন্ডারিতে। এক ক্যালেন্ডার বছরে টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ড গড়েছেন অভিষেক। চলতি বছর ৩৮টি ইনিংসে ৮৬টি ছক্কা মেরেছেন তিনি। আগে এই নজির ছিল ভারতের বর্তমান টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সূর্যের। ২০২২ সালে ৪১টি ইনিংসে ৮৫টি ছক্কা মেরেছিলেন তিনি। সেই নজির ভেঙেছেন অভিষেক। এখনও খেলবেন তিনি। অর্থাৎ, এক ক্যালেন্ডার বছরে ১০০ ছক্কার নজির ছোঁয়ার সুযোগ রয়েছে তাঁর।

সৈয়দ মুস্তাক আলির এই মরসুমের আগে দ্রুততম শতরানের রেকর্ড ছিল ঋষভ পন্থের দখলে। ২০১৮ সালে হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে ৩২ বলে শতরান করেছিলেন তিনি। এ বার তা ভেঙে গিয়েছে। বিশ্ব ক্রিকেটে এই রেকর্ড রয়েছে এস্টোনিয়ার সাহিল চৌহানের দখলে। চলতি বছরই সাইপ্রাসের বিরুদ্ধে ২৭ বলে শতরান করেছিলেন তিনি।

আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে ভাল খেলায় ভারতীয় দলে অভিষেক হয়েছে অভিষেকের। আইপিএলে ৬৩টি ম্যাচে ১৩৭৬ রান করেছেন তিনি। ১৭১.৮১ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন। তবে ভারতের হয়ে একটি শতরান ও একটি অর্ধশতরান ছাড়া তেমন রান পাননি পঞ্জাবের এই ক্রিকেটার। ১২টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ২৫৬ রান করেছেন তিনি।

গোলাপি বলে অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ড ভাঙতে চায় ভারত, যশস্বীদের ভয়ডরহীন খেলায় উচ্ছ্বসিত রোহিত

দেশের মাটিতে ১২টি দিন-রাতের টেস্ট খেলেছে অস্ট্রেলিয়া। জিতেছে ১১টিতে। একমাত্র হার এ বছরই, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ব্রিসবেনে। তবু এত ভাল সাফল্য আর কোনও দলের নেই। ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার এই দাপট ভাঙতে চাইছে ভারত। অ্যাডিলেড টেস্টের আগে রোহিত স্পষ্ট জানালেন, রেকর্ড তৈরিই হয় ভাঙার জন্য।

গত বার অ্যাডিলেডে দিন-রাতের টেস্টে ৩৬ রানে অল আউট হয়েছিল ভারত। সেই লজ্জা নিয়ে আর খোঁচা দেওয়ার সাহস পাচ্ছেন না কেউ। বরং পার্থ টেস্টে জয়ের পর ভারতকে সমীহ করছেন অস্ট্রেলীয়রা।

রোহিত বলেছেন, "দল হিসাবে আমরা শুধু বর্তমানের কথাই ভাবি। জানি গোলাপি বলে অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ড ভাল। তবে রেকর্ড তো তৈরিই হয় ভাঙার জন্য। সিরিজের শুরুটা দারুণ করেছি আমরা। সেটাকে মাথায় রেখেই এগিয়ে যেতে চাই। লম্বা সময় ধরে সঠিক কাজ করে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য। টেস্ট ক্রিকেটে সেটা গুরুত্বপূর্ণও। পার্থের মতো অ্যাডিলেডেও একই ভাবে খেললে আমরা জিততে পারি।"

গোলাপি বলে খুব যে সমস্যা হবে এমনটা মানছেন না রোহিত। তবে আলোর নীচে সতর্ক থাকার কথা বলেছেন তিনি। ভারত অধিনায়কের কথায়, "বলের গতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটাই আসল। আমরা লাল বলে প্রচুর খেলেছি। গোলাপি বল একটু আলাদা। তবে গত তিন দিন ধরে গোলাপি বলে অনুশীলন করার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, যত বেশি এই বলে খেলব তত বেশি মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাব।"

রোহিতের সংযোজন, "গোলাপি বলে চ্যালেঞ্জ তো থাকবেই। আলোর নীচে খেলতে সমস্যা হতে পারে। আমরা এটা নিয়ে কথাও বলেছি। পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষমতা রয়েছে আমাদের।

যে সিদ্ধান্তই নিই না কেন, সেটা ঠিক প্রমাণিত করতে হবে। গোলাপি বলে অনেক ম্যাচ দেখেছি। আমরা জানি পরিস্থিতি কেমন থাকবে। ম্যাচের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি বদলাবে জানি। সেটার জন্যও আমরা তৈরি।"

এ দিকে, প্রথম টেস্টে যে ভাবে যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থ খেলেছেন, তা বাড়িতে বসে দেখে খুশি হয়েছেন রোহিত। দলের তরুণ ক্রিকেটারদের নিয়ে তিনি বলেছেন, "ওরা আজকালকার ছেলেমেয়ে।

ভয়ডরহীন মানসিকতা নিয়ে খেলে। কোনও বোঝা কাঁধে রাখে না। জয়সওয়াল, গিল, পন্থ ওরা অন্য প্রজন্মের ক্রিকেটার। আমরা খেলা শুরু করার সময় শুধু ভাবতাম কী করে রান করব। নিজেরাই নিজেদের চাপে ফেলে দিতাম। ওরা সেটা কখনওই করে না। আসলে প্রতিটা প্রজন্মই আলাদা। এখনকার ছেলেরা অনেক আলাদা।"

ক্রিকেটে পাকিস্তানের থেকে ভারতের 'দাম' কত বেশি, আইসিসিকে দেখিয়ে দিল সম্প্রচারকারী সংস্থা

'হাইব্রিড মডেল'-এর সম্ভাবনা বেশি থাকলেও এখনও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ঘিরে ধোঁয়াশা কাটেনি। এই পরিস্থিতিতে আইসিসিকে চিঠি দিয়েছে সম্প্রচারকারী সংস্থা স্টার ইন্ডিয়া। ভারত না খেললে আইসিসির কতটা ক্ষতি হবে তা দেখিয়ে দিয়েছে তারা। এই প্রতিযোগিতা থেকে মোট আয়ের ৯০ শতাংশ ভারতের বাজার থেকে পাবে তারা। ফলে ভারতকে ছাড়া যে কোনও ভাবেই প্রতিযোগিতা সম্ভব নয় তা পরিষ্কার।

চার বছরের জন্য স্টার ইন্ডিয়াকে সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি করেছে আইসিসি। এই প্রথম বার ভারতে আলাদা করে সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি করা হয়েছে। সেই কথা আইসিসিকে মনে করিয়ে দিয়েছে স্টার ইন্ডিয়া। তারা জানিয়েছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সম্প্রচারের জন্য আইসিসিকে ৬৩৫২ কোটি টাকা দিয়েছে তারা। ১৫টি ম্যাচ সম্প্রচারের জন্য এই টাকা দেওয়া হয়েছে। যদি ভারত না খেলে তা হলে এই টাকার ৯০ শতাংশ তাদেরকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে হবে। অর্থাৎ, রোহিত শর্মারা না খেললে আইসিসির ৫৭১৬ কোটি টাকা ক্ষতি হবে। তুলনায় পাকিস্তান যদি এই প্রতিযোগিতায় না খেলে তা হলে আইসিসির ক্ষতি হবে ৬৩৪ কোটি টাকা, যা অনেকটাই কম।

এই পরিস্থিতিতে আইসিসির একটি সূত্র জানিয়েছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বাতিল হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে দরকার পড়লে তা পাকিস্তান থেকে অন্য কোনও দেশে সরানো হতে পারে। পুরোটাই নির্ভর করছে সদস্য দেশের উপর। প্রয়োজনে ভোটাভুটি হতে পারে। তেমনটা হলে পাকিস্তান ছাড়া বাকি সকল দেশ যে ভারতের পক্ষেই ভোট দেবে তেমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছেন সেই কর্তা। ভারত পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, পাকিস্তানে তারা খেলতে যাবে না। নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে খেলতে রাজি হতে পারে তারা। এই ধোঁয়াশার মধ্যে আইসিসির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়েছেন জয় শাহ। বৃহস্পতিবার তাঁর নেতৃত্বে আইসিসির বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা পিছিয়ে গিয়েছে। শনিবার হবে সেই বৈঠক। সে দিনই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে পারে আইসিসি।

আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে পড়লেন যশস্বী-বিরাট

আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে বড়সড় ধাক্কা ভারতীয় ব্যাটারদের। টেস্ট ক্রমতালিকায় দ্বিতীয় স্থান হারাতে হল ভারতীয় দলের উদীয়মান তারকাকে। র‍্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে পড়লেন পারথ টেস্টে সেঞ্চুরি করা বিরাট কোহলিও।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্টের মধ্যে দিন দশেকের ফারাক। এদিকে এর মধ্যে ইংল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ডের টেস্ট সিরিজ চলছে। সেই সিরিজের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বদলে গিয়েছে টেস্ট ক্রমতালিকা। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে অনবদ্য সেঞ্চুরি করে ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুক সোজা উঠে এসেছেন দ্বিতীয় স্থানে। ফলে পিছিয়ে পড়তে হল যশস্বীক। এক নম্বরে এখনও ইংল্যান্ডের অধিনায়ক জো রুট। অর্থাৎ ক্রমতালিকায় প্রথম দুই ব্যাটারই ইংল্যান্ডের। তৃতীয় স্থানে নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন।

দিন কয়েক আগেই কেরিয়ারের সেরা দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন যশস্বী। এবার সেই স্থান খুইয়ে চারে নেমে এলেন তিনি। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৮২৫। পারথে ১৬১ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে দ্বিতীয় স্থানে এসেছিলেম তিনি। সেই ইনিংসের পর সাময়িক যে বিরতি টিম ইন্ডিয়া পেয়েছে সেটারই খেসারত দিতে হল যশস্বীকে। এই একই কারণে পারথে সেঞ্চুরি করার পরও পিছিয়ে পড়তে হল বিরাট কোহলিকেও। তিনি এক ধাপ পিছিয়ে আপাতত রয়েছেন ১৪ নম্বরে। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৮৯। অবশ্য দিন দুই পরই অ্যাডিলেডের দিনরাতের টেস্টে এই র‍্যাঙ্কিং শুধরে নেওয়ার সুযোগ পাবেন ভারতীয় ব্যাটাররা।

অন্য ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম দশে রয়েছেন একমাত্র ঋষভ পন্থ। তিনি আগের মতোই ষষ্ঠ স্থানে রয়েছেন।

শামির ৩ উইকেট, মুস্তাক আলিতে গ্রুপের শেষ ম্যাচে রাজস্থানকে হারিয়ে নকআউটে বাংলা

চোট সারিয়ে খেলতে নেমে ধীরে ধীরে ফর্মে ফিরছেন মহম্মদ শামি। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে টানা সাতটি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। শেষ তিনটি ম্যাচে শামির বোলিং নজর কেড়েছে। গ্রুপের শেষ ম্যাচে রাজস্থানের বিরুদ্ধে ৩ উইকেট নিয়েছেন তিনি। গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে রাজস্থানকে ৭ উইকেটে হারিয়ে গ্রুপ এ-র শীর্ষে উঠেছে বাংলা। নকআউটে নিজেদের জায়গা পাকা করেছে তারা।

মুস্তাক আলিতে সাতটি ম্যাচে ২৭.৫ ওভার বল করেছেন শামি। অর্থাৎ, প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই নিজের চার ওভার করেছেন তিনি। প্রথমের দিকে তিনি রান দিচ্ছিলেন। কিন্তু শেষ তিনটি ম্যাচে তাঁর বল ভাল হয়েছে। গত ম্যাচে বিহারের বিরুদ্ধে চার ওভারে ১৮ রান দিয়ে ১ উইকেট নিয়েছিলেন শামি। তার আগের ম্যাচে মেঘালয়ের বিরুদ্ধে চার ওভারে দিয়েছিলেন মাত্র ১৬ রান। কিন্তু উইকেট পাননি তিনি। আর রাজস্থানের বিরুদ্ধে চার ওভারে ২৬ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন শামি। এই পরিসংখ্যান বলে দিচ্ছে, ধীরে ধীরে ফর্মে ফিরছেন তিনি।

এই ম্যাচের আগে বাংলা ও রাজস্থান দু'দলই ২০ পয়েন্টে ছিল। ফলে দু'দলের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ছিল। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৩ রান করে রাজস্থান। কার্তিক ৪৬ ও অধিনায়ক মহীপাল লোমরোর ৪৫ রান করেন। বাকিরা কেউ রান পাননি। শামি বাদে শাহবাজ আহমেদ ও সায়ন ঘোষ ২টি করে উইকেট নেন। ১টি উইকেট পেয়েথেন ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়।

রান তাড়া করতে নেমে আবার বড় ইনিংস খেললেন অভিষেক পোড়েল। যত দিন যাচ্ছে, বাংলার এই তরুণ উইকেটরক্ষক-ব্যাটার আরও পরিণত হচ্ছেন। বাংলাকে ভরসা দিচ্ছেন তিনি। মুস্তাক আলিতে অভিষেকের খেলা দেখে বোঝা যাচ্ছে, কেন দিল্লি ক্যাপিটালস নিলামের আগে তাঁকে ধরে রেখেছে। ৪৮ বলে ৭৮ রান করেন অভিষেক। অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি করেন ৫০ রান। তাঁদের ব্যাটে ৯ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতে যায় বাংলা। এখন সাত ম্যাচে বাংলার পয়েন্ট ২৪। তাদের নেট রানরেট ১.৬০৭। দ্বিতীয় স্থানে থাকা রাজস্থানের পয়েন্ট সাত ম্যাচে ২০। একই পয়েন্ট মধ্যপ্রদেশেরও। তারা শেষ ম্যাচে খেলবে বিহারের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচ জিতলে মধ্যপ্রদেশেরও সাত ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট হবে। তাদের নেট রানরেট এখন ১.৫৮৫। অর্থাৎ, বিহারকে হারাতে পারলে পয়েন্ট তালিকায় বাংলাকে টপকে শীর্ষে যাওয়ার সুযোগ থাকবে বেঙ্কটেশ আয়ারদের।

১৫ বছর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজে টেস্ট জয় বাংলাদেশের, সিরিজ ড্র তাইজুলের দাপটে

সাবাইনা পার্কে বাংলাদেশের পেসার তাইজুল ইসলামের দাপট। তাঁর দাপটেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট ১০১ রানে জিতে নিল বাংলাদেশ। সেই সঙ্গে ১৫ বছর পর ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে টেস্ট জিতল তারা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের লক্ষ্য ছিল ২৮৭ রানের। কিন্তু ১৮৫ রানে অলআউট হয়ে গেল তারা। দু'টি সেশন পুরো খেলতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তাদের মাটিতে শেষ সাতটি টেস্টেই হেরেছিল বাংলাদেশ। এই সিরিজের প্রথম ম্যাচে অ্যান্টিগুয়াতেও হেরেছিল তারা। দ্বিতীয় ম্যাচে জয়ের অন্যতম কাণ্ডারি তাইজুল। দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট নিলেন তিনি। বিদেশের মাটিতে শেষ আড়াই বছরে এটাই তাইজুলের সেরা পারফরম্যান্স।

মহিলা সিনিয়র জাতীয় ক্রিকেটে বেঙ্গলের কাছে পরাজিত ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা দলের অবস্থান এখন যে পর্যায়ে, ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের অনেকে বেঙ্গলের কাছে আজ হেরে যাওয়াটাকে প্রত্যাশিত পরাজয় বলে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। খেলা মহিলাদের সিনিয়র জাতীয় এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ই গ্রুপের লড়াইয়ে আজ, মঙ্গলবার বেঙ্গল ৫ উইকেট এর ব্যবধানে ত্রিপুরা কে পরাজিত করেছে। গ্রুপ লীগের প্রথম ম্যাচে চন্ডিগড় এর কাছে ৪ উইকেটে পরাজয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা পন্ডিচেরিকে ১৩৫ রানে হারিয়ে মনোবল কিছুটা বাড়াতে সক্ষম হলেও আজ হেরে পুনরায় তলানিতে।

গুজরাটের সুলতানপুরে গুরুগ্রাম ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আজ সকাল ৯ টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা দল প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ২২৪ রান সংগ্রহ করে। ওপেনার তথা উইকেট রক্ষক মৌচৈতি দেবনাথ এর দুর্দান্ত শতরান রাজ্য দলের স্কোরকে সমৃদ্ধ করলেও বোলারদের সামগ্রিক ব্যর্থতায় অপরাজিত শতরান কোন কাজে এলো না।

মৌচৈতি ১৫৪ বল খেলে নটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ১১১ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া, অধিনায়ক তামান্না নিগমের ৪৪ রান ও ঋজু সাহার ৩০ রান উল্লেখ করার মতো। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৯ বল বাকি থাকতে বেঙ্গল ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়।

দলের পক্ষে মিতা পালের অপরাজিত ৯১ রান ধারা গুজ্জারের ৪৬ রান এবং ঋষিতা বাসুর অপরাজিত ২৮ রান দলকে দুর্দান্ত জয় এনে দেয়। গ্রুপ লিগের অন্য খেলায় রাজস্থান ১১ রানের ব্যবধানে চন্ডিগড় কে এবং কর্ণাটক ৭ উইকেটের ব্যবধানে পন্ডিচেরি কে পরাজিত করেছে।

অ্যাডিলেডে বৃষ্টির আশঙ্কা! আবহাওয়া কতটা প্রভাব ফেলবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া দিন-রাতের টেস্টে

শুক্রবার থেকে অ্যাডিলেডে শুরু ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেস্ট। বৃষ্টির কারণে ব্যাঘাত ঘটেছিল ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্টে। পার্থের পর এ বার অ্যাডিলেডে দিন-রাতের টেস্টেও বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। ফলে খেলায় ব্যাঘাত হতে পারে।

অ্যাকুওয়েদার জানিয়েছে, শুক্রবার স্থানীয় সময় বেলা ১২টায় ৪৭ শতাংশ বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। ১টার সময় তা বেড়ে হবে ৫১ শতাংশ। সেই সময় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। স্থানীয় সময় দুপুর ২টোয় টস। সেই সময় বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে ১৫ শতাংশ। ফলে টসে বিঘ্ন হতে পারে।

সময় যত এগোবে তত বৃষ্টির আশঙ্কা কমবে। অর্থাৎ, স্থানীয় সময় বিকাল ও সন্ধ্যার দিকে তেমন বৃষ্টি হবে না। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিন বৃষ্টির তেমন আশঙ্কা নেই। তবে পঞ্চম দিন আবার বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। অর্থাৎ, খেলা যদি পঞ্চম দিনে গড়ায় তা হলে খেলায় ব্যাঘাত হতে পারে।

ভারতের বিরুদ্ধে পার্থে গতির পিচ বানিয়েও হারতে হয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে। তবে নিজেদের পরিকল্পনা থেকে সরছে না তারা। অ্যাডিলেডে গোলাপি বলের টেস্টেও পিচে ঘাস থাকবে। পিচ প্রস্তুতকারক ডেমিয়ান হাউ জানিয়েছেন পিচে ৬ মিলিমিটার ঘাস থাকবে, যা পেসারদের সাহায্য করবে।অ্যাডিলেডে এর আগে গোলাপি বলের টেস্টে ভারত ৩৬ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল। সেই ম্যাচে পেসারেরা সাহায্য পেয়েছিলেন। শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা টেস্টে সকলে যাতে সমান সুবিধা পান, সেটা দেখার চেষ্টা করা হবে বলে জানিয়েছেন ডেমিয়ান। তিনি বলেন, "অ্যাডিলেডে কৃত্রিম আলোর নীচে ব্যাট করা কঠিন। পিচে ৬ মিলিমিটার ঘাস থাকবে। আমরা এমন পিচ তৈরি করতে চাইছি যেখানে সকলে সাহায্য পাবে। এর আগে ভারত যে টেস্ট এখানে খেলেছিল, সেখানে পিচ কোনও ভূমিকাই নেয়নি। অস্ট্রেলিয়া ভাল বল করেছিল। আমি চাই এ বারে দুই দল ভাল লড়াই করুক।"

প্রথম একাদশ ঘোষণা অজিদের

: দিনরাতের টেস্টে নামার আগে স্বস্তির খবর অজি শিবিরে। চোট আশঙ্কা কাটিয়ে অ্যাডিলেডে খেলছেন অলরাউন্ডার মিচেল মার্শ। তবে পূর্ব ঘোষণা মতোই খেলছেন না জস হ্যাজেলউড। টেস্ট শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগেই প্রথম একাদশ জানিয়ে দিল অস্ট্রেলিয়া। অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স জানিয়ে দিয়েছেন, দ্বিতীয় টেস্টে দলে একটি মাত্র পরিবর্তন করা হয়েছে। চোটের জন্য খেলতে না পারা হ্যাজেলউডের পরিবর্ত হিসাবে দলে আসছেন স্কট বোল্যান্ড। ইন্ডিয়া এ দলের বিরুদ্ধে নজর কেড়েছেন তিনি। অজি অধিনায়ক এদিন জানিয়েছেন, স্কট বরাবরই ভারতের বিরুদ্ধে ভালো পারফর্ম করেন। এবারও তিনি চমক দেবেন বলেই আশা কামিন্সের। একই সঙ্গে মার্শের ফিট হওয়ার খবরও জানিয়েছেন তিনি। কামিন্স জানিয়ে দিয়েছেন, মার্শ পুরো ফিট। অ্যাডিলেডে বল করতে কোনও সমস্যা নেই তাঁর। জস হ্যাজেলউডের চোটের পাশাপাশি মার্শকে নিয়েও চিন্তা ছিল অজি শিবিরে। শোনা যাচ্ছিল, পারথে 'অতিরিক্ত' বেশি বল করার জেরে সামান্য চোট পেয়েছেন তিনি। অ্যাডিলেডে মার্শ আদৌ বল করতে পারবেন কিনা, সেটা নিয়ে সংশয় ছিল। মার্শ বল করতে না পারলে তাঁর পরিবর্তে খেলানোর জন্য নতুন মুখ ব্যু ওয়েবস্টারকে দলে ডেকে নিয়েছিলেন অজি নির্বাচকরা। ৩০ বছর বয়স হলেও অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে কখনও খেলেননি ব্যু। ডানহাতি এই ব্যাটার মাঝেমাঝে পেস বোলিংও করেন। তাই মিচেল মার্শের বিকল্প হিসাবে তাঁকেই ভাবছিল অজি টিম ম্যানেজমেন্ট। তবে বুধবার প্যাট কামিন্স জানিয়ে দিলেন, মার্শ অ্যাডিলেডে বোলিং করতে পারবেন। দলে একটিই বদল আনা হয়েছে।

অ্যাডিলেড টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম একাদশ: উসমান খোয়াজা, নাথান ম্যাকসুইনি, মার্নাস লাবুশানে, স্টিভ স্মিথ, ট্রাভিস হেড, মিচেল মার্শ, অ্যালেক্স কেরি, মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্স, নাথান লিওঁ, স্কট বোল্যান্ড।

চার প্রতিযোগিতা নিয়ে ভারতকে পাল্টা চাপ পাক বোর্ডের, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সূচি ঘোষণায় বিলম্ব

সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। অচলাবস্থা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫ ঘিরে। অমীমাংসিত ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব। ২২ গজ ছেড়ে ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেটের লড়াই ঠান্ডা ঘরে। সমস্যা সমাধানের আশায় ক্রিকেটপ্রেমীরা।ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) প্রাক্তন সচিব জয় শাহ আইসিসির চেয়ারম্যানের কার্যভার গ্রহণ করেছেন গত ১ ডিসেম্বর। তার আগে পর্যন্ত আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের মতপার্থক্য দূর করতে পারেননি আইসিসি কর্তারা। ফলে ঘোষণা করা যায়নি প্রতিযোগিতার সূচিও। গত শুক্রবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে আইসিসি বোর্ডের বৈঠক থাকলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি। ১৫ মিনিটেই শেষ হয়ে যায় বৈঠক। ভারত এবং পাকিস্তানের ক্রিকেট কর্তাদের ভাবার জন্য সময় দিয়েছেন আইসিসি কর্তারা। দায়িত্ব নেওয়ার পর এখনও মন্তব্য করেননি জয়। তবে বিসিসিআই সচিব হিসাবে তাঁর দেওয়া যুক্তি সুবিধাজনক জায়গায় রেখেছে ভারতকে।আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান। ২০২১ সালে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে (পিসিবি) প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব দেয় আইসিসি। কিছু দিন আগে বিসিসিআই লিখিত ভাবে আইসিসিকে জানিয়েছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে ভারতীয় দলকে পাঠানো সম্ভব নয়। কারণ, পাকিস্তানে দল পাঠানোর অনুমতি নয়াদিল্লি দিতে নারাজ। পাকিস্তানে গেলে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। নির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় সরকারের এই অবস্থান।প্রতিযোগিতা হোক হাইব্রিড মডেলে। আইসিসি কর্তারা ভারতের বক্তব্য জানায় পিসিবিকে। তার পরই শুধু জটিলতার। পিসিবি প্রথমে জানায় তারা হাইব্রিড মডেল মানবে না। কিন্তু আইসিসিও হাইব্রিড মডেলের উপর জোর দেয়। পরিস্থিতি তাদের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন বুঝে সুর নরম করে হাইব্রিড মডেলে রাজি হয়েছে পিসিবি। তবে সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে পাল্টা শর্ত।পিসিবির শর্ত, তারা হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন করতে রাজি। তবে ২০৩১ সাল পর্যন্ত ভারতে আইসিসির যে চারটি প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা, সেগুলিও হাইব্রিড মডেলে আয়োজন করতে হবে। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে মহিলাদের ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত। ২০২৬ সালে ভারত এবং শ্রীলঙ্কা যৌথ ভাবে আয়োজন করবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ২০২৯ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক ভারত। আর ২০৩১ সালে এক দিনের বিশ্বকাপ বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথ ভাবে আয়োজন করবে ভারত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে চাপে পড়ে যাওয়া পিসিবি মান বাঁচাতে ভারতের উপর পাল্টা শর্ত চাপানোর চেষ্টা করছে। উল্লেখ্য, ভারতের এই অবস্থানের জন্য গত বছরের এশিয়া কাপও হাইব্রিড মডেলে আয়োজন করতে বাধ্য হয়েছিল পিসিবি।পাকিস্তানের দেওয়া শর্ত ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন জটিলতা। বিসিসিআই কর্তারা পিসিবির দেওয়া শর্ত মানতে নারাজ। বিসিসিআইয়ের যুক্তি, ভারতে যে চারটি প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা, সেগুলি হাইব্রিড মডেলে আয়োজনের কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।

নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করাই হচ্ছে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর:নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করাই হচ্ছে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নাগরিকদের মানবাধিকার রক্ষায় বদ্ধপরিকর। নাগরিকদের মানবাধিকার যাতে কোনওভাবে লঙ্ঘিত না হয় রাজ্য সরকার সে বিষয়ে সচেষ্ট রয়েছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এবছর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসের মূল ভাবনা হল "আওয়ার রাইট, আওয়ার ফিউচার, রাইট নাউ"।
অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। একে ধ্বংস করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে বিভেদকামী একটি শক্তি এখনও সচেষ্ট রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ" মন্ত্রে সকলকে চলার কথা বলেছেন। আর এই ভাবনা নিয়ে চললেই মানবাধিকার দিবস পালন ফলপ্রসু হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৯৯৩ সালে মানবাধিকার সুরক্ষা আইন লাগু হলেও বিগত রাজ্য সরকার মানবাধিকার কমিশন গঠন করার জন্য কোনও সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশের পর ২০১৬ সালে ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। কিন্তু এই কমিশন জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরণে কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি। নতুনভাবে গঠিত বর্তমান কমিশন অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলো নিষ্পত্তি করছে এবং জনগণের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্বে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ সহ বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে এবং ক্ষতিগ্রস্থদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সারা দেশে তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন প্রণীত হয়েছে। গত ১ জুলাই ২০২৪ থেকে এই আইনগুলি কার্যকর হয়েছে। এই আইনগুলি হল- ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-২০২৩, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা-২০২৩ এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম-২০২৩।
এই তিনটি আইন প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য হল দেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের মাধ্যমে নারী, শিশু সহ সকল স্তরের জনগণের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করা। এই নতুন তিনটি ফৌজদারি আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৭৩ ধারা মূলে যেকোন নাগরিক যে কোনও স্থান থেকে এফআইআর দায়ের করতে পারবেন। এই আইনে পুলিশকে বেআইনীভাবে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। নতুন আইনে চার্জশীট দাখিলের ৬০ দিনের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া শুরু নিশ্চিত করা এবং বিচার শেষ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে রায় ঘোষণার সংস্থানও রয়েছে।
অনুষ্ঠানে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন বলেন, দেশ ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নাগরিকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমান অধিকার প্রদানের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হলে মানবাধিকার কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা বলেন, জনগণের মৌলিক অধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়েই দেশ ক্রমশঃ এগিয়ে চলছে। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস কমিশনের চেয়ারম্যান জাস্টিস স্বপন চন্দ্র দাস বলেন, নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো সুরক্ষিত থাকায় আমাদের দেশের গণতন্ত্র মজবুত রয়েছে। স্বাগত বক্তব্যে ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের সচিব রতন বিশ্বাস বলেন, প্রতিবছর ১০ ডিসেম্বর মর্যাদার সঙ্গে রাজ্যে মানবাধিকার দিবস পালন করা হয়। মানবাধিকার দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে এবছর বিভিন্ন ইভেন্ট যেমন বসে আকোঁ প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরার এডভোকেট জেনারেল শক্তিময় চক্রবর্তী এবং লোকায়ুক্ত বি কে কিলিকদার।

৫ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস কল্যাণপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১০ ডিসেম্বর:মঙ্গলবার সকালে গোপন খবরের ভিত্তিতে পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা কল্যাণপুর থানা এলাকার জলাই তুইশিয়া এডিসি ভিলেজে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা গাছ কেটে ধ্বংস করে দিয়েছে।
মঙ্গলবার সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ কল্যানপুর থানা এলাকায় কল্যাণপুর থানার ওসি তাপস মালাকার গোপন খবরের ভিত্তিতে পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে জলাই তুইশিয়া এডিসি ভিলেজ এর অধীনে কালী কৃষ্ণ পাড়ার গভীর জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা গাছ কেটে ধ্বংস করে দেন।
এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া সাব ডিভিশনের এসডিপিও পান্নালাল সেন, থানার ওমেন স্টাফ সহকারে ষষ্ঠ ব্যাটেলিয়ান টিএসআর জোয়ান, সিআরপিএফ ১৪০ ব্যাটেলিয়ানের জোয়ান ও থানার অফিসার সহ অন্যান্যরা। তেলিয়ামুড়ার ডিভিশনাল এসডিপিও সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে বলেন তিনটি প্লটে গাজা গাছ কেটে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৫ হাজারের মতো গাঁজা গাছ কেটে ধ্বংস করা হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন জানিয়েছেন।

কুরলায় বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু বেড়ে ৬, আহত কমপক্ষে ৪৯ জন

মুম্বই, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): মুম্বইয়ের কুরলা পশ্চিমে বাস দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন আরও দু"জন। ফলে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৬। এছাড়াও এই বাস দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৪৯ জন। মঙ্গলবার সকালে দমকলের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার কুরলা পশ্চিমের এস জি বার্ভে রোডে একটি বেস্ট বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একাধিক গাড়িতে ধাক্কা মারে। সোমবারই মৃত্যু হয়েছিল ৪ জনের, পরে আরও দু"জন প্রাণ হারালেন। মঙ্গলবার সকালেই দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন ফরেনসিক দলের বিশেষজ্ঞরা। ডিসিপি জোন ৫ গণেশ গাওয়াদে বলেছেন, 'কুরলায়, বেস্টের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কয়েকটি গাড়িকে পিষে দেয়। আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। বাসের চালককে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।' এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে শিবসেনা বিধায়ক দিলীপ লান্ডে বলেছেন, 'কুরলা স্টেশন থেকে যে বাসটি ছেড়েছিল, সেই বাসের ব্রেক ফেইল হয়ে যায় এবং চালক বাসের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। চালক ভয় পেয়ে ব্রেক চাপার পরিবর্তে এক্সিলারেটরে চাপ দেয় এবং গতি বেড়ে যায়।'

বাংলাদেশী নাবালিকাকে তার দেশে ফেরত পাঠালো বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১০ ডিসেম্বর: কৈলাসহরে ১৯৯ নং বিএসএফ এবং ৪৬ নং বিজিবি "র কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে এক বৈঠকে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী নাবালিকাকে তার দেশে ফেরৎ পাঠানো হলো।ঘটনা সোমবার রাতে কৈলাসহর সীমান্তে।
বিবরণে প্রকাশ, গত রবিবার কৈলাসহরের মাগুরুলী সীমান্তে ওপার থেকে বে-আইনীভাবে কিছু লোক প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু বিএসএফ সক্রিয় হলে টাউট সহ বাংলাদেশীরা সীমান্ত অতিক্রম না করে ওপাড়ে চলে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু ১৫ বছরের এক নাবালিকা সীমান্ত অতিক্রম করে এপাড়ে চলে আসায় সে ধৃত হয়। অনুপ্রবেশকারী ঐ নাবালিকার বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া থানার চান্দপুরে।
জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায়, কৈলাসহরের উত্তরাঞ্চলের বাবুর বাজারে সে নানীর বাড়ী তথা মামার বাড়ী বেড়ানোর জন্য এপাড়ে আসে। সে আরো জানায়, ২০১৪ সালে বে-আইনীভাবে সে বাবুরবাজারে এসে ২০/২৫ দিন থেকে গেছে। ২০১৯ সনে এসে প্রায় দুই বছর এপাড়ে থেকেছে।
সে জিজ্ঞাসাবাদে চাঞ্চল্যকর কিছু তথ্য দিয়েছে। তার মামা"কে বাবা দেখিয়ে ভারতীয় পরিচয়পত্র আধার কার্ড করে নিয়েছে। এপাড়-ওপারের আদম ব্যাপারী তথা টাউটরা মানুষ পারাপারে যে বল্গাহীনভাবে সক্রিয় তা তার কথায় বি,এস,এফ নিশ্চিত হয়েছে এবং কিছু নামধাম ইত্যাদি সংগ্রহ করতে পেরেছে।
গতকাল সোমবার বিএসএফ ও বিজিবি"র মধ্যে টেলিফোনে প্রথমে কথা হয়। পরে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে আলোচনা হয় জিরো পয়েন্টে। অনুপ্রবেশকারী নাবালিকা"র মায়ের কাছে নাবালিকাকে সমর্পণ হয়েছে নির্বিঘ্নে তবে বাংলাদেশী নাবালিকাটি অনেক তথ্য বিএসএফের কাছে দিয়েছে যা রীতিমতো উদ্বেগের। বিএসএফ নাবালিকাটির জবানবন্দি অনুযায়ী আইনানুগ কাজ শুরু করেছে বলে অ-সমর্থিত সূত্রের খবর।

দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু এক যুবকের আহত ৩

মির্জাপুর, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): সোমবার উত্তর প্রদেশের বিসুন্দরপুরের কাছে দুটি বাইকের মধ্যে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। এই দুর্ঘটনায় ৪ জন গুরুতর আহত হন। পুলিশ আহতদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাদের মধ্যে এক যুবককে মৃত ঘোষণা করেন।
জানা গেছে, কাশী সরপতি গ্রামের বাসিন্দা শ্রদ্ধা তার মামা অঙ্কিত সরোজের সঙ্গে বাইকে করে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল। বিসুন্দরপুরের কাছে আরেকটি বাইকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে তাদের বাইকের। দুর্ঘটনায় আহত হয় শ্রদ্ধা, অঙ্কিত এবং আর অন্য বাইকে থাকা দুর্গেশ ও আশিস। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিতছকরা অঙ্কিতকে মৃত ঘোষণা করেন। আহতদের চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে।

সাব্রুমের সীমানায় বাংলাদেশের হেলিকপ্টার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১০ ডিসেম্বর: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুমের আকাশ সীমায় বাংলাদেশের হেলিকপ্টারকে কেন্দ্র স্থানীয় জনমণে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। দুপুর ১২ টা ৩৫ নাগাদ ভারত বাংলাদেশের সাব্রুম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের একটি হেলিকপ্টার সাব্রুম এর আকাশ সীমানার নিকট দিয়ে যায়। মৈত্রী সেতু সংলগ্ন সাব্রুম এর দক্ষিণ আকাশ সীমানা দিয়ে এসে আবার ফিরে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি প্রশাসনের কর্মকর্তারা খতিয়ে দেখছেন বলে জানা গেছে।
এদিকে সাব্রুম সীমান্ত এলাকাতেও বিএসএফের নজরদারি ও টহল বাড়ানো হয়েছে। যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বিএসএফের জওয়ানরা প্রস্তুত রয়েছে।

শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে ফের অগ্নিকাণ্ড

শিলিগুড়ি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে আগুন। সোমবার রাতে মার্কেটের রাধাগোবিন্দ মন্দিরের কাছে একটি দোকানে আচমকাই আগুন লাগে। সেই অগ্নিকাণ্ডের জেরে বাজারে উত্তেজনা ও শোরগোল ছড়ায়। খবরে পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী।স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় দমকলের কর্মীরা আগুন নিভিয়েছেন। তিন মাসের মধ্যে বিধান মার্কেটে এই নিয়ে দু'টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। সোমবার রাতে কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিরোধীরা সংসদে কাজ করতে দিচ্ছেন না : সম্বিত পাত্র

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): সংসদে হইহট্টগোলের জন্য বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্র। মঙ্গলবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সম্বিত পাত্র বলেছেন, 'এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, বিরোধীরা সংসদে কাজ করতে দিচ্ছেন না। তাঁরা মাঝে মাঝে জ্যাকেট, মাস্ক পরে আসেন, এটা মর্যাদাপূর্ণ নয়। আমার মনে হয়, তাঁরা গণতন্ত্র বুঝতে ভুল করেছে। রাহুল গান্ধী মাস্ক পরা লোকজনকে রেকর্ড করছেন, এটা দেখে অবাক হয়েছিলাম। একজন বিরোধী দলনেতার কিভাবে আচরণ করতে হয় তা তিনি জানেন না।' রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করে সম্বিত পাত্র বলেছেন, 'আমরা দেখতে পাচ্ছি, সমাজবাদী পার্টি রাহুল গান্ধীকে সম্মান করে না এবং বলছে তাঁরা রাহুলকে অথবা মল্লিকার্জুনকে ইন্ডি জোটের নেতা হিসাবে বিবেচনা করে না। তৃণমূলও রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ইন্ডি জোটের স্ট্রাইক রেট সম্পর্কে কথা বলেছে। কিছু নেতা মমতা জিকে ইন্ডি জোটের নেতা হিসাবে প্রজেক্ট করার কথা বলেছেন।

মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের তৃতীয় বর্ষপূর্তি ও শারদ সম্মান ২০২৪ উপলক্ষ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর: আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের তৃতীয় বর্ষপূর্তি ও শারদ সম্মান ২০২৪ উপলক্ষে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার ও কমিশনার ড. শৈলেশ কুমার যাদব ও দপ্তরের সম্মানিত আধিকারিকগন।
২০২১ সালের ৮ ডিসেম্বর বিজেপি পরিচালিত আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন পথচলা শুরু করেছিল। চলতি মাসে এই পথচলার তিন বছর পূর্ণ করলো নিগম। আজ আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কনফারেন্স হলে কর্পোরেশনের তৃতীয় বর্ষপূর্তি ও শারদ সম্মান ২০২৪ উপলক্ষে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার সহ কর্পোরেটদের উপস্থিতিতে এই বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হবে।
মেয়র জানিয়েছেন, আজকের বৈঠকে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উৎযাপন করার পাশাপাশি শারদ সম্মান প্রদানের দিন ঠিক করা হবে। পাশাপাশি বৈঠকে শহরের সার্বিক উন্নয়ন বিষয়ে এবং মশার উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কেও আলোচনা করা হবে বলে জানান তিনি।

আদানি ইস্যুতে শাসক-বিরোধী বাকযুদ্ধ চরমে, মুলতুবি সংসদ

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): আদানি গোষ্ঠীর ঘুষ-কাণ্ড-সহ একাধিক ইস্যুতে বিরোধীদের তুমুল হইহট্টগোলের কারণে দিনের মতো মুলতুবি হয়ে গেল লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। মঙ্গলবার বেলা এগারোটা থেকে সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন ইস্যুতে হইহট্টগোল করেন কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী দলনের সাংসদরা। তুমল হইহট্টগোলের কারণে প্রথমে দুপুর পর্যন্ত লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়। পরে অধিবেশন শুরু হলেও, একই রকম পরিস্থিতি বজায় থাকে। তাই লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন দিনের মতোই মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, সংসদের উভয়কক্ষের অধিবেশন দিনের মতো মুলতুবি হয়ে যাওয়ায় শাসক-বিরোধী দলের মধ্যে বাকযুদ্ধ চরমে পৌঁছেছে। কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বলেছেন, 'বিজেপির সদন চালানোর কোনও ইচ্ছা নেই। হতবাক হচ্ছি যে শাসক দল সদনকে ব্যাহত করছে।' প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা বলেছেন, 'তাঁরা (বিজেপি) আদানি ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতে ভয় পায়। আমি সংসদে নতুন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে সংসদে দেখা যায়নি। কেন আমরা এই বিষয়টি উত্থাপন করব না?'বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্র বলেছেন, 'এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, বিরোধীরা সংসদে কাজ করতে দিচ্ছেন না। তাঁরা মাঝে মাঝে জ্যাকেট, মাস্ক পরে আসেন, এটা মর্যাদাপূর্ণ নয়। আমার মনে হয়, তাঁরা গণতন্ত্র বুঝতে ভুল করেছে। রাহুল গান্ধী মাস্ক পরা লোকজনকে রেকর্ড করছেন, এটা দেখে অবাক হয়েছিলাম।

তিন দফা দাবিতে খোয়াই মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান বামেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১০ ডিসেম্বর:জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তিন দফা দাবিতে খোয়াই মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে সিপিআইএম খোয়াই বিভাগীয় কমিটি।
দাবি সনদগুলি হল খোয়াই শহর এলাকায় নিয়মিত দুইবেলা পানীয় জল সরবরাহ করা, কলেজের পার্শবর্তী লালছড়ার উপর স্টিল ব্রিজ অতি দ্রুত সংস্কার করে চালু করা, গরু, বাইক সহ সাধারণ মানুষের সম্পদ চুরি রোধে কার্যকরী পুলিশি ব্যবস্থা গ্রহণ ও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক নজরদারি বৃদ্ধি করা।এদিন ডেপুটেশন প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম খোয়াই মহকুমা সম্পাদক তথা বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক, খোয়াইতে সিপিএমের নেতৃত্ব মনোজ দাস সহ অন্যান্যরা।

বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর সমষ্টি উন্নয়নের ব্যবস্থাপনায় তিনদিন ব্যাপী পর্যটন ও মিলনমেলা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ ডিসেম্বর:আজ সন্ধ্যায় বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর সমষ্টি উন্নয়নের ব্যবস্থাপনায় ডিমাতলি চন্দ্রপুরে ১০ থেকে ১২ ই ডিসেম্বর তিনদিন ব্যাপী পর্যটন ও মিলনমেলা ২০২৪, এর সূচনা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে এই মহতি অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার অশোক কুমার সিনহা, মনু এবং রাজনগর বিধায়ক দ্বয় সহ অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকগন।
এই মেলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরের প্রদর্শনী মন্ডপ খোলা হয়, আরও রয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা তাদের পসরা সাজিয়ে বসেছেন, পখ্যান্তরে বলতে হয় অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা ছিল বিকাল তিনটায় রাজ্যের সমবায় ও উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর হাত ধরে ,তবে শেষ মুহূর্তে বিশেষ কোনো কারণে আসতে পারেননি। মেলায় প্রতিদিন থাকবে বিভিন্ন দপ্তরের উদ্যোগে আলোচনা সভা এবং সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই মেলায় সবাইকে আনন্দ উপভোগ করার জন্য আবেদন করেন মেলা কমিটির কনভেনার রাজনগর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৈকত সাহা।

বিজেপি আদানি ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতে ভয় পায় : প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন দিনের মতো মুলতুবি করে দেওয়ার জন্য বিজেপির তীব্র সমালোচনা করলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। একইসঙ্গে প্রিয়াঙ্কা বলেছেন, বিজেপি আদানি ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতে ভয় পায়। বিরোধীদের তুমুল হইহট্টগোলের কারণে মঙ্গলবার দিনের মতো মুলতুবি হয়ে গিয়েছে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন।
অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যাওয়ার পর সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেছেন, 'তাঁরা (বিজেপি) আদানি ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতে ভয় পায়। আমি সংসদে নতুন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে সংসদে দেখা যায়নি। কেন আমরা এই বিষয়টি উত্থাপন করব না?'

ধর্মনগরের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেনের ভাবমূর্তিকেও ক্ষুণ করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে: বিএমএসের প্রাক্তন সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর: ধর্মনগরে বিএমএস-এর অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। অসীম দত্ত ও ওয়েল ট্যাঙ্কার নেতৃত্ব বিরেশ এবং অনুপ, সুব্রত রুদ্রপালের ভাই শংকর রুদ্রপালের পারিবারিক সমস্যার সুযোগ নিয়ে ষড়যন্ত্র করছেন। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ করেন বিএমএস উত্তর ত্রিপুরা জেলার প্রাক্তন সভাপতি সুব্রত রুদ্রপাল। সাথে তিনি যোগ করেন, ধর্মনগরের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেনের ভাবমূর্তিকেও ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে
সুব্রত রুদ্রপাল জানান, অসীম দত্ত ও ওয়েল ট্যাঙ্কার নেতৃত্ব বিরেশ এবং অনুপ, সুব্রত রুদ্রপালের ভাই শংকর রুদ্রপালের পারিবারিক সমস্যার সুযোগ নিয়ে ষড়যন্ত্র করছেন। তিনি অভিযোগ করেন, ওয়েল ট্যাঙ্কার থেকে লক্ষাধিক টাকার আত্মসাৎ এবং ফোনালাপের মাধ্যমে বিএমএস নেতৃত্বকে হেয় প্রতিপন্ন করার চক্রান্ত চলছে।
তিনি আরও দাবি করেন, শ্রমিকদের হুমকি দিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে এবং বিএমএস-এর শ্রমিক ও কর্মীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চলছে। ধর্মনগরের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেনের ভাবমূর্তিকেও ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। এছাড়া সুব্রত রুদ্রপাল উল্লেখ করেন, ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সিপিআইএম প্রার্থী বিজিত নাথের পক্ষে প্রচার চালিয়েছিলেন বিরেশ এবং অনুপ, যা বর্তমানে তাদের রাজনৈতিক দিক পরিবর্তনের প্রমাণ। তিনি বলেন, তারা বিএমএস-এর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে কাজ করছেন।
সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ই-রিকশা মজদুর সংঘের সভাপতি প্রবীর ঘোষ এবং অন্যান্য বিএমএস কর্মীরা। সম্মেলনে গৌরা নাথ অভিযোগ করেন, রাত একটার দিকে অসীম দত্ত ফোন করে আগরতলা যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেনের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ করার হুমকি দেন।
এই ঘটনা উত্তর ত্রিপুরার রাজনীতি এবং শ্রমিক আন্দোলনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

বিশালগড়ে সিপিএম'র ১০ম অঞ্চল কমিটির সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১০ ডিসেম্বর: বিশালগড় অফিসটিলা সিপিআইএমের মহকুমা কার্যালয়ে ১০ ম অঞ্চল কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার। বিশালগড় মহকুমার সিপিআইএমের ১০ম অঞ্চল সম্মেলন। বিশালগড় অফিসটিলা সিপিআইএমের মহকুমা কার্যালয়ে মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হলো বিশালগড় মহকুমা কমিটির ১০ম অঞ্চল সম্মেলন।
প্রথমে দলীয় অফিসের সামনে রক্তিম পতাকা উত্তোলন করেন সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর অন্যতম সদস্য মানিক দে, শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে এক মিনিট নিরবতা পালনের মধ্যে দিয়ে এদিনের অঞ্চল সম্মেলন শুরু হয়।উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার ,বিশালগড় মহকুমা কমিটির সম্পাদক পার্থ প্রতিম মজুমদার,সিপাহীজলা জেলা কমিটির সম্পাদক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী ভানু লাল সাহা,রাজ্য কমিটির সদস্য সিদ্দিকুর রহমান, রেহেনা বেগম সহ অন্যান্যরা।পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী মঙ্গলবার সকাল থেকে সারাদিন ব্যাপী এই অঞ্চল সম্মেলন চলে। এই দিনে অমর শহীদান কর্মসূচিতে শহীদ স্মরণে প্রস্তাব পেশ করেন বিশালগড় মহকুমা কমিটির সদস্য তপন দেবনাথ। তারপর দলীয় অফিসের দ্বিতল ভবনের শুরু ১০ম অঞ্চল সম্মেলনের মূল বিষয়বস্তু নিয়ে সভা।